মালা ।

মালা।

শ্রীমতী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

প্রণীত।

১৩২২।

প্রকাশক—
শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীরাধাশ্যাম দাস।
ভিক্টোরিয়া প্রেস।
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

Victoria Press

রাণী জ্যোতিষ্মতী দেবী

Victoria Press

পূর্ব্বাভাষ।

পরম-স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব---

তুমি আমাকে তোমার জননী-দেবী-গ্রথিত "মালা"র একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছ। আমি সাদরে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রন্থ পাঠ করিয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী আপনার হৃদয়সমুদ্র আলোড়িত করিয়া এক একটি মুক্তাফল তুলিয়া এই "মালা" গাঁথিয়াছেন, জীবন দেবতার চরণোপান্তে উপহার দিবার জন্য। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস, যাঁহার উদ্দেশ্যে "মালা" গ্রথিত তাঁহার নিকট ইহা পৌঁছিয়াছে। এ কাব্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সার্থকতা হইতে পারে? তোমার পুণ্যশীলা পতিগতপ্রাণা জননীর হৃদয়ে যে দারুণ শেলাঘাত হইয়াছে, তাহার যন্ত্রণায় তিনি এখনও মুহ্যমানা রহিয়াছেন। আর আমিও দুর্ব্বিষহ বন্ধু-বিয়োগ-যন্ত্রণা এ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। তাই বলিতে-ছিলাম, ইহা এখনও কাঁদিবার সময়, সমালোচনার সময় নহে। স্বর্গগত পতি-দেবতার কণ্ঠে তাঁহার সযত্নরচিত "মালা" স্থান পাইয়াছে জানিয়া গ্রন্থকর্ত্রী হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়া ভাবি মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুন, ইহাই আমার একান্ত কামনা। ইতি—

কলিকাতা,
১০, তারক চাটুয্যের লেন,
১লা আষাঢ়, ১৩২২।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

প্রার্থনা।

ললিত ত্রিভঙ্গ আহা! মোহন মুরারি,
বামে রাধা জ্যোতির্ম্ময়ী নবীনা কিশোরী।
অঙ্গে অঙ্গ পড়ে ঢলি, জলদে যেন বিজলী
বামে চূড়া আছে হেলি, শ্যাম বংশীধারী।
আহা মরি কি মাধুরি!
বৃন্দাবন শূন্য ক'রে, শোভিছ শোভাবাজারে,
হেরিব যুগল শোভা সদা প্রাণ ভরি।
কিবা ত্রিভঙ্গিম রূপ লয় মন হরি।
এ দাসী বিনয়ে বলে, রাখ তারে পদতলে,
মিলাইয়া রাখ জ্যোতি করুণা বিতরি।
ও রাঙ্গা চরণ-জ্যোতি এ দেহে আবরি।
মিলাও বিনয়ে বলি, ও চরণে বনমালি!
কমলা-সেবিত পদে এ মন আমারি।
ও যুগল রূপ যেন সতত নিহারি।

মরি কি বিমল শোভা, মন-ভৃঙ্গ-আঁখি-লোভা,
ব্রজরাজ সনে রাজে ব্রজের কিশোরী।
রাজিছে হৃদয়-মাঝে ও রূপ আমারি।

হৃদি পদ্মে হের সদা যুগল মিলন।
সুললিত রূপ কিবা মুরলী-বদন!
জ্যোতির্ম্ময়ী রাধা বামে, হেলিয়া ত্রিভঙ্গ ঠামে,
শিখি-পুচ্ছ শোভে শিরে বঙ্কিম নয়ন।
বন ফুল গুঞ্জমালা, শ্যামাঙ্গ করে উজলা,
ভজরে চিকণ কালা সদা মম মন!
হৃদি শতদলোপরি, সহ রাধা ব্রজেশ্বরী,
বিরাজ হে গোপীনাথ! ব্রজের রতন।
পীতাম্বর কটি বেড়া, পৃষ্ঠে শোভে পীতধড়া,
বামেতে মোহন চূড়া ঈষৎ হেলন।
দাসীর হৃদি-বিপিনে, বিরাজ হে নিশি দিনে,
যুগল মিলনে দেহ মোরে দরশন।
দুখিনী কাঁদিয়া কয়, রাখ তারে দয়াময়,
বিনয়ে এ দাসী চায় ও তব চরণ।
সুশীতল হবে মোর তাপিত জীবন।

উপহার।

ধর দেব ! হৃদয়ের ক্ষুদ্র উপহার—
মানস কুসুমে আমি গাঁথিয়াছি হার।
ছিন্ন করি হৃদি তারে, গাঁথিয়াছি এ মালারে,
আদরে ধরিবে করে এ আশা আমার।
ধর—ধর প্রাণাধার !

ফুটন্ত ও ঝরা ফুলে, মিশায়ে সহ মুকুলে,
প্রীতির চন্দন গুলে মাখি সহ তার।
ঝরা ঝরা ফুলগুলি, কাতরে করি অঞ্জলি,
ভক্তিভরে দিনু নাথ ! চরণে তোমার।

ঢালিয়া নয়ন বারি, অভিষিক্ত কুসুমেরি,
হের নাথ ! করি গেছে মলিনতা তার !
মন্দার কুসুম রাশি, আছে পাশে রাশি রাশি,
পারিজাত-মালা শোভে গলেতে তোমার।

আমার মানস ফুলে, ফেলোনা চরণে দলে,
হৃদয়ের ছিন্নতারে গাঁথা এই হার।
ভক্তিভরে তব করে দিই উপহার।

আবাহন।

এস প্রিয়তম! এস একবার,
আকুল হৃদয়ে ডাকি অনিবার ;
জীবন-সর্ব্বস্ব এসহে আমার,
আরাধ্য দেবতা এসহে মম।

পাতিয়া রেখেছি হৃদয়-আসন,
হৃদি বৃন্ত-পুষ্প ক'রেছি চয়ন,
মাখায়ে তাহাতে আবেগ-চন্দন,
পূজিব তোমারে হে প্রিয়তম!

এস এস ওহে জীবনবল্লভ,
এস ডাকি আমি ওহে প্রাণধব,
শূন্য এ জীবন, শূন্য যে হে সব,
এ শূন্য ভবনে এস হে নাথ!

দিবানিশি আমি তোমার লাগিয়া,
হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া,
ব্যাকুল অন্তরে র'হেছি বসিয়া,
চাহিয়া তোমার আশার পথ!

আবাহন।

এস একবার এস প্রাণাধিক,
অনিমেষ-আঁখি হেরিব ক্ষণিক,
চাহিনা এখন ইহার অধিক,
নিমেষের তরে দেখিতে সাধ।

এস এস নাথ গৃহেতে তোমার,
এ শূন্য আগারে এস প্রাণাধার !
সবই আঁধার বিহনে তোমার,
সাধিয়াছে বিধি দারুণ বাদ।

সারানিশি দিন ব্যাকুল হইয়া,
নীরবেতে রহি বিরলে বসিয়া,
আসিবে হে তুমি এ আশা করিয়া,
কাতর হইয়া সতত ডাকি।

এস এস দেব ! এ মনোমন্দিরে,
বসায়ে যতনে পূজিব সাদরে,
জীবন উৎসর্গ করি ভক্তি-ভরে,
নীরবে রহিব মুদিয়া আঁখি।

এস এস নাথ, হে হৃদয়-স্বামি,
তুমিই দেবতা এই জানি আমি,
তুমিই আরাধ্য পূজনীয় তুমি,
তুমি প্রেমময় গুরু প্রেমের।

তব ধ্যানে ভোর রহি প্রাণেশ্বর,
তব গুণ গান করি নিরন্তর,
এস হে ললিত, এস হে সুন্দর,
হেরিয়া জুড়াই জ্বালা প্রাণের।

এস এস ফিরে এস মম স্মৃতি,
এস হে উদ্যম উৎসাহ প্রবৃত্তি,
এস আকিঞ্চন ধৃতি মেধা শক্তি,
এস হে আমার কাম কামনা।

এস শান্তি মম, এস প্রাণসখা,
এস সুখ মম, দিবে না কি দেখা ?
ডাকে তব সখী এস প্রাণসখা,
এস আশা, এস সাধ-বাসনা।

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ এসহে আমার,
এস সৌম্য এস মাধুর্য্য-আকার,
এস সর্ব্ববিধ গুণের আধার,
এস প্রাণময় প্রাণের প্রিয়।

এস এস মম শয়নে স্বপন,
এস অঙ্গ-রাগে নয়ন-অঞ্জন,
এস শিরোপরে হে শিরোভূষণ,
সুমিষ্ট বচন এস অমিয়।

আবাহন

এসহে বিনয়, এস গো মধুর,
এস কমনীয় শৌর্য্য বীর্য্য শূর,
রূপেতে কন্দর্প মোহে ত্রিনপুর,
যশেতে যশস্বী এস প্রাণেশ !

এস নিষ্কলঙ্ক সরল-চরিত্র,
সমুজ্জ্বল-ভাতি এস গো পবিত্র,
কলঙ্ক-কালিমা স্পর্শে নাই গাত্র,
নাহিক হৃদয়ে খলতা লেশ।

সে উচ্চ অমর ভবন হইতে,
এস মম কাছে এস হে ত্বরিতে,
পিয়াসী প্রাণের পিপাসা মিটাতে,
কাতরে আহ্বান করি তোমারে।

শুনিয়া আমার আকুল আহ্বান,
কাঁদে নাকি নাথ ! কাঁদে নাকি প্রাণ ?
অথবা এ ডাক না যায় সে স্থান,
না পশে তোমার শ্রুতি-বিবরে ?

ত্যজিয়া সে স্থান এস প্রাণপতি !
বিনয়ে আহ্বান করে তব জ্যোতি,
প্রত্যাখ্যান তারে কোরনা মিনতি,
মরম বেদনা ঘুচাও আসি।

এস প্রভু এস, এস হে বাঞ্ছিত,
এস গো পূজিত, এস গো দয়িত,
উন্মাদিনী হোয়ে ডাকি অবিরত,
এস হে বারেক মধুর হাসি।

এস বঁধু এস হৃদয়-রাজন্,
পাতিয়া রেখেছি হৃদি সিংহাসন,
প্রেমমালা গলে প্রণয় চন্দন,
অভিষেক হবে আঁখির নীরে।

অনুগতা দাসী আমি হে তোমার,
সকাতরে তাই ডাকি অনিবার,
সজ্জিত র'য়েছে ষোড়শোপচার,
এস নাথ মম মনোমন্দিরে।

অদর্শন।

হায় কি ভীষণ দৃশ্য!—ভীষণ সময়!—
বলিতে সে কথা যে গো বুক বিদরয়!
নিদারুণ হেমন্তের কি দারুণ দিন,
হরিল তোমারে, নাথ, হইয়া কঠিন!

অদর্শন।

কি অগ্রহায়ণ মাস এসেছিল হায়!
আমারে কাঁদাতে বুঝি আইল ধরায়!
হায়রে, দারুণ বিধি! এই ছিল মনে,
অকালে হরিলি মম হৃদয়-রতনে!
ওরে হায়! একি তব একি আচরণ?
কি কাজ করিলি ওরে নিষ্ঠুর শমন!
হায় হায়! কি হইল—কি হইল মোর—
চুপে চুপে গৃহে আসি প্রবেশিল চোর;
সবার অলক্ষ্যে আসি চুরি সে করিল।
আমার প্রাণের নিধি হায় হ'রে নিল!

ছিলাম অনন্যমনে নিকটে তোমার,
ভাবি নাই এই কথা ভ্রমে একবার।
আশার কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ,
রাখিতাম দিবানিশি স্থির করি মন।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িল মাথায়,
নিমেষে ফিরায়ে আঁখি একি দেখি হায়!
কহিতে কহিতে কথা ইচ্ছা-মৃত্যু সম,
জীবন ত্যজিলে তুমি ওহে প্রিয়তম!

পিপাসিত শুষ্ক কণ্ঠ হইত সদাই,
চাহিলে পিপাসা বলি জল মম ঠাঁই।

আদরেতে ধরি হাত বলিলে তখন—
দাও জল তুমি আনি, তৃপ্ত হোক্ মন।
নিকটেতে প্রিয়পুত্র ছিল দাঁড়াইয়া,
ঈষৎ হাসিয়া তারে বলিলে ডাকিয়া,—
'বুঝিতে না পারে তাকু, মাতা কিছু তোর,
আছে সে মোহের ঘোরে হইয়া বিভোর।'

গ্রীষ্ম-তাপ অনুভব করিয়া শরীরে,
ব্যজন করিতে নাথ! কহিলে আমারে।
কর্ত্তব্যের নির্ভরতা শিখায়ে আমায়,
চাহিলে আকুল নেত্রে মুখ পানে হায়!
মোর মুখ পানে আঁখি করিয়া স্থাপিত,
উজ্জ্বল সে আঁখি তারা হোল নিমীলিত!
হায় হায়! কি করিয়া হেরিলাম তাহা,
ভ্রমেও স্বপনে কভু ভাবি নাই যাহা!

মুদিত হইল আঁখি!—বিগত জীবন!—
আহা কি লাবণ্যময় শরীর তখন!
হেন জ্ঞান হয় মনে নিদ্রিতের প্রায়।
সমুজ্জ্বল অঙ্গ-জ্যোতি মলিন না হয়।
শিরিষ কুসুম সম অধর বান্ধুলি,
কনক চম্পক সম সকল অঙ্গুলি;

শতগুণ কান্তি যেন হইল বিকাশ,
কণামাত্র সৌন্দর্য্যের না হইল হ্রাস।
উপাধানে রাখি শির করিয়া শয়ন,
মুদিত রহিল মাত্র যুগল নয়ন।
হায়! সেই মহানিদ্রা না ভাঙ্গিল আর!
কাতরে ডাকিনু আমি কতশত বার।
কোন মতে জাগাইতে নারিনু তোমারে,
ভাসিতে লাগিনু তবে নয়ন-আসারে।

অন্য কোন সময়েতে ডাকিতাম যদি,
হাসিয়া কহিতে কথা ওহে গুণনিধি!
সুবিশাল বক্ষঃস্থলে পড়িনু ঢলিয়া,
আমার সে নিরাপদ আশ্রয় জানিয়া।
চিরবাঞ্ছনীয় স্থল আমার যথায়,
রহিবারে তথা মোরে নাহি দিল হায়!
উঠ উঠ যাও চলি বলিল যে সবে,
এ কথা কি রূপে তুমি শুনিলে নীরবে?
তোমা ছাড়া করে মোরে ছিল সাধ্য কার?
এখন এ কথা কেন শুনি বার বার?

করিয়াছ কেন, নাথ, এই অভিমান,
কেন বা আমারে ডাকি লয় অন্য স্থান?

কেন এবে চিরপ্রিয় এ ভাব তোমার ?
কোন্ দোষে দোষী আমি বল গুণাধার ?
চিরসঙ্গিনীরে কেন একাকিনী ফেলি,
মর্ত্ত্য পরিহরি গেলে সুর-পুরি চলি ?
হায় হায় কি হইল আমার এখন !
অসময়ে কেন বিধি করিলে এমন ?
বিশ্রামের দিনে বুঝি লভিলে বিশ্রাম,
শন্তিময় শান্ত মনে গেলে শান্তিধাম।

ক্ষণমাত্র অদর্শন হইলে আমার,
ব্যথিত হইতে কত সীমা নাহি তার।
চির অদর্শনে কেন রাখিয়া আমারে,
ছাড়ি গেলে মোরে নাথ নির্দ্দয় অন্তরে ?
হে নিষ্ঠুর ! হে নির্দ্দয় ! দেখ একবার,
তোমার বিহনে আজি কি দশা আমার।

না, না, তুমি প্রেমময় প্রেমের আকর,
স্নেহ করুণায় ভরা স্নেহের সাগর।
নির্ম্মম কঠিন প্রাণ নহ তুমি, জানি,
কেন যে কঠিন হ'লে নাহি অনুমানি।
কাঁদাইয়া চিরতরে তব সঙ্গিনীরে,
ডুবায়ে অতলে হায়, মহা শোক নীরে,

অদর্শন।

কেন গেলে মোরে ফেলে? হ'ল নাকি মনে,
কিরূপে রহিব আমি তোমার বিহনে?
বাঁধিয়া আমারে দৃঢ় কর্ত্তব্যের ফাঁসে,
ছাড়িয়া চলিয়া হায় গেলে অনায়াসে!

কিরূপে রহিব আমি তোমারে ছাড়িয়া?
কিরূপে জীবন ধরি বল বিবরিয়া?
কিরূপে রহিব আমি এ শূন্য আগারে?
সর্ব্বত্র ব্যাপৃত তুমি বিশ্ব চরাচরে।
কোথা যাও, কোথা যাও, করিগো বারণ,
ক্ষণতরে ফিরে চাও মেলিয়া নয়ন।
উঠি বস শয্যা 'পরে, ক'র না শয়ন:
হাসিয়া কহগো কথা তুলিয়া বদন।
আহা সেই সুধামাখা মধুময় স্বরে,
ব্যজন করিতে মোরে বল ধীরে ধীরে।
যেওনা ফেলিয়া মোরে করি অনাথিনী;
আমি যে তোমার নাথ আদরের রাণী।
সঙ্গের সঙ্গিনী সঙ্গে লহ প্রাণসখা,
ত্যজিয়া আমারে তুমি যেওনা হে একা।
আতপ-তাপেতে তনু হইলে তাপিত,
করিব যতনে তব শ্রম বিদূরিত।

হইবে যখন, নাথ, দারুণ পিপাসা,
সুশীতল বারি ল'য়ে মিটাইব তৃষা।
ল'য়ে যাও দুখিনীরে আমি তব দাসী,
নিকটে রহিব সেবা করি দিবানিশি।

হায়রে দারুণ বিধি! একি বিধি তোর!
কেন রে কাড়িয়া নিলি হেন নিধি মোর?
বৈজয়ন্ত-ধামে বুঝি নন্দন-কাননে,
সুরম্য সে হর্ম্যতলে রাজ-সিংহাসনে,
বসাইয়া সম্ভাষণ করি সমাদরে,
দেববালাগণ বুঝি দাঁড়াইবে ঘিরে?
মন্দার-কুসুমমালা যতনে গাঁথিয়া,
সুরভি চন্দন ল'য়ে তাহে মাখাইয়া,
পরাইয়া দিবে বুঝি গলদেশে হার,
হৃদয়ের প্রীতি ল'য়ে দিবে উপহার?
বহিবে মৃদুল ভাবে সুরভি পবন,
শরীরের শ্রান্তি নাশ করি অনুক্ষণ।
মুখরিত করি সেই নন্দন-কানন,
সু-স্বরেতে গুণ গান গাবে পাখিগণ।
বনস্পতি ধরিবেক রাজছত্র শিরে;
পিপাসা করিবে দূর মন্দাকিনী-নীরে।

অদর্শন।

কেশববাসনাবাণী স্বাগত সম্ভাষি।
রমারে লইয়া পাশে দাঁড়াবেন আসি।
অনুচর হবে যত দেব-দূতগণ,
যোড়করে নত শিরে রবে অনুক্ষণ।
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি তাই কিহে নাথ!
তথায় যাইতে সাধ হ'ল অকস্মাৎ?
না হইল মনোমত এই ধরাধাম,
শান্তিধামে গিয়া তাই লভিছ বিশ্রাম?
যাব আমি তব কাছে আছি অপেক্ষায়,
ডাকিবে—"এসগো রাণী"—ছুটে যাব হায়!
ডাকিবে উচ্ছ্বাসভরে আকুল আহ্বানে,
নিবারিব এই জ্বালা সে চির মিলনে।
এস, এস, এস, কাছে মম অঙ্গ-জ্যোতি।
তোমারে ছাড়িয়া মম মলিন-মূরতি।
শুনিয়া সে ডাক আমি যাইব সেখানে,
মিলাইবে এই জ্যোতি তব শ্রীচরণে।

শমনের প্রতি।

শুনরে শমন, করি নিবেদন, মম প্রাণধন দেহ আমারে ;
করি যোড় কর, হইয়া কাতর, প্রাণেশেরে রাখি যাওগো ফিরে।
তস্করের বেশে, গৃহেতে প্রবেশে, হ'ল নাকি শঙ্কা তোমার মনে ?
আসি চুপে চুপে, বলনা কি রূপে, হ'রে নিলে মম হৃদয়-ধনে।
হায় রে কৃতান্ত, মম প্রাণকান্ত, কদাচ তোমারে দিবনা আমি ;
তাহার বিহনে, রহিব কেমনে, হৃদয়ে রাখিব হৃদয়-স্বামী।
ওরেরে নির্দ্দয়, রবির তনয়, এই কিরে হয় তোমার বিধি ?—
আসি ধরণীতে, কাড়িয়া লইতে, আমার সর্ব্বস্ব অমূল্য নিধি ?
ওরে ও তস্কর, একি ভয়ঙ্কর, অহো কি ভীষণ করিস্ কাজ !
করি চুরমার, হৃদয় সবার, শিরে হান হায় দারুণ বাজ।
ওহে মহাকাল, বদন করাল, কোরনা ব্যাদান মুদিত কর ;
করিওনা গ্রাস, ওহে মহেষ্বাস, নাথের জীবন প্রদান কর।
করি ছিন্ন ভিন্ন, হৃদয় বিদীর্ণ, এ জীবন শূন্য করিলি হায় !
আসিলি লইতে, হায় আচম্বিতে, সহসা একিরে বুঝা না যায়।
হায়রে দারুণ, তুই নিদারুণ, নাহি তোর মনে দয়ার লেশ ;
শোভিত সংসার, করি ছারখার, ল'য়ে যাও কোন্ অজানা দেশ।
কোন্ মহাদূরে, বল কি নগরে, কোথায় তোমার বসতি হয় ;
যাইয়া তথায়, বিস্মরি সবায়, আপন জনেরে ভুলিয়া রয়।

নাহি পড়ে মনে, প্রিয় পরিজনে, নাহি পড়ে মনে অর্দ্ধাঙ্গী জায়া।
না হয় স্মরণ, পুত্র কন্যাগণ, এ মর ভুবন—এ ঘোর মায়া।

ধন্য ওরে কাল, তোর কুহজাল, করিয়া আবদ্ধ রাখ সবারে।
আহা কি কুহকে, ভুলাইয়া লোকে, চিরতরে রাখ সে পরপারে।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর, করিলিরে চূর, হৃদয় আমার শতধা করি।
করি উৎপাটিত, করিলি দলিত, জীবনের গ্রন্থি দিলিরে ছিঁড়ি।

কেন রে অকালে, হরিয়া লইলে, ওরে কাল একি বিষম গতি!
আমার এ ধন, করিতে হরণ, কেন বা হইল তোমার মতি?

জান না কি তুমি, স্ত্রীলোকের স্বামী, জীবন-সর্ব্বস্ব শরীরে প্রাণ।
প্রাণ ত্যজি কায়া, রহে কিরে ছায়া, নাহি তোর দয়া নাহিরে জ্ঞান?

মম প্রাণনাথে, এসেছ লইতে, কাহার আদেশে বলনা শুনি?
নহে এ সময়, যাইতে তথায়, অসময়ে কেন লওরে টানি?

জরাজীর্ণময়, এই তনু নয়, নাহিক ইহাতে বার্দ্ধক্য-লেশ।
নহে বলহীন, লাবণ্যবিহীন, কন্দর্প জিনিয়া মোহন বেশ।

হায় হায় হায়, কেন রে হেথায়, করিলি প্রবেশ নীরবে আসি?
চির অন্ধকারে, রাখিয়া আমারে, মাখাইয়া দিলি তামসরাশি।

জীবনের বাতি, ওরে প্রেতপতি, নিভাইয়া দিলি হইয়া বাদী।
ও উজ্জ্বল আলো, দেরে মহাকাল, চরণে তোমার ধরিয়া সাধি।

জীব-ধ্বংসকারি! রে বিমানচারি! পবনের বেগে আসিয়া ত্বরা।
ডুবাইলি হায়, তরি দরিয়ায়, সুখের পশরা ছিল যে ভরা।

অকূল পাথারে, ডুবাইলি মোরে, দুঃখ-পারাবারে না হেরি কূল।
শোভিত উদ্যানে, অনল প্রদানে, শুকাইলি হায় অকালে ফুল।
বিদরে হৃদয়, হেরি শূন্যময়, জীবন করিলি সাহারা মরু।
ছিন্ন করি লতা, করিলি দলিতা, ভাঙ্গিলি আমার সুখের তরু।
কি কহিব হায়, কহা নাহি যায়, প্রাণের জ্বালায় মরি যে জ্বলি।
অমৃত-ভাণ্ডার, শূন্য সে আধার, তাহাতে গরল ঢালিয়া দিলি।
শুন প্রেতপতি, করি এ মিনতি, আমারে সংহতি করিয়া লহ।
নতুবা নাথেরে, তুমি ল'ওনারে, মম প্রাণপতি ফিরায়ে দেহ।
হইব সঙ্গিনী, কেন একাকিনী, রহিব বহিব জীবন-ভার ?
নাথ সহ মোরে, লও ত্বরা ক'রে, সহিতে না পারি এ জ্বালা আর।
তুমি ধর্ম্মরাজ, কর ন্যায় কাজ, আমারে যাইতে কোরনা মানা।
তোমার সদনে, যাব দুই জনে, একাকী নাথেরে কভু দিবনা।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, ওহে মহাকাল, তব সাথে যাব শুন শমন !
যাব তব পাছে, মম পতি কাছে, কিবা ক্ষতি আছে কর বারণ ?
সে চির মিলনে, লহরে দুজনে, নাথের বিরহে রহিতে নারি।
উন্মাদিনী হোয়ে, যাইব ছুটিয়ে, তব পাছে পাছে তোমার পুরী।

অন্বেষণ।

কোথা মম হৃদয়েশ বল সমীরণ!
অন্বেষিব তারে আমি করি প্রাণপণ।
হে সমীর! বল মোরে কোথায় দেখেছ তারে
মিলাইয়া রেখেছ কি তোমাতে এখন,
প্রাণ-বায়ু সহ বায়ু করি সংমিলন ?

সুনীল নভোমণ্ডল! জিজ্ঞাসি তোমারে—
আবরিয়া রেখেছ কি মম প্রাণাধারে ?
খোল খোল আবরণ হেরি সে জীবন-ধন
আবরিয়া রেখ না হে মম প্রিয়বরে।
খোল আবরণ, আমি হেরি আঁখি ভরে।

বল দেখি সুধাকর! সুধাই তোমায়—
কৌমুদী অমিয়রাশি মাখাইয়া গায়,
রাখিয়াছ লুকাইয়া সমরূপ নিরখিয়া
সুস্নাত করিয়া সদা অমিয়-ধারায়,
মিলিত করেছ কিহে ও উজ্জ্বল ভায় ?

সুধাই মিনতি করি সবে তারামালা!
বলিয়া নিবার মম প্রাণের এ জ্বালা—

রাখিয়া যতন করে রহিয়াছ সবে ঘিরে
দাও ফিরে নাথে সব দক্ষরাজ-বালা!
আমারে বঞ্চনা করি ক'রনাক হেলা।

সর্ব্বচক্ষুষ্মান্ ওহে দেব দিবাকর!
অবশ্য হেরেছ তুমি মোর প্রাণেশ্বর।
তব চক্ষু এড়াইতে নারে কেহ কোনমতে
জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তি সেই দীপ্ত তেজস্কর,
অন্বেষি নাথেরে আমি ভ্রমি চরাচর।

গিরি-গুহা-নদ-নদী-বন-উপবন,
তড়াগ-সরসী-নীরধারা-প্রস্রবণ,
মরুভূমে কি প্রান্তরে নিভৃতে কিম্বা নগরে
ভ্রমিব যে চরাচরে সদা সর্ব্বক্ষণ,
দেখি কেবা লুকাইতে পারে সে রতন।

দেখিব তটিনী-তটে, বেলা-ভূমি পরে,
ডুবিব জলধি-জলে খুঁজিতে নাথেরে,
ফল, ফুলে, তরুবরে জিজ্ঞাসিব যোড়করে
সুধাইব জনে জনে ধীরে, উচ্চস্বরে,
অন্বেষিব গিয়া শেষে অমর-নগরে।

তুমি যে আমার।

কেমনে রয়েছ ভুলে ?—তুমি যে আমার ?
তুমি যে আমার প্রাণ   জানত হে গুণবান !
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি, তুমি প্রাণাধার।
তোমার বিহনে হায়   হেরি যে আঁধারময়
দশ দিক্ শূন্য যে গো তোমার বিহনে।
কর পূর্ণ শূন্যাগার   দেখা দাও গুণাধার !
তুমি জীবনের সার—তুমি দেখ ধ্যানে।
আকুল হ'তেছে মন   ঝরে সদা দুনয়ন
ধৈর্য্য আর নাহি পারি করিতে ধারণ।
বারেক হেরিতে সাধ   আমার হৃদয়-চাঁদ
বিধি কি সাধিয়া বাদ হরিল এ ধন ?
দেখা দাও প্রাণসখা !   হৃদয়ে মূরতি আঁকা
ক্ষণতরে দিয়ে দেখা জুড়াও জীবন।
তোমার বিরহানলে   সদা মম প্রাণ জ্বলে
নিভাইব সে অনলে হেরি ও বদন।
দেখা দাও প্রাণপতি   কোরনা আর দুর্গতি
এ দারুণ জ্বালা প্রাণে কত দিবে আর ?

শুধু তব নাম স্মরি কাটি দিবা বিভাবরী
ধ্যান জ্ঞান জপ তপ তুমি যে আমার।

তুমি প্রাণ তুমি মুক্তি তুমি যে হৃদয়ে ভক্তি
তুমি মম দেহে শক্তি তুমি সর্ব্বময়।

তুমি গুরু তুমি পূজ্য তুমি রাজা—হৃদিরাজা-
আরাধ্য দেবতা তুমি, তুমি প্রেমময়।

তোমা বিনা কি প্রকারে রহিব জীবন ধ'রে
রাখিব এ ছার প্রাণ বল কি আশায়?

আসিবে—এ আশা প্রাণে কে যেন এখনও কাণে
বলে আসি ধীরে ধীরে আসিবে ত্বরায়।

উন্মুক্ত হৃদয় দ্বার করি চাহি অনিবার
আকুল নয়নে সদা চাহি অন্যমনে।

হ'য়ে নাথ উন্মাদিনী তব আশে গুণমণি
ব্যাকুল অন্তরে বসি রহি শূন্যপ্রাণে।

নিরাশায় অধোমুখে বসিয়া মনের দুখে
উদ্বেগ উদ্‌ভ্রান্ত মনে হইয়া উন্মনা।

আঁখি জলে গুণনিধি ভাসিতেছি নিরবধি
বিবশা বিহ্বলা হ'য়ে সদাই বিমনা।

কেন হ'য়ে বিস্মরণ হ'য়েছ কঠিন-মন
তুমি স্নেহ-প্রস্রবণ প্রেম-পারাবার।

মালা তুমি যে আমার

প্রাণ ভরা মমতায় করুণা উছলে তায়
প্রেমের নিলয় তুমি, দয়ার ভাণ্ডার।

হ'য়ে আঁখি অনিমিখ হেরিতে চাহি ক্ষণিক
হৃদয়ে মিলন-তৃষা জাগে অনুক্ষণ।

মুখ-পানে চাহি রব আঁখি নাহি পালটিব
আর না ছাড়িয়া দিব মম প্রাণধন।

হাসিয়া মধুর হাসি ছড়ায়ে অমৃতরাশি
দেখা দাও গুণনিধি সরল সুন্দর

বীণার ঝঙ্কৃত সুরে কহি কথা ধীরে ধীরে
তুলিয়া ললিত তানে সুধার লহর।

আমার হৃদয়-বীণা বাজিতে স্বর মূর্চ্ছনা
বাজিতে পরাণে মোর সাহানার সুরে।

বেহাগ বসন্ত রাগে সদা এ হৃদয়ে জেগে
বাজাতে মোহন বাঁশী তুমি যে সুস্বরে।

উচ্ছ্বসিত হ'ত প্রাণ শুনি সে ললিত তান
উছলিয়া বহাইতে সুখের নির্ঝর।

চপল সে আঁখি তারা করিত পাগল পারা
মরতে করিতে তুমি অমর-নগর।

তুমি যে সুখের স্মৃতি স্মরি আমি দিবারাতি
স্মরি সে সোহাগ-প্রীতি-প্রেম-আলাপন।

তুমি যে আমার।　　　　ম্যাল্সা

তুমি জীবনের গতি　　　　তুমি সব প্রাণপতি
তোমা বিনা কি দুর্গতি কর দরশন।

তুমি প্রাণ আমি কায়া　　　　তুমি মূর্ত্তি আমি ছায়া
তুমি মম শিরোমণি, হে শিরো-ভূষণ!

জীবনের শান্তি-বারি　　　　তুমি যে ছিলে আমারি
ধরম করম তুমি ভজন পূজন।

দারুণ আতপ-তাপে　　　　সুশীতল বারিরূপে
স্নিগ্ধ করি এ জীবন ছিলে তুমি নাথ!

না মিটিল মম তৃষা　　　　না মিটিল কোন আশা
অকালে শুকাল নীর হায় অকস্মাৎ!

যেরূপ অম্বর পর　　　　শোভে নব জলধর
ঢালি বারি নিরন্তর তিতায় মেদিনী।

তুমি সে জলদ সম　　　　প্রেম-ধারা প্রিয়তম
ঢালিতে পরাণে মম দিবস রজনী।

শারদ পূর্ণিমা নিশি　　　　হাসে যবে দশ দিশি
নীলিম গগনোপরি শোভে সুধাকর।

তুমি যে শরৎ চাঁদ　　　　ললিত মোহন ছাঁদ
ছড়াইতে প্রাণে মোর সুধার লহর।

সাজিয়া মোহন সাজে　　　　বিরাজিতে হৃদি মাঝে
পূর্ণিমা নিশীথে তুমি শরতের শশী!

মালা তুমি যে আমার।

হেমন্তে বাঁশরী তানে বাজিতে আমার প্রাণে
ভাগ্যদোষে সে বাঁশরী হ'ল হায় অসি!

দুরন্ত শীতের কালে সুখ-রবি তুমি ছিলে
সেই রবি অস্তমিত হয়েছে আমার।

আঁধার করিয়া হৃদি চলি গেছ গুণনিধি
পুনঃ কি সে সুখ-রবি ভাতিবে না আর?

বসন্ত-মলয় মত বহিতে যে অবিরত
ছড়ায়ে সুরভি শ্বাস করিতে ভ্রমণ।

কোকিলের কুহুতানে মাতাইতে মন প্রাণে
করি সে পঞ্চম তানে কাকলি কূজন।

বাসন্তী মধুর নিশি পরাণে রহিতে মিশি
পাপিয়ার পিউতান বাঁশরী বাদন।

বউ কথা কও স্বরে সাধিতে বিনয় করে
জাগাইয়া দিতে প্রাণে প্রেমের স্বপন।

আমার মানসাকাশে প্রণয়-জ্যোতি বিকাশে
করিয়া উজল হৃদি রহিতে সদাই।

তুমি রও সকলেতে সকলের সুখ হিতে
মধুর মিলন তুমি দম্পতির ঠাঁই।

তুমি সুখ তুমি আশা তুমি প্রেম ভালবাসা
বাসনা কামনা তুমি, তুমি আকিঞ্চন।

তুমি যে আমার।

কুসুম তুমি কাননে ওয়েসিস্ মরুভূমে
সুবাস বিতর তুমি সুরভি চন্দন।
তুমি সকলের মধু ছিলে তুমি প্রাণবঁধু
তুমি সকলের প্রাণ সবার জীবন।
তুমি যে আঁখির তারা তোমারে হইয়া হারা
উন্মাদ পাগল পারা হয়েছি এখন।

এক সূত্রে দুই প্রাণ ছিল নাহে ব্যবধান
কেন সে মিলন-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিলে?
হৃদি-গ্রন্থি ছিন্ন করি রয়েছ মোরে পাশরি
অজানা সে কোন্ দেশে গিয়াছ হে চলে?

হইয়া পাষাণ সম রহিয়াছ প্রিয়তম
পাশরিয়া সেই প্রেম রহিয়াছ ভুলে!
জীবনের পরপারে মিলিব দোঁহে সত্বরে
রব তথা চিরতরে সে চির কুশলে।

বিভু-চরণে

ওহে দয়াময় ! হও হে সদয়
দাওহে আশ্রয় চরণ-তলে।
হ'য়ে কৃপাবান্ ওহে ভগবান্ !
কর মোরে ত্রাণ দুঃখিনী ব'লে।

এ দুঃখে শরীর সদাই অধীর
নাহি হয় স্থির ভুলি তোমারে।
এ দুঃখ যন্ত্রণা আরতো সহে না
নাথ ! তোমা বিনা কেবা নিবারে ?

কৃপা-সিন্ধু হার ! মোরে কৃপা করি
দুখ-সিন্ধু-বারি করহে পার।
এ দুঃখ-জীবন অসহ্য-বহন
হ'য়েছে এখন করুণাধার।

ওহে মহেশ্বর মোরে দয়া কর
নিস্তার সত্বর দুঃখিনী জনে।
মুক্ত কর মোরে লওহে সত্বরে
ডাকি যোড়করে কাতর মনে।

হ'ল বহুদিন এ দুঃখেতে দীন
হ'য়ে কাটে দিন আমার হরি !
অদৃষ্ট-আকাশে সুখ-রবি গ্রাসে
নাহি নাশে মোরে বল কি করি ?
বিনা সেই জন দুঃখ সর্ব্বক্ষণ
অসহ্য জীবন হ'য়েছে মোর।
ওহে দয়াময় ! করিহে বিনয়
ঘুচাও আমার এ দুঃখ ঘোর।
যন্ত্রণা-শৃঙ্খলে বাঁধি অবহেলে
রাখিয়াছ ফেলে ব্যাকুল করি।
সদা সর্ব্বক্ষণ দহে মম মন
বিনা পতি ধন পরাণে মরি।
মুক্ত কর কায়া মোরে কর দয়া
দেহ পদ-ছায়া আমারে প্রভু !
এ দুঃখসাগরে ডুবায়ে আমারে
দিলে চির তরে নিদয় বিভু !
এ ভব-সংসার নহে সুখাগার
অশান্তি-আগার ইহার নাম।
রহিতে এ স্থানে সাধ নাহি মনে
যাব আশা সেই শান্তির ধাম।

তথা প্রাণপতি করেন বসতি
তাঁহার সংহতি দেহ মিলায়ে।
বিনা মম স্বামী ওহে অন্তর্যামী
কেন বা হে আমি রব বাঁচিয়ে?

বহুদিন মোরে পাঠায়ে সংসারে
বাঁধিয়াছ জোরে কি ঘোর ফাঁসে।
সংসার কারায় রাখিয়াছ হায়
মায়ের মায়ায় স্নেহ পরশে।

জননীর স্নেহ আবরিয়া দেহ
রাখে অহরহ একান্ত মনে।
তথাপিও হরি! দুঃখ না পাশরি
সদা জ্বলে মরি পতি বিহনে।

দিছিলে স্বামীর প্রেম সুগভীর
স্নেহ ভালবাসা হৃদয় ভরি।
তাহাতে ভুলিয়া বিভোর হইয়া
তোমারে ভুলিয়া ছিলাম হরি!

ক'রেছ হরণ সে সুখ এখন
তোমার চরণ হ'য়েছে সার।
আর কেন ভবে রাখ মোরে ভবে
যাইব নীরবে সাধ আমার।

নয়ন-রঞ্জন পুত্র কন্যাগণ
তাহাতে এ মন আকৃষ্ট নয়।
ল'য়ে ও পুতুল খেলিতে ব্যাকুল
মোহেতে আকুল মন না হয়।

দুঃখেতে জড়িতা শোকে অভিভূতা
আছে তব সুতা সদাই হায়!
এ দুঃখে পড়িয়ে অতলে ডুবিয়ে
তোমারে ভুলিয়ে সতত রয়।

দাও দিব্য জ্ঞান কর পরিত্রাণ
ও পদেতে স্থান দাওহে মোরে।
সদা সর্ব্বক্ষণ যেন মম মন
তব ও চরণ ভজিতে পারে।

ওহে সারাৎসার এই যে সংসার
সকলি অসার এ নাট্যলীলা।
তুমি মূলাধার তব পদ সার
খেল অনিবার এ ভব-খেলা।

এ ভব সংসারে পাঠায়ে সবারে
মোহে মত্ত ক'রে রাখহে ভবে।
ভুলি ও চরণ রহে সর্ব্বক্ষণ
জড় অচেতন যেন হে সবে

ঝালা বিভু-চরণে।

ভ্রমে একবার না ভাবে তোমার
এ বিশ্ব সংসার মায়া-কানন।
লইতে পরীক্ষা দাও এই শিক্ষা
মায়া-মন্ত্রে দীক্ষা করহে দান।

দাও বাঁধি ঘর রচিয়া সুন্দর
বাসনা বিস্তর তাহাতে রহে।
করি খান খান সে সুখের স্থান
কর অবসান সে সুখ মোহে।

যথা পক্ষিগণ হ'য়ে হৃষ্টমন
রজনী যাপন কাননে করে।
সেই রূপ নরে রহে পরস্পরে
সুখে কাল হরে ভব-কান্তারে।

হোয়ে অন্ধ নর রহে নিরন্তর
ভ্রম-অন্ধকার-কূপের মাঝে।
কৃপা-রজ্জু দিয়ে লওহে তুলিয়ে
রেখোনা ফেলিয়ে এ হেন সাজে।

পতিতপাবন! এই নিবেদন
ও পদে এখন দাও হে স্থান।
ওহে বিশ্বপতি! করিহে মিনতি
করহে সুমতি আমারে দান।

মালা

তব নাম যেন নাহি ভুলে মন
না হয় কখন শোকে বিহ্বল।
সদা যেন আমি ওহে অন্তর্যামী
ভজি দিবা-যামি ও পদ-কমল।
ও পদ-সরোজে যেন মন মজে
অসার সুখেতে যেন না ভুলি।
মন-ভৃঙ্গ মোর যেন নিরন্তর
তব নামে ভোর রহে কেবলি।
শ্রীমধুসূদন শোক বিমোচন
করহে তারণ হরি আমারে।
দুঃখনিবারণ অধমতারণ
এ অধম জন ডাকে কাতরে।
মোহ-পাশে মন বেঁধনা কখন
সদা ও চরণ লভিতে চাই।
বাসনা পূরণ করহে এখন
অন্তিমে চরণ যেন গো পাই।
এ দুঃখ জ্বালায় জ্বলি দয়াময়
প্রাণ সদা চায় তোমারে পিত।
ওহে সারাৎসার শুন একবার
তনয়া তোমার ডাকে সতত।

বিভু-চরণে।

বুঝিয়াছি এবে সুখ নাহি ভবে
কেন প্রভু তবে এ ঘোর মোহ।
কেন অকারণ এ দেহ বহন
প্রিয় পরিজন নহেত কেহ।
তুমিই হে ধাতা হও মাতা পিতা
প্রিয় ভগ্নী ভ্রাতা তুমি কেবল।
পতি পত্নী তুমি হে জগৎস্বামী
পুত্র কন্যা তুমি হও সকল।
তুমি ছাড়া আর নাহিক সংসার
তুমি মূলাধার ভব-কাণ্ডারী।
এ দুঃখসাগরে পার কর মোরে
এ দুঃখ-পাথারে রহিতে নারি।
জীবনের পারে ল'য়ে চল মোরে
তুমি বিনা পার কে করে আর ?
বিভো ! তব নাম গাহি অবিরাম
জুড়াব প্রাণের যাতনা-ভার।
ডাকিলে তোমারে পিপাসী অন্তরে
মিটিবে সত্বরে এ মোহ তৃষা।
তব পদে মন করি সমর্পণ
করি উদযাপন সকল আশা।

তাপিতা।

দীনবন্ধু ! দীননাথ ! ডাকে দীনহীনা—
জুড়াও এ তাপিতারে বিতরি করুণা।
জ্বলে প্রাণ নিশি দিন বিষম জ্বালায়।
আবদ্ধা রহিয়া সদা নিয়তি কারায়।
বিরহ-ব্যথিত প্রাণ বিকৃত বিরসে।
তোমারে না স্মরি কভু হায় ভ্রম-বশে।
ধ্যান জ্ঞান জপ তপ ভজন পূজন—
হইয়াছে সার মম, নাথের চরণ।
ভরিয়া র'য়েছে প্রাণে তাঁহার মূরতি।
তাহাতে তোমার স্থান নাহি জগ'পতি।
জ্ঞানজ্যোতি প্রদানিয়া এ অভাগী জনে।
বিদূরিত কর এই মোহ প্রলোভনে।
নাহি পারি ভুলিবারে সেই সুখ-স্মৃতি।
অভিনব বেশে দেখা দেয় দিবা রাতি।
একবার ভ্রমে কভু না ভাবি তোমারে।
সতত আকুল প্রাণ হেরিতে নাথেরে।
অনিত্য এ সংসারের নাট্য অভিনয়ে।
অভিভূত হ'য়ে প্রাণ রহে কি লাগিয়ে ?

শান্তিময়! শান্তি বারি দগ্ধ প্রাণে ঢালি,
জুড়াও এ জ্বালা মম, কাতরেতে বলি।

অনুরাগ।

মনে পড়ে সেই দিন প্রথম তোমার
হেরিলাম আমি নাথ মোহন মূরতি।
জানিনাক কারে বলে প্রেমের ব্যাপার,
তখন বালিকা আমি সুকোমলমতি।

সবিস্ময়ে অনিমেষে চাহি মুখপানে,
ভাবিলাম যেন কোন দেবের কুমার।
ঈশ্বর গড়েছে ইহা কোন্ উপাদানে?
হয়নি তখন মনে প্রণয়সঞ্চার।

জানিনাক কারে বলে প্রেমের বন্ধন;
পবিত্র দাম্পত্য বিধি হয় নাই জ্ঞান।
বালিকা তখন আমি খেলাতে মগন,
জানিনা কাহারে বলে দান প্রতিদান।

জানিনাক বিধাতার এ ঘোর চাতুরি,
জানিনা কাহারে বলে হারাণ হৃদয়।
জানিনা তখন কোন কাজ লুকোচুরি,
তথাপি অজ্ঞাতে হ'ল প্রাণ বিনিময়!

ভাবিলাম পরমেশ নিজ করে করি,
সযতনে লয়ে বুঝি উপাদান যত;
প্রকাশিতে শিল্প নিজ করি কারিকুরি,
গড়েছেন তোমারে যে করি মনোমত।

হেরিনু হইয়া আমি হরষে বিহ্বল,
রহিলাম স্থির ভাবে পুতুলের প্রায়।
না হ'ল তখন মম নয়ন চঞ্চল;
অনিমিষে হেরিলাম সাধ যত যায়।

কি হেরিনু কি সুন্দর সে রূপ ললিত!
কি হেরিনু অপরূপ সৃষ্টি বিধাতার!
বালিকা-কোমল-মন হ'ল বিগলিত,
না ফেলি পলক আঁখি চাহি অনিবার।

তুমিও সতৃষ্ণনেত্রে মোর মুখ পানে,
চেয়ে ছিলে স্নেহ-ভরে হে সরলমতি!

অনুরাগ।

মিলিল যে দোঁহাকার নয়নে নয়নে,
সে চাহনি আজো মনে পড়ে দিবারাতি।

বালিকা সরলমতি তথাপি আমার
হইল সে আঁখি হেরি আকুল এ মন!
কি যে কি সে মোহশক্তি নয়নে তোমার!
জানিনা কি শর প্রাণে বিঁধিল তখন।

ফিরাইতে নারি আঁখি আর কোনমতে,
আসিতে চাহেনা ফিরে আর যে চরণ।
ভাবিলাম হেন রূপ নাহিক জগতে;
অপূর্ব্ব এ দেবমূর্ত্তি বিধির গঠন।

মনে পড়ে সেই রূপ প্রতি পলে মোর;
মনে পড়ে সেই তব সরল চাহনি।
পড়ে মনে সেই রূপ নবীন কৈশোর,
অস্ফুট মুকুল সম সেই মুখখানি।

ছিল না তখন মনে এ প্রেম-পিপাসা,
ছিল না তখন মনে প্রণয়ের জ্বালা।
তথাপি আসিল যে গো প্রাণে ভালবাসা,
বাসিলাম ভাল আমি বালিকা সরলা।

কি জানি কি ক্ষণে সেই প্রথম মিলন!
কি জানি কি ক্ষণে আমি হেরিনু তোমায়!
আজো মনে পড়ে সদা সেই শুভক্ষণ।
সে বাল্য প্রণয়-স্মৃতি অতি মধুময়।

নবীন হৃদয়-ভূমি না ছিল খনন;
হইল যে ভালবাসা-বীজ অঙ্কুরিত।
আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে করিলে বপন,
করিলে যে তুমি নাথ সে ভূমি কর্ষিত।

শরৎ সে শুভ কাল, সারদীয়া পাশে,
তোমারে নিরখি আমি সেই শুভ ক্ষণে।
এসেছিনু পিতা সনে মনের উল্লাসে,
প্রণাম করিতে দশভূজার চরণে॥

স্নেহময় জনকের স্নেহ-তরুতলে,
রাখিতেন সদা মোরে আদরে সাজায়ে॥
হরিতাম সুখে দিন জননীর কোলে,
আজো মনে সুখ পাই সে দিন স্মরিয়ে।

সাজিয়া পিতার সনে বালকের বেশে,
ফিবিলাম নানা স্থানে সারি নিমন্ত্রণ—

অনুরাগ।

আসিনু হেথায় আমি ঘুরি অবশেষে,
পরিবারে জীবনেতে এ চির বন্ধন।

হেরিলাম দশভুজা বরাভয় করে,
বিরাজিতা র'য়েছেন রম্য হর্ম্মোপর।
পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে উচ্চৈঃস্বরে,
সবে তথা দাঁড়াইয়া রহে যুড়ি কর।

বসি তথা একমনে স্তিমিত নয়নে,
বসিয়াছিলেন ধীর প্রশান্ত মূরতি।
রাজচক্রবর্ত্তী পিতা বিদিত ভুবনে,
ধ্যানমগ্ন র'য়েছেন হৃদয়ে ভকতি।

ক্ষণপরে চাহিলেন, বিশাল নয়ন
স্নেহভরে মম প্রতি উত্তোলন করি,
করিলেন মোর প্রতি স্নেহ সম্ভাষণ,
বসালেন পিতৃদেব জানুর উপরি।

বলিলেন "এস এস মা লক্ষ্মী আমার!
হবে মম পুত্রবধূ আদরে গৃহীতা।
শুধাইব কিবা ইচ্ছা পিতারে তোমার,
অমূল্য ভূষণে তোরে করিব ভূষিতা।

বড় সাধ হ'ল মাগো হেরিয়া তোমারে ;
মনের বাসনা যত উঠিল জাগিয়া।
পুত্রবধূ করি তোরে আনিব মা ঘরে,
পুত্র সনে করি তোর পরিণয়-ক্রিয়া।

দেখ চেয়ে ওমা ফিরে দেখ তব বর ;
মনোমত হ'ল কিনা বল গো মা শুনি।
শোভিত করিবে তুমি আসি মম ঘর,
আশীর্ব্বাদ করি তুমি হও রাজরাণী।"

মম পিতা কহিলেন "বাড়িল যে বেলা ;
গৃহে ফিরিবার কাল বহিয়া যে যায়।
নবনীত দেহে দুঃখ পাবে মম বালা,
আসিয়া কহিব কথা আমি পুনরায়।"

কহিলেন বাধা দিয়া শ্বশ্রূদেব মম :
"হয়নি কি মনোমত তনয়ে আমার ?
কেন বা যাইতে চাহ সোদরপ্রতিম ?
বিবাহ নাহি কি দিবে তব তনয়ার ?"

শুনিয়া এ বাণী পিতা কহিলেন হাসি--
"একি কথা মহারাজ ! ইহা কি সম্ভব ?

মনোমত ধন এই নিষ্কলঙ্ক শশী—
হইবে কুমার সহ বিবাহ উৎসব।

মিলিয়াছে নাম সহ দেখি শিষ্টাচার,
বিনয় সুনম্র ধীর সুবোধ বালক।
রূপে গুণে কুলে শীলে ভূষিত কুমার,
হইবে এ রাজকুল-ললাটে তিলক।

বড় আদরের মম স্নেহের কলিকা
হৃদি বৃন্তে ফুটিয়াছে আলোকিত ক'রে ;
ইহারে অর্পিব মম স্নেহের বালিকা
বরিব জামাতৃ-পদে ইহারে সাদরে।

হেরিয়াছি কত শত বালক কৈশোর,
হেরিয়াছি যুবা বৃদ্ধ কত বা না জানি।
ইহারে হেরিয়া মন দ্রবীভূত মোর,
নেহারিয়া কুমারের সরল চাহনি।

মানস উদ্যানে মম ফুটিয়াছে ফুল,
সুসৌরভ বিতরিছে ভবনে আমার ;
মিলালেন বিধি আজি তার সমতুল,
এ তরু-তমালে শোভা হবে লতিকার।

এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটিবে যখন,
মন্দার কুসুম সম ছুটিবে সৌরভ।
স্বর্গীয় বন্ধনে বদ্ধ হবে দুই জন,
মরতে অমরাপুরী হবে অনুভব।

জীবন-খনিতে মোর তনয়া রতন,
করিতেছে আলোকিত সমুজ্জ্বলভাবে।
মিলিবে তখন হ'তে যুগল রতন,
এক গ্রন্থি দুটি মণি গ্রথিত করিবে।"

হাসিয়া কহেন তবে শ্বশ্রূদেব মম—
"করে ধরি লয়ে যাও অন্দরমহলে।"
লাজভরে মম হাত ধরি প্রিয়তম!
পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি আনন্দে চলিলে।

হেরিলাম অন্তঃপুরে পুরবালাগণ,
আমা দোঁহাকারে হেরি হুলাহুলি করে।
সবে বলে—দেখি ক'নে হ'য়েছে কেমন,
বসাইয়া দিল মোরে তব অঙ্কোপরে।

রজত-আধারে রহি সে অমৃতাধার,
মনোরঞ্জনের রূপে সে মনোরঞ্জন,

কি মনোরঞ্জন তবে করি দোঁহাকার
করিল সে সুধা চির পবিত্র জীবন।

তাম্বুল লইয়া করে কহে সব নারী—
কর সবে সমাদরে ইহা বিনিময়।
মনোহরা হরিয়াছে মন ভুজনারি,
রঞ্জিত তাম্বুল রাগে কর ওষ্ঠদ্বয়।

কি জানি কি শুভক্ষণে সে অমৃত সহ.
লইনু অমৃতস্বাদ এ জনম লাগি।
এখন অনল প্রাণে জ্বলে অহরহ.
আদরিণী হইয়াছে দুঃখিনী অভাগী।

গৃহে ফিরি পিতাসনে, হারাইয়া মন,
বিকাইয়া এ হৃদয় নিকটে তোমার;
অজ্ঞাতে তোমার করে সঁপিয়া জীবন,
শূন্য হৃদি লয়ে গৃহে ফিরি পুনর্ব্বার।

সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করে যেন মন;
খেলা ধূলা হাসি ভাল নাহি লাগে মনে।
সদাই অন্বেষি যেন চমকিত মন,
যেন কি অভীষ্ট-দ্রব্য মনোমত ধনে।

খেলিবার সাথী যেন এসেছি ছাড়িয়া,
নাহি হয় খেলা শেষ সে সাথী বিহনে।
আহারে বিহারে সুখ না পাই খুঁজিয়া,
না হয় সুস্থির চিত্ত রহি আনমনে।

বালিকা কোমলমতি তবু কেন হায়,
ব্যাকুলিত তব লাগি দিবানিশি মন ?
তোমারে হেরিতে যেন সদা আঁখি চায়,
তোমার বিহনে যেন নীরস জীবন।

প্রজাপতি একি খেলা খেলেন নীরবে !—
কোমল হৃদয় বিদ্ধ করি তাঁর শরে,
নাহি জানে কোন জ্বালা যেই বালা ভবে,
তাহারে বধেন তিনি সে শর প্রহারে।

কি মধুর সুখময় সে পবিত্র স্মৃতি !
সেই বাল্যসুখস্মৃতি অজানা প্রণয় !
যে অনলে দগ্ধ এবে হই দিবারাতি,
সে স্মৃতি স্মরণে কিছু প্রশমিত হয়।

নাহি জানিতাম মনে ভাঙ্গিবে কপাল—
নাহি জানিতাম মনে হারাব এ নিধি—

জীবনের সঙ্গী মম হরিয়াছে কাল,
হায়রে দারুণ বিধি! একি তব বিধি?

জীবনের সেই দিন।

জীবনের সেই দিন জাগে মনে পুনরায়,
যেই স্মৃতি রহিয়াছে ব্যাপি এ হৃদয় হায়!
যে শুভ মুহূর্ত্তে হায় জীবনের এ সংগ্রাম,
করিতে হ'য়েছি রত চলিতেছি অবিরাম।
সন্ধিবিচ্ছেদের হায় মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া,
উৎসর্গ করিনু প্রাণ আপনারে বলি দিয়া।
কর্ত্তব্যের সে কঠিন শৃঙ্খল পরিয়া পায়,
করিলাম আত্মদান বিকাইনু আপনায়।
পিতা-মাতা-হৃদয়ের কুসুম-কোরক প্রায়,
পড়িবে ঝরিয়া তাহা অকালে শুকাবে হায়!
নাহি জানি সেই দিন বহিব এ দুঃখ-ভার;
দহিবেক সদা হৃদি হইবেক ছারখার!
হইবে যে এ জীবন শুষ্ক মরু সাহারার!
যাইবে সকল সাধ রবে শুধু হাহাকার!

জানি না তখন আমি জীবন বিষাদময় ;
এত দুঃখ কাতরতা তাহাতে ভরিয়া রয়।
রহিবে অনল-রাশি ভস্ম-বিলেপিত কায়,
দহিবে সে অবিরত এ সারা জীবন হায় !
শুভ বিবাহের দিন উল্লাসে আকুল প্রাণ,
নাহি জানি কোন দুঃখ সদা সুখ এই জ্ঞান।
নাহি জানি সংসারের দুঃখ জ্বালা অনুভব ;
মধুর এ ধরাতল মধুর হেরিনু সব।
নব প্রাণে নব আশা করিলাম সংস্থাপন ;
বিবাহ উৎসবে মগ্ন হইল যে মম মন।
নাহি জানি বিবাহের শুভাশুভ পরিণাম ;
নাহি জানিতাম মনে বিধি মোরে হবে বাম।
জানিতাম রব সুখে সমভাবে চিরদিন ;
রহিব ফুটিয়া সদা হব না কভু মলিন।
রাখিতাম হৃদয়েতে কত প্রেম কত আশা ;
সমগ্র হৃদয় ভরি অফুরন্ত ভালবাসা।
বাসিতাম ভাল আমি প্রাণ ভরি সেই ক্ষণে,
নিবেদিনু প্রাণ মন প্রাণেশের সে চরণে।
অতীতের সুখ স্মৃতি জাগে মনে পুনর্ব্বার ;—
ফুলময় সেই বেশ গলদেশে ফুলহার।

মালা   জীবনের সেই দিন।

চন্দনচর্চ্চিত ভালে মাথায় শোভে টোপর ;
গলে দোলে ফুলমালা পরিধান রক্তাম্বর।
প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া হ'য়ে স্থির,
অচঞ্চল আঁখি তারা অবনত করি শির।

করিতেছে হুলুধ্বনি যত পুরনারীগণ ;
হইতেছে শঙ্খরব ভেদিত করি গগন।
ঘোষিতেছে শুভ বার্ত্তা-ধ্বনি দিক্ দিগন্তর,
মুখরিয়া অট্টালিকা উঠিতেছে সেই স্বর।

বিজয়ের পাঞ্চজন্য যেন বাজে এ সময়,
অধিকার করিবারে বালিকার সে হৃদয়।
শোভিতেছে চন্দ্রাতপ করিতেছে ঝলমল,
শত শত আলোকেতে করিছে পুরী উজ্জ্বল
বাজিছে সাহানা সুরে নহবৎ আঙ্গিনায়,
সে সুর বাজিল তবে মম এ হৃদি-বীণায়।

কহিতেছে রামাগণ আহা কি সুন্দর বর,
মিলিয়াছে মনোমত রূপে গুণে মনোহর।

কত জন্ম জন্মান্তর পূজিয়া ভবানীপতি,
সাধনার এই ধন লভিয়াছে আজি জ্যোতি।
নবীন কৈশোর রূপ বদনে মধুর হাসি,
গগন ত্যজিয়া যেন ভূতলে উদয় শশী।

করে তবে স্ত্রী-আচার যত পুরবালাগণ,
হুলাহুলি শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছে ঘন ঘন।
বাজিল মঙ্গল বাদ্য গাইল মঙ্গল গীত,
ঘোষিল মঙ্গল রোল করি দিক্ মুখরিত।
বাজিল সাহানা সুরে নহবৎ পুনরায় ;
কানে আন বলে সবে সময় বহিয়া যায়।

আইলাম তব পাশে প্রীতি-প্রফুল্লিত মনে,
আনমিত রহে আঁখি বদন ঢাকি বসনে।
ঝাঁপিল সে রক্তাম্বর ঢাকিয়া মোদের কায় :
শুভক্ষণে দেখ দেখি কহে সব মহিলায়।

তখন হইল সেই চারি চোখে সম্মিলন ;
কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে হেরিলাম সে বদন।
মরি কি ললিত রূপ কমনীয় মনোহর !
ভুলিলাম মজিলাম সঁপিলাম এ অন্তর।

বালিকা সরলমতি নাহি সরমের দায় ;
গোপন চাতুরি ছলা নাহি ছিল এ হিয়ায়।
কমনীয় বরবপু চিত্ত-উন্মাদনকর,
হেরিলাম অনিমেষে সেই রূপ মনোহর।

না পড়ে পলক আঁখি নাহি রহে বাহ্য জ্ঞান ;
হারাইয়া আপনারে বিকাইনু মন প্রাণ।

জীবনের সেই দিন।

তুমিও মধুর হাসি হাসি তবে প্রাণময় !
চেয়েছিলে মুখপানে ঢালি প্রীতি সমুদয় ।

প্রেম অনুরাগ ভরে চাহিলে যে প্রাণাধার !
করিল সে আঁখি দুটি এ হৃদয় অধিকার।
শত আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে ছিল বদনেতে।
প্রণয়ের স্রোত যেন উছলিল নয়নেতে।

হৃদয়েতে ভরা ছিল প্রীতি প্রেম ভালবাসা—
চাহিলে আমার পানে লয়ে প্রাণে কত আশা।
ভাসিনু হরষে আমি লভি সেই প্রতিদান।
হৃদয়ের বিনিময় করিনু হৃদয় দান।

মানস দর্পণে হ'ল প্রতিবিম্ব প্রতিভাত।
সেইরূপ আজ মনে জাগিতেছে দিবারাত।
সুমধুর মধুনিশি চন্দ্রালোকে উদ্‌ভাসিত।
কলকণ্ঠে গাহে পিক্ করি দিক্ মুখরিত।

বহিল যে মৃদু মৃদু মধুর দখিণা বায়।
ফুটি' রহে নানা জাতি সুরভি কুসুমচয়।
পুলকে পূর্ণিত প্রাণ হইল যে দোঁহাকার।
নয়ন নীরব ভাষা প্রকাশিল অনিবার।
নয়নে নয়নে হ'ল এ হৃদয় বিনিময়।
কত প্রেম ভালবাসা সে নয়নে ভরি রয়।

অধরে মধুর হাসি ক্ষরিতেছে সুধা তায়।
কুন্দ পুষ্প দশনেতে রক্ত রাগ আভাময়।
হইয়া আপনা হারা হেরিলাম সে বদন।
সঁপিনু প্রাণেশ করে চির তরে এ জীবন।
ভাসিলাম সুখনীরে আনন্দে উৎফুল্ল কায়।
ভাসি আজি দুঃখনীরে করিতেছি হায় হায়!
বাঁধিল সুদৃঢ় করি পবিত্র দাম্পত্য ডোর।
প্রণয় প্রেমের ফাঁসি হইল জীবনে মোর।
কোথা সেই হৃদয়েতে আনন্দ ভরা উচ্ছ্বাস?
হৃদয়েতে ভরা এবে রহে সদা শোকোচ্ছ্বাস!
কোথা সেই সুখ সাধে পুলকে পূরিত প্রাণ?
কোথা হায় হৃদয়েতে শত আশা গাহে গান?
কোথা সেই নয়নেতে নব রাগ বিকশিত—
অনুরাগে রহিত যে লাজ-ভরে আনমিত?
কোথা সেই জীবনের চিরস্মরণীয় ক্ষণ?
পরিলাম জীবনেতে এ দৃঢ় চির বন্ধন।
দিবানিশি ঝরে হায় নয়নেতে অশ্রুজল!
নিরাশার বিদ্রূপেতে দহে প্রাণ অবিরল—
হইয়াছে এ জীবন নাথ বিনা অন্ধকার।
তাপিত এ প্রাণে সদা উঠিতেছে হাহাকার।

জীবনের সেই দিন।

কোথা সেই বিবাহের শুভ সে মঙ্গল গীত।
মাঙ্গলিক শুভকার্য্য যাহা আছে প্রচলিত।
অমঙ্গল অশুভের করি সদা আয়োজন—
অমঙ্গল সাধিবারে যাপিতেছি এ জীবন।
অমঙ্গল হেতু নাথ! হইলাম তব আমি—
হারাইনু অভাগিনী আরাধ্য-দেবতা স্বামী!
শত সাধনার ধন বাঞ্ছনীয় সে রতন—
নারিলাম রাখিবারে বৃথা মম এ জীবন।
জ্বলে প্রাণ দিবাদিশি হৃদয় জ্বলিয়া যায়—
দহিতেছে মন মম—দহিতেছে সদা কায়।
সহিতেছি যে যাতনা কহিব কাহারে হায়!
নিবেদিব নীরবেতে কাতরেতে বিভু-পায়।

বাসর।

মিলন-রজনী সেই বিবাহ-বাসরে—
প্রবাহিত সুখস্রোত কি উচ্ছ্বাস ভরে!
জ্যোৎস্না-পুলকিত সেই বিমল যামিনী—
পুলকিত দশদিশি হাসিছে ধরণী।
সুমন্দ মলয় তবে বহিল তখন।
কুসুম সুরভি ল'য়ে করি বিতরণ।
মুখরিয়া দশদিক্ কল কণ্ঠ তানে।
শুভগীত গাহে পিক আকুল পরাণে।
সুধাকর ঢালে সুধা যেন শতধারে—
সুধাসিক্ত ধরাতল হেরি সুধাকরে।
রহিলাম তব পাশে হরিষ অন্তর—
হেরি সে ললিত রূপ সুঠাম সুন্দর—
হৃদয়ে বহিল হায় সুখের লহর।
লভিয়া বাঞ্ছিত ধন মনোমত বর।
বসিলাম তব পাশে প্রফুল্লিত মনে।
আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন উছলে নয়নে।
রক্তবস্ত্রে আবরিয়া রাখিল বদন।
শোভে গায় মণিমুক্তা নানা আভরণ।

বাসর।

গলদেশে ছিল মম কুসুমের হার।
লইয়া পরিলে গলে ওহে প্রাণাধার !
কুসুমের হার সহ মম এ হৃদয়—
উৎসর্গ তোমার করে হল প্রাণময় !
মধুর সে মধুনিশি মধুর মিলন—
হইল যে চির তরে এ চিরবন্ধন !

নাহি জ্ঞান ছিল মনে দাম্পত্য-প্রণয়।
তথাপি হইল হায় প্রাণ-বিনিময়।
নবীন কিশোর তুমি প্রেমে ভরা প্রাণ।
করেছিলে প্রেম ভরে প্রাণ প্রতিদান।

মৃদু মৃদু সুধারাশি অধরে বিকাশি।
অনিমিশে মম প্রতি চেয়েছিলে হাসি।

তৃষিত আকুল নেত্রে উচ্ছ্বাস অন্তরে—
বালিকার সে হৃদয় অধিকার তরে।
কহিলে যে নয়নের নীরব ভাষায়—
প্রতিদান তব প্রাণ করলো আমায়।

আকুল হইল প্রাণ সে সঙ্কেত হেরি,
হৃদয়ে স্থাপিনু হায় মূরতি তোমারি।
আমিও ঈঙ্গিতে তবে দিনু প্রত্যুত্তর—
এ হৃদয় প্রাণ মন লহ প্রাণেশ্বর !

সরলা বালিকা আমি কিছু নাহি জানি।
গোপন চাতুরি ছলা ওহে গুণমণি!
পুলকেতে ভরা প্রাণ হৃদয়ে উচ্ছ্বাস।
পূরিল হৃদয়ে যাহা ছিল অভিলাষ।
কিছু দিন হতে হায় হৃদয়-মন্দিরে।
রেখেছিনু তব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে।
মানস-দর্পণে লয়ে তব প্রতিকৃতি।
নীরবেতে পূজিতাম ওহে প্রাণপতি!
হেরিয়া নিকটে সেই ঈপ্সিত-রতন—
যে মূরতি হৃদয়েতে জাগে অনুক্ষণ।
হইলাম সুখনীরে হায় নিমজ্জিতা।
পাইয়া বাঞ্ছিতনিধি অভীষ্ট-দেবতা!
সে সুখ বাসরসজ্জা আজ জাগে মনে।
সম্মিলিত হইলাম দোঁহে প্রাণে প্রাণে।
কোথা সেই সুখ-দিন গিয়াছে চলিয়া!
আছে সেই স্মৃতি সুধু হৃদয় ব্যাপিয়া।
কি সুখের সে রজনী বিবাহ-বাসর!
পুরবালাগণ সবে হরিষ অন্তর।
জ্বলিতেছে শত বাতি রজত আধারে।
সুশোভিত সেই গৃহ আলোকিত করে।

বাসর।

সুসজ্জিত স্তরে স্তরে কুসুম নিকর—
গন্ধবহ সে সুগন্ধ বহে নিরন্তর।
সুবিস্তৃত চারি দিকে কুসুমের রাশি।
ভ্রমিতেছে রামাগণ সৌন্দর্য্য বিকাশি।

আনন্দেতে সকলের হৃদয় বিভোল।
বহিতেছে ভবনেতে সুখের হিল্লোল।
বসাইয়া বাসরেতে আমা দোঁহাকারে।
কৌতুক করিল কত রামাগণ ঘিরে।

ধর ধর চরণেতে রসিক নাগর!
প্রণয়ের অভিনয় আরম্ভন কর।
মানময়ী বসিবেক মানেতে মজিয়া।
সাধিবেক তুমি তার চরণে ধরিয়া।

শিখাইনু প্রণয়ের এই রীতি নীতি।
এ সুখ বাসরে মোরা মিলনের দূতী।
রহ এ মিলন সুখে দোঁহে চিরদিন।
প্রস্ফুটিত রবে সদা না হবে মলিন।

রহিয়াছে সুশোভিত নাসায় বেসর।
লও খুলি সাবধানে তারে অতঃপর।
মিলনের শুভ কাজে হ'য়ে প্রতিকূল।
আবরিত রহিয়াছে করহ নির্ম্মূল।

এইরূপে সকলেতে কৌতুক করিয়া।
হাসি হাসি যায় তবে সকলে চলিয়া।
বিগত হইয়া প্রায় আইল যামিনী।
ক্ষীণ আভা দীপ-প্রভা মুদে কুমুদিনী।
ঢুল ঢুলু করে আঁখি নিশি জাগরণে।
সোহাগে ধরিয়া কর কহিলে যতনে—
আনমিত আঁখি তব নিদ্রার পরশে।
করহ শয়ন প্রিয়ে মম বাহুপাশে।
হইতেছে দেখ ওই বিগতা রজনী—
জাগরণে কতক্লেশ পেয়েছ না জানি।
বিশুষ্ক হইবে তব কমনীয় কায়—
উজ্বলতা নাহি রবে আঁখি তারকায়।
জ্যোতি নাহি রবে জ্যোতি নিশিজাগরণে।
প্রস্ফুটিত পদ্ম সম তোমার বদনে।
সোহাগেতে করি কত প্রীতি সম্ভাষণ।
দ্রবীভূত করিলে যে বালিকার মন।
হেন কালে আইলেন অগ্রজা তথায়—
উজলিয়া চারিদিক রূপের প্রভায়।
আইলেন ধীরে ধীরে মন্থর গমনে।
তুষিলেন তোমারে হে মিষ্ট সম্ভাষণে।

বাসর।

লাজ ভরে তুমি নাথ নত করি শির।
নীরবে রহিলে বসি সৌম্য শান্ত ধীর।
আহা মরি কি সুন্দর কি মোহন রূপ!
কি গাম্ভীর্য্য কি মাধুর্য্য একত্রে সম্ভূত।
কি সৌন্দর্য্য কিবা বীর্য্য দেহ সুগঠিত।
কমনীয় মনোরম সুরূপ ললিত।

মোহে সুরপুরবাসী রমণী কি ছার।
হেরি নাই হেন রূপ জগৎ মাঝার।
জাগে মনে অনুক্ষণ সে সুখ-বাসর।
রজনীতে দহে হায় অনলে অন্তর।
কোথা সেই সুখ সাধে বাসর সজ্জিত।
কোথা সেই হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত।
কি যাতনা সহি প্রাণে বিহনে তোমার!
কি দারুণ জ্বালা প্রাণে জ্বলে অনিবার।
কি তীব্র বেদনা হয় অনুভব প্রাণে।
হইবে এ জ্বালা শেষ হায় কত দিনে!
কবে হায় পাব পুন মম প্রাণেশ্বর।
গিয়া সে ত্রিদিবধামে অমর নগর।
পুন সে বাসর সজ্জা কবে হবে হায়!
শয়ন করিব যবে জলন্ত চিতায়।

হৃদয়ের এ অনল অনলে মিশিবে।
প্রজ্বলিত সে অনলে এ জ্বালা জুড়াবে
বিষেতে বিষের ক্ষয় হয় চির দিন।
অনলে অনল রাশি হইবে বিলীন।
সুশীতল হইবে এ তাপিত জীবন।
যবে স্থান দিবে মোরে দেব হুতাশন।
অভিসার করিব যে চিতানল মাঝে।
সাজাবে সে ভস্মরাশি বাসরের সাজে!
মন সুখে যাব আমি নাথের সদন।
হইবে সে চির তরে আবার মিলন।

সম্প্রদান।

করিলেন তব করে মোরে সম্প্রদান।
স্নেহময় জনকের ব্যাকুল পরাণ।
স্নেহবতী জননীর কাতর হৃদয়।
সমর্পণ করিলেন যবে তনয়ায়।
বক্ষ-নীড়ে ছিনু ঢাকা স্নেহ-আচ্ছাদনে।
ভাঙ্গিয়া সে স্নেহ-নীড় এ চির-বন্ধনে।
বাঁধিলেন পিতামাতা সযতন করি।
সমর্পণ করিলেন প্রাণের কুমারী।
কতই আনন্দ আর বিষাদ তখন।
ক'রেছিল আন্দোলিত দোঁহাকার মন।
পরাইয়া কর্ত্তব্যের কঠোর শৃঙ্খল—
শৃঙ্খলিত করিলেন ফেলি আঁখিজল।
স্নেহ-তরুতলে সদা রাখিতেন যারে।
স্নেহ বারি ঢালিতেন সতত যে শিরে।
প্রাণাধিকা সে দুহিতা তব করে দিয়া।
করিলেন কর্ত্তব্যের সম্পাদন ক্রিয়া।
লহ লহ ও বাছনি তনয়া রতনে।
সমর্পণ করিলাম রাখিও যতনে।

বড় আদরের ধন গৃহ-সুশোভিনী।
হৃদয় বৃন্তের ফুল সৌরভদায়িনী।
ছিল মম এ ভবন আলোকিত করে।
নয়নের তারা সমর্পিনু তব করে।
কমনীয় বালার এ জীবন-নলিন।
কভু যেন নাহি হয় বিষাদে মলিন।
আজীবন তব পাশে হইয়া সঙ্গিনী।
হবে তব অনুরতা অনুজ্ঞা পালিনী।
দাম্পত্য জীবন সুখী হোক্ দুজনার---
এস বৎস। ধর হাত মম তনয়ার।
লয়ে যাও তব গৃহে গৃহলক্ষ্মী করি।
আঁধার হইল আজ মম এই পুরী।
এস বৎসে! এস মাগো যাও স্বামী পাছে—
রহিবে সতত ওমা ছায়া সম সাছে।
বলিয়া দিলেন পিতা বিদায় তখন।
স্নেহময়ী জননীর সজল নয়ন।
বলিতে বলিতে বাজে বাদ্য ঐক্যতান।
উচ্ছ্বসিত হল তবে সকলের প্রাণ।
নমি শির পিতৃ-পদে করিলে প্রণাম।
স্নেহাশীষ শিরোপরে ল'য়ে গুণধাম!

সম্প্রদান।

ঈঙ্গিতে সম্মতি তুমি করিয়া জ্ঞাপন।
আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে মোরে করিলে গ্রহণ
শুভাশীষ সকলেতে বর্ষিল সাদরে .
পুরোহিত মন্ত্র পাঠ পুনঃ পুনঃ করে।
শুভযাত্রা করিলাম সেই শুভক্ষণে—
শৃঙ্খলিত হয়ে এই পবিত্র বন্ধনে।
সে স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করি জনকের—
জননীর ক্রোড় যাহা আবাস স্নেহের—
সে সকল পাশরিনু হেরিয়া তোমারে।
জনকের শুভাশীষ ল'য়ে শিরোপরে।
পুলকেতে পরিপূর্ণ হইল অন্তর।
সাধনার ধন লভি মনোমত বর।
ভাবিলাম ছায়াসম সতত হেরিব।
পিতৃ মাতৃ এ আদেশ যতনে বহিব।
কভু না ছাড়িয়া রব এ হেন রতন।
রহিব নিকটে সদা যাবত জীবন।
আনন্দেতে উচ্ছ্বসিত হইলাম হায়।
সুখোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হেরিনু ধরায়।
হারাইনু আপনারে ভুলিনু জগত।
পাশরিনু শৈশবের ধূলাখেলা যত।

ভুলিলাম পিতা মাতা গৃহ পরিজন।
ভুলিলাম স্বজনের মিষ্ট আলাপন।

চিরপরিচিত সেই জনকের ঘর—
শৈশবের ক্রীড়াভূমি স্নেহের আকর—
ভুলিলাম সে সকল তোমারে হেরিয়া।
আনন্দেতে পুলকিত হইল যে হিয়া।

ধরাতল জ্ঞান হল অমর ভুবন।
দেবতা-আকার তুমি দেবের নন্দন।
পবিত্র সে সৌম্যরূপ মাধুর্য্য আকার।
সুদিব্য যানেতে কিবা শোভা চমৎকার!
দেবের কুমার যেন চাপি দেবযানে।
চলিয়াছে আনন্দেতে অমর ভুবনে।

বিজয়ী হইয়া যথা রণজয় করি—
বসিয়াছে মহোৎসাহে বীরেন্দ্রকেশরী।
সেইরূপ উৎসাহেতে হইয়া উল্লাস।
বিজয়ী হইলে নাথ পূর্ণ মন-আশ।

অধিকার করিলে যে বালিকা-হৃদয়।
প্রীতি প্রেম ভালবাসা সেনা সমুদয়।
অনুরাগে ল'য়ে তবে সেনাপতি করি।
সুমধুর তব বাণী বিজয়ের ভেরি।

যুগল নয়নে করি শরের সন্ধান।
ফুল ধনু ভ্রূযুগল সদা হানে বাণ।
বালিকা-হৃদয় রাজ্যে তুমি অধীশ্বর।
হইলে বিজয়ী বীর জিনিয়া সমর।
কোথা সেই সুখময় বিবাহ উৎসব!
কোথা সেই আনন্দের বাদ্যভাণ্ড রব!
কোথা সেই হরষের ছুটিছে লহর!
কোথায় সে পরিজনে প্রফুল্ল অন্তর!
হাহারবে ভরিয়াছে সকল সংসার—
আকুলিত হয়ে সবে করে হাহাকার!
নীরবতা ঘেরিয়াছে আজি এ ভবন।
বিষাদেতে দিবানিশি রহে পরিজন।
তোমা বিনা শূন্য হায় হয়েছে সকল!
নাহিক কুসুমে শোভা নাহি পরিমল।
তরুবরে ফল নাহি শোভা পায় আর।
সরোবরে সরোজের শোভা চমৎকার।
নাহি আসে গুঞ্জরিয়া, অলি সে গুঞ্জনে।
নাহি ডাকে পিক্ আর সে পঞ্চম তানে।
পাপিয়ার পিউ তান হয়েছে নীরব।
সবে রহে নিরানন্দে সবে যেন শব।

হরিয়া সকল সুখ সকলের মধু।
রহিয়াছ ভুলি সবে ওহে প্রাণবঁধু।
ভুলিয়া সে বিবাহের দৃঢ় অঙ্গীকার,
ভুলিয়া সে স্নেহভরে আদেশ পিতার—

সতত রাখিবে পাশে মম তনয়ারে।
লয়েছিলে সে আদেশ তুমি নত শিরে।
এখন ফেলিয়া মোরে করি অনাথিনী,
এই কি প্রতিজ্ঞা তব ওহে গুণমণি!

ডুবাইয়া চিরতরে বিষাদ-সাগরে।
রহিয়াছ কোথা নাথ নিশ্চিন্ত অন্তরে।
হৃদয়েতে জ্বালি হায় প্রবল অনল।
বহায়েছ নয়নেতে ধারা অবিরল।
অভাগিনী করিয়াছ করি রাজরাণী।
কোথায় সে প্রতিশ্রুত তব দৃঢ় বাণী?
সত্যের আকর তুমি দৃঢ় তব পণ।
প্রতিজ্ঞা পালনে সদা করিতে মনন।
এই কি কর্ত্তব্য তব ওহে প্রাণপতি!
এই কি সে প্রতিজ্ঞার নিয়ম পদ্ধতি?
লও নাথ তব কাছে এই নিবেদন।
বারেক করিয়া সেই আদেশ স্মরণ।

সেই অঙ্গীকার তুমি স্মরি ক্ষণতরে।
রহিয়াছ যথা তুমি লও দুঃখিনীরে।
জীবনের পরপারে সেই মহাস্থানে।
স্থান দিও অভাগীরে বাঞ্ছিত চরণে!

ফুলশয্যা।

কুসুম-বাসরে　　　কুসুম-আসরে
কুসুম-নিকরে শোভিতা হ'য়ে।
কুসুম-শয্যায়　　　কুসুম-মালায়
কুসুমের মত হৃদয় ল'য়ে॥
কুসুমে ভূষিত　　　কুসুমে মণ্ডিত
কুসুমে গঠিত হৃদয় নব।
কুসুমের হার　　　ল'য়ে প্রাণাধার
দিলাম পরায়ে গলেতে তব॥
সহ সে মালার　　　হৃদয় আমার
করিনু উৎসর্গ তোমার করে।
হৃদয় রতনে　　　দিলাম যতনে
প্রীতি-ফুল্ল মনে প্রেমের ভরে॥

ফুলশয্যা।

কুসুমে রচিত কুসুমে ভূষিত,
কুসুম-মুকুট শিরে শোভিল।
কুসুমের হার শোভে চমৎকার
কুসুম-সুবাস ধীরে বহিল॥
সুরভি কুসুম শোভে মনোরম
রহে স্তরে স্তরে গোলাপ বেলা।
রহে যাতি যুঁথি মল্লিকা মালতী
গন্ধরাজ চাঁপা বকুল মালা॥
করে সমীরণ সুরভি বহন
প্রেমেতে মগন হ'য়ে মলয়।
সে ফুল বাসরে ফুলশয্যা হেরে
প্রফুল্ল অন্তরে মৃদুল বয়॥
কুসুম-লাঞ্ছিত রূপ সুললিত
হেরিয়া হইনু আপনা হারা।
হরষে হাসিনু প্রমোদে ভাসিনু
প্রেমোল্লাসে মন হ'ল বিভোরা॥
ফুলময় তনু শোভে ফুল ধনু
ভ্রূভঙ্গেতে করি শর সন্ধান;
বিঁধি সেই শরে অবলা বালারে
বধিলে তাহারে হানিয়া বাণ॥

খাস্বাজ—দাদ্‌রা (?)

ফুলশয্যা।

রতিপতি সম ওহে প্রিয়তম
খেলিবারে সেই ফুলের খেলা।
ফুলের তোরণ ফুল আবরণ
হইয়াছে যেন ফুলের মেলা॥

ফুলহার ল'য়ে হরষিত হ'য়ে
দিলে পরাইয়ে সোহাগ ভরে।
চাহি মৃদুহাসি কহিলে সম্ভাষি
ধরলো প্রেয়সী ধরলো করে॥

প্রীতি উপহার এ কুসুম-ভার
শোভিবে তোমার চিকুর দামে।
পর ফুলমালা কর ফুল-খেলা
করি রূপে আলা হে প্রিয়তমে!

তুমি ফুল-রাণী ফুলেতে সজনি!
হইল তোমার শোভা অতুল।
হৃদয়-কাননে ফুটিয়া গোপনে
করিবে আমারে সৌরভাকুল।

ফুল্ল ফুলময় তোমার হৃদয়
দিও লো তথায় আমারে স্থান।
আমি তব করে চিরদিন তরে
সঁপিনু সাদরে এ মন প্রাণ॥

তব ভালবাসা　　　　লভিবারে আশা
বাঁধিয়াছি বাসা আশার স্থানে।
অভিন্ন হৃদয়　　　　রব দুজনায়
হইয়া মিলিত দোঁহার প্রাণে॥
প্রেম-নীরে প্রাণ　　　　হ'ল ভাসমান
ওহে গুণধাম প্রমোদ ভরে।
প্রণয় উচ্ছ্বাসে　　　　তব প্রাণ ভাসে
সুখে চাঁদ হাসে গগনোপরে॥
জ্যোৎস্না রজনী　　　　বিমলা ধরণী
ফুল্ল নিশীথিনী জ্যোছনা মাখি।
পঞ্চমে ঝঙ্কার　　　　করে অনিবার
কোকিল কোকিলা রহিয়া শাখী॥
চাঁদের কিরণে　　　　হরষিত মনে
পাপিয়া সে পিউ পিযূষতানে।
শ্যামা শুকসারী　　　　ময়ূর ময়ূরী
সুধার লহরী ঢালিছে প্রাণে॥
সুখে সারারাতি　　　　প্রমোদেতে মাতি
হায় প্রাণপতি রহিনু মোরা।
সে সুখ ভবন　　　　জ্ঞান হয় যেন
বিষময় স্থান বিষম কারা॥

মাল্সা ফুলশয্যা।

কোথায় এখন কুসুম-শয়ন
শর-শয্যা হায় হ'য়েছে মম।
তোমার বিহনে কুসুম রতনে
নাহি লাগে মনে হে প্রিয়তম!
হেরিলে কুসুমে মরি যে মরমে
পড়ে হায় মনে সে সুখ রাতি।
পড়ে মনে হায় মিলন নিশায়
তব সুধাময় সে রূপ ভাতি॥
সে রূপ ললিত লাবণ্যপূরিত
ভরি রহে চিত রূপের প্রভা।
শোভা কুসুমের আর নয়নের
না করে বিভোর আর সে শোভা।
গিয়াছে চলিয়া সে দিন ফিরিয়া
আসিবে না কভু জীবনে আর।
দংশে ফণী সম নয়নেতে মম
সুরভিত সেই কুসুম হার॥
যবে চিতা-শয্যা হবে ফুল-শয্যা
অভিসার-সজ্জা করিব যবে।
এ জীবন পারে সে ফুল বাসরে
অমর নগরে মিলন হবে॥

কাতরতা।

হায় বিধি! এই কিহে বিধান তোমার ?
অকালে হরিলে মম দেহের জীবন!
সম্মুখে রাখিয়া ছিলে সুধার ভাণ্ডার।
গরল তাহাতে কেন দিলে অকারণ ?

ক'রেছিলে মোরে হায় আদরে পালিতা।
পিতা-মাতা-হৃদয়ের ছিলাম প্রসূন।
এখন করিলে এই দুঃখেতে দলিতা।
হায় বিধি একি বিধি তোর নিদারুণ!

কেন পাঠাইলে হায় এ ভব সংসারে ?
কেন ক'রেছিলে মোরে বল রাজরাণী ?
সহিবারে এ দারুণ জ্বালা এ অন্তরে।
ক'রেছিলে মোরে বুঝি সৃষ্টি পদ্মযোনি ?

ওরে বিধি! এই যদি ছিল রে বাসনা।
কেন পিয়াইলি মোরে সে অমৃত স্বাদ ?
এখন আমারে কেন করিলে বঞ্চনা ?
সাধিলে জীবন ব্যাপি কি দারুণ বাদ!

কাতরতা

করিবারে অনাথিনী জগতে আমারে।
পাঠাইয়া ছিলে কিহে এই ধরামাঝে ?
আর না সহিতে পারি যাতনা অন্তরে।
অভাগীরে রাখিয়াছ আর কোন কাজে ?

আর না ধরিতে পারি এ ছার জীবন।
আর না বহিতে পারি এ যন্ত্রণা শিরে।
দুঃখিনীরে রাখিয়াছ আর কি কারণ ?
কাড়িয়া লইয়া মম সর্ব্বস্বধনেরে ?

দিয়েছিলে সুখ-সৌধ-উপরেতে স্থান।
নন্দন-কানন সৃষ্টি ক'রেছিলে মম।
সুখ-পারিজাত-পুষ্প করি শোভমান।
দিয়াছিলে মনোমত স্বামী প্রিয়তম।

ফল ফুলে সুশোভিত করিয়া উদ্যান।
সাজাইয়া ছিলে বিভু মনোমত করি।
বল কে হইয়া আর হরষিত প্রাণ—
কণ্টক কাটিয়া পুষ্প লইবে আহরি ?

হায় বিধি ! এত যদি ছিল তোর মনে—
কেন মোরে পাঠাইলি এই ধরাধামে ?

কাতরতা।

কেন বা হরিলি মম হৃদয়-রতনে ?
দিবানিশি রহি আমি মরিয়া মরমে।

দিবানিশি বহাইতে সুখ-প্রস্রবণ—
দিবানিশি ছুটাইতে প্রীতির লহর—
এখন নয়ন-নীর সদা বরিষণ !
দেখিয়া তোমার ইহা কাঁদে না অন্তর ?

জগতের সার রত্ন মোরে দিয়াছিলে।
হীরা, মতি, পান্না, চুণি, নহে এ রতন—
পদ্মরাগ অয়স্‌কান্ত নাহি এতে মিলে—
পলা, নীলা, সূর্য্যকান্তে নহেক তুলন।

কষিত-কাঞ্চন কভু সমতুল নয়।
এ উজ্জ্বল ভাতি তাহে করেনা বিকাশ।
এ প্রভায় সুবর্ণের ম্লান প্রভা হয়।
বিশুদ্ধ এ স্নিগ্ধ জ্যোতি করিত প্রকাশ।

মথিয়া তুলিয়া ছিলে অমৃত সাগর।
বাছিয়া উজ্জ্বল হেরি এই রত্ননিধি।
পরাইয়া ছিলে সাধে গলদেশে মোর।
এখন খুলিয়া নিলে এই কিরে বিধি ?

কাতরং

এই কি বিধাতা তব বিচারের নীতি ?
কাড়ি লও প্রিয়পতি কাঁদায়ে পত্নীরে !
এই কি তোমার চির নিয়ম পদ্ধতি ?
অর্দ্ধাঙ্গিনী ফেলি রাখ অনাথিনী ক'রে !

নিদারুণ জ্বালা প্রাণে সহিতে না পারি।
দিবানিশি জ্বলে হৃদে বিষম অনল।
নাথের বিরহে ধৈর্য্য আর নাহি ধরি।
ত্যজিব এ ছার প্রাণ ভখিয়া গরল !

কাঁদিবার তরে বুঝি করিলে সৃজন ?
পাষাণে গঠিয়া হিয়া এই দুঃখিনীরে।
জীবন-সম্বল সেই স্বামীর চরণ।
উদ্দেশে করিব স্নাত নয়নের নীরে।

কাঁদিবার তরে বুঝি জনম আমার !
কাঁদিব বলিয়া বুঝি এসেছি এ ভবে ?
কাঁদিয়া বহিব বুঝি এ জীবন ভার ?
নয়ন সলিলে বুঝি কিছু জ্বালা যাবে।

এ জীবনে শুকাবে না এই অশ্রুধার।
এ জীবনে মুছিবে না বিষাদ কালিমা।

শতধা বিদীর্ণ হ'ল হৃদি চূরমার!
চির তরে অস্তমিত সে সুখ চন্দ্রমা।

চির তরে দুঃখ মম হ'য়েছে সঙ্গিনী।
চির তরে দুঃখ মম ভূষণ অঙ্গের।
বিধাতা করিল মোরে এ চিরদুঃখিনী।
দুঃখেতে ভরিয়া রবে স্থান হৃদয়ের।

হায় বিভু মোরে আর বল কি কারণ—
বিচ্ছিন্ন করিয়া মম প্রাণপতি সনে।
জীবন সম্বল সেই স্বামীর চরণ—
হারাইয়া পরমেশ! রহিব কেমনে?

জীবনসর্ব্বস্ব সেই আরাধ্য দেবতা।
কাঁদাইয়া অভাগীরে গিয়াছেন চলি!
রাখিয়াছ পরমেশ! নাথে ল'য়ে যথা।
তথায় লইয়া যাও কাতরেতে বলি।

নিয়তির চক্রখানি করি সঞ্চালন—
ল'য়ে যাও মোরে বিভু আর নাহি পারি।
ল'য়ে যাও যথা মম রেখেছ জীবন—
মিলাও তাঁহার সহ করুণা বিতরি।

বিলাপ।

প্রাণনাথ! অভাগীরে ত্যজিলে হে কেমনে?
এত প্রেম এত আশা, এত স্নেহ ভালবাসা,
এত যে সোহাগ প্রীতি নাহি কিছু স্মরণে?
কি দোষে দুঃখিনী দোষী, বল বল গুণরাশি,
কি লাগি তাহারে আর নাহি তব মনেতে?
আমি যে তোমা বিহনে জ্বলিতেছি নিশি দিনে
সে অনল কণা কিহে পশেনা ও হৃদেতে?
প্রাণেশ্বর!—প্রাণসখা! বারেক দাওহে দেখা,
নিবারি এ অনলের নিদারুণ যাতনা।
শীতল পরেশে তব, দূরে যাবে জ্বালা সব,
যত জ্বালা নিবারিব হ'য়ে সুখে মগনা।
ধৈরজ ধরিতে নারি, সতত জ্বলিয়া মরি
কি ভীষণ কি বিষম বৈধব্যের তাড়না!
চারি দিক্ শূন্য হায়, এ জীবন মরুপ্রায়,
কে হরিল ওয়েসিস্ কেবা সেই পাষাণ?

উত্তপ্ত বালুকা রাশি, দহিতেছে দিবানিশি,
বহিছে অনল রাশি দহিয়া এ পরাণ।
এস নাথ ! কাছে মম, জুড়াই হে প্রিয়তম,
যে অনল দিবানিশি জ্বলিতেছে হৃদয়ে।
বিরহ অনলে প্রাণ, জ্বলিতেছে অবিরাম,
আর যে রহিতে নারি এই জ্বালা সহিয়ে।
কেন নাথ আছ ভুলে, ভাসিতেছি আঁখি জলে,
প্রাণ যায় না হেরিলে তোমার বদন।
আহা কি মধুর রূপ, কি মাধুরি অপরূপ,
প্রাণ চাহে হেরিতে সে মূরতি মোহন !
মরি কি মধুর কম, মুগধ মানস মম,
কিবা রূপ অনুপম ললিত সুঠাম।
কি লাবণ্য সুললিত, হেরিলে মোহিত চিত,
কোথা আছ প্রাণনাথ হ'য়ে মোরে বাম ?
কোটি শশী বিরাজিত, কোটি কাম পরাজিত,
হেন মনোহর রূপ ত্রিভুবনে নাই।
মানস পটেতে আঁকা তব ও বদন রাকা
হৃদয়-দর্পণে হেরি ও রূপ সদাই।
মনসিজ রূপ জিনি ও লাবণ্য অনুমানি
কিবা রমণীয় কান্তি চিত্তবিনোদন।

মালা

বিলাপ।

চাহিলে নয়ন কোণে আকুল হতেম প্রাণে
মিলিত যখন তব নয়নে নয়ন।
হারাইয়া মন প্রাণ হারায়ে সময় জ্ঞান
অনিমিষে রহিতাম চাহি প্রাণময়!
পিপাসী চকোরী মত সুধাপান অবিরত
করিবারে ব্যাকুলিত হইত হৃদয়।
অধরে পূরিত হাসি রহিত যে দিবানিশি
সে অমিয় রাশি প্রাণ করিত বিহ্বল।
অমৃত মদিরা পানে ভুলিতাম ত্রিভুবনে
সে অমৃত হ'ল হায় এখন গরল।
সুগৌর বরণ ভাতি কমনীয় অঙ্গ দ্যুতি
আজানুলম্বিত ভুজ সুঠাম সবল।
করি-কর জিনি উরু গমন মন্থর গুরু
মদনের লীলা-ভূমি সেই বক্ষঃস্থল।
প্রশস্ত ললাট দেশ চাঁচর চিকুর কেশ
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর শিরীষ কুসুম।
আঁখি নব শতদল ফুলধনু ভ্রূযুগল
আকর্ণ বিস্তৃত মরি কিবা মনোরম।
ক্ষীণ কটি মনোহর সুগঠিত কলেবর
সুচতুর শিল্পী যেন গঠেছে যতনে।

মনোরম উপাদানে সমাবেশ একস্থানে
সুধা ও গরল রাশি রাখিতে নয়নে।
সে নয়ন শরাসনে বধিয়া আমারে প্রাণে
নিদয় হইয়া নাথ বধিলে জীবন।
প্রেম ফাঁদ পাতি মোরে বিঁধিলে সে খরশরে
বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণী সম যে এখন।
প্রেম-রজ্জু ফাঁস গলে পরাইয়া অবহেলে
প্রাণনাথ রেখেছিলে প্রেমের পিঞ্জরে।
সোহাগ প্রণয় প্রীতি উপভোগ ছিল নিতি
মরীচিকা দেখাইয়া ভুলালে আমারে।
কোথা তুমি প্রাণাধার এস নাথ একবার
কেন হে নিদয় হ'লে পাষাণের সম ?
জ্বলে প্রাণ যাতনায় জ্বলুক জ্বলুক হায়
জ্বলিবারে অভাগিনী ল'ভেছ জনম।
দারুণ এ জ্বালা প্রাণে দগ্ধ করে নিশি দিনে
বারেক নিকটে এস ওহে প্রিয়তম !
এস নাথ হৃদে রাখি কেন হে দিতেছ ফাঁকি
ভরিয়া রয়েছ আঁখি তুমি সদা মম।
তব দরশন বারি তাপিত প্রাণে আমারি
বরিষণ কর নাথ তব প্রমদায়।

বিলাপ।

সুধাসিক্ত সে বচনে তাপিতার জ্বালা প্রাণে
শান্তি সুধা কণা মাত্র প্রদান হে তায়।
নিকটে ডাকিয়া লহ সতত যে তব সহ
রহিতাম, প্রাণে প্রাণে হইয়া মিলিত।
এখন কেমনে সখা! রয়েছ বলনা একা
ত্যজিয়া এ অভাগীরে এ জনম মত?
এই কি প্রেমের রীতি কোথা সে প্রণয় প্রীতি
কহ মোরে প্রাণপতি কহ সবিশেষ?
ত্যজিলে তুমি তাহারে চাহে সদা যে তোমারে
কোন্ সে কোথা কি পুরে আছ হৃদয়েশ!
হৃদয় শতধা হয় নয়নেতে ধারা বয়
উন্মত্ত হৃদয় ধায় তোমার সদনে।
সতত ব্যাকুল হৃদি তোমা বিনা গুণনিধি
জ্বলে প্রাণ নিরবধি তব অদর্শনে।
ক্ষণমাত্র অদর্শনে ব্যাকুল হ'তেম প্রাণে
শূন্য মনে রহিতাম আমি প্রাণনাথ!
দারুণ ওরে রে বিধি এই কিরে তোর বিধি
হ'রে নিলি মোর নিধি হায় অকস্মাৎ।
হানিলি অশনি শিরে নিদয় বিধাতা ওরে
ভাঙ্গিলি রে চূর্ণ করি কপাল আমার।

বিলাপ। মালশ্রী।

জ্বালালি অনল ভালে হায় বিধি কি করিলে
কেন রে কাড়িয়া নিলে জীবনের সার।
শূন্য দেহ আছে পড়ি প্রাণপাখী গেছে উড়ি
সুদিব্য বিমানোপরি শান্তিময় স্থানে।
এ শূন্য পিঞ্জর হায় প্রাণপাখী সদা চায়
উন্মত্ত হৃদয় ধায় সদা তার পানে।
ওহে বিধি দয়াময় প্রাণপতি যথা রয়
সতত বাসনা হয় যাইতে হে মনে।
ছাড়িয়া প্রাণের স্বামী রহিতে না পারি আমি
ওহে বিভু অন্তর্যামী মিলাও সে ধনে।

প্রাণের বেদন।

অশ্রু বিসর্জ্জন, প্রাণের বেদন, সতত জীবন ভরিয়া রয়।
হৃদয়ের ভার, বহিবারে আর, নাহিক শকতি আর যে হয়॥
হইয়া হতাশ, নিরাশার শ্বাস, ব্যাপিয়া রয়েছে জীবন মোর।
অবনত শির, আঁখি রহে স্থির, শ্রান্ত এ শরীর বিষাদে ঘোর॥
নাহিক উৎসাহ, সুখের প্রবাহ, হ'য়েছে নিশ্চল জনম মত।
বিফল প্রয়াস, প্রাণে নাহি আশ, মুছিয়া গিয়াছে বাসনা যত॥
নাহি কোন কাজ, সদা গৃহ মাঝ, নীরব হইয়া বসিয়া রহি।
উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়, সতত যে হয়, কি যাতনা প্রাণে সতত সহি॥
জগতের সহ নাহিক সম্বন্ধ হ'য়েছে বিলীন সকলি হায়!
মরীচিকা সম, সেই স্মৃতি মম, হ'য়ে মনোরম পথ ভুলায়॥
আপনার প্রাণ, অরি সম জ্ঞান, তাহারে রাখিতে না চাহে মন।
কার লাগি আর, এ জীবন ভার, বহি অনিবার ছার জীবন॥
এ পোড়া নয়নে, কি দৃশ্য দর্শনে, হবে তিরপিত কাহারে হেরি।
অন্ধ সে যে হায়, না হেরি তাহায়, অনুপম সেই রূপ মাধুরী॥
শ্মশানের চিতা, সদা প্রজ্বলিতা, র'য়েছে আমার হৃদয় মাঝে।
নাহিক আসক্তি, নাহি অনুরক্তি, বীতস্পৃহ রই সকল কাজে॥
গৃহ পরিজন, বিষ দরশন, সকলি হ'য়েছে বিষাদে ভরা।
অন্ধকারময়, হেরি সমুদয়, আলোকিত এই সুখের ধরা॥

প্রাণের বেদন।

রবি শশী তারা, নীলাকাশ ঘেরা, কাননে কুসুম শোভিয়া রয়।
কোথা দিবা রাত্রি, অশান্তির যাত্রী, অশান্তির সহ ছুটি যে হায়!
পূর্ণিমা রজনী, দংশে যেন ফণী, বরিষে সুধাংশু অনল কণা।
অমার আঁধারে, এ গুহা মাঝারে, রহি যে নীরবে দুঃখে মগনা॥

দুঃখের সাগরে, অতল গভীরে, নিমজ্জিত হ'য়ে জীবন রয়।
এ হৃদয় তলে, গভীর কল্লোলে, দুঃখের প্রবাহ সতত বয়॥
কোথা বর্ষ মাস, তিথি বার রাশ, অনুভূতি কিছু হৃদয়ে নাই।
হৃদয়েতে ভরা, সে মোহ মদিরা, সেই স্মৃতি ঘেরা সকল ঠাঁই॥

বিষাদ তামসী, রহে দিবানিশি উপলব্ধি কিছু নাহিক আর।
আলোকের রেখা, নাহি যায় দেখা, গভীর আঁধারে ব্যাপে সংসার॥
গিয়াছে চলিয়া, প্রেম প্রীতি মায়া, বিষাদের ছায়া র'য়েছে ঘিরে।
করে আধিপত্য, প্রবল দৌরাত্ম্য, মম প্রাণে নৃত্য হতাশা করে॥

অদৃশ্যে আঁধার, ব্যাপে চারি ধার, জগৎ সরিছে চরণ তলে।
শূন্যে করি বাস, রোধে যেন শ্বাস, কভু ভাসি দুঃখ-জলধি-জলে॥
ক্ষিপ্ত বায়ু মত, ভ্রমি অবিরত, হাহারবে সদা ঘুরিয়া মরি।
বিশ্বের সীমানা, নাহি যায় জানা, কোন বা কামনা কোথা বিচরি॥

নিষ্ফল প্রয়াস, জীবন নিরাশ, হৃদয় হ'য়েছে সাহারা মরু।
ছিন্ন আশালতা, হৃদয় দলিতা, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আশ্রয় তরু।
প্রাণের বেদন, ভুলিব তখন, যাইব যখন তাঁহার কাছে।
অশ্রু বিসর্জ্জন, দহে হুতাশন, হব বিস্মরণ যে জ্বালা আছে॥

মালা প্রাণের বেদন।

হায় কতদিনে, প্রাণেশের সনে, মিলি চিরতরে রহিব তথা।
কহিব নাথেরে, আমার অন্তরে, রহিয়াছে যত প্রাণের কথা॥
প্রাণে প্রাণে মিশি, রব দিবানিশি, ফেলিবনা আর পলক আঁখি
প্রাণের পিপাসা, মিটাইব আশা, কমনীয় সেই মূরতি দেখি॥
অতীতের স্মৃতি, দহিতেছে নিতি, দহিছে আমার হৃদয় হায়।
কত দিবসের, প্রীতি প্রণয়ের, সুখের কাহিনী ধ্বনিছে তায়॥
কত রজনীর, মিলন মদির, আকুল উচ্ছ্বাসে অধীর মন।
হৃদে ভালবাসা, নয়নেতে তৃষা, ভরা কত আশা এই জীবন॥
গিয়াছে সকলি, দিয়াছি অঞ্জলি, কালের কুটিল কঠিন পায়।
ভবিষ্যৎ আশা, বাঁধিতেছে বাসা, এ হৃদয় নীড়ে সেই আশায়॥
জীবনের শেষে, হেরিয়ে প্রাণেশে, অতীতের দুঃখ ভুলিব সব।
সেই পরপারে, মিলন-মন্দিরে, লইয়া নাথেরে সুখেতে রব॥
রহি প্রতীক্ষায়, সে দিন আশায়, কাটে গণনায় আমার দিন।
কালের আবর্ত্তে, ঘুরিতে ঘুরিতে, সেই পদে পুনঃ হব বিলীন॥
এই দীর্ঘ পথ, করিয়া পশ্চাৎ, হব উপনীত সে সুখ-ধামে।
হৃদয়-দেবতা, নেহারিয়া তথা, বিভোর হইব তাঁহার নামে॥

কার তরে।

আমি, কার তরে করি কুসুম চয়ন

কার লাগি মালা গাঁথি গো!

আমি, কার লাগি বাটি অগুরু চন্দন

সাজাইয়া ডালা রাখি গো!

আমি, কার লাগি পাতি হৃদয় আসন

বিছাইয়া সদা যতনে।

আমি, সে নাম কাহার শুনিগো ঝঙ্কার

হৃদয়-কুঞ্জ ভবনে।

আমি, কার লাগি রাখি অর্ঘ্য প্রীতির

ল'য়ে পূত মনে সাজায়ে।

আমি, একমনে সদা কোন মূরতির

করিব গো পূজা বলিয়ে।

আমি, জীবনের বাতি জ্বালি দিবা রাতি

হৃদয় অনলে ধরিয়া।

আমি, কারে আশা ধূপে করিব আরতি

দিবস রজনী ব্যাপিয়া।

আমি, সদা কার ধ্যানে রহি স্থির মনে

কোন্ সে দেবতা বল গো।

মালা কার তরে।

আমি, সদা আঁখিনীরে পূজি যে তাহারে

চরণ যুগল তার গো।

আমি, কার নাম জপি সদা চুপি চুপি

কার স্মৃতি করি স্মরণ।

আমি, কার গুণগানে এ সারা জীবনে

ধরি যে এ প্রাণ এখন।

আমি, কার লাগি করি দিবস রজনী

বসি কার করি সাধনা।

আমি, উন্মুক্ত হৃদয় করি সদা হায়

ভাবি সদা করে ভাবনা।

আমি, সারা সে রজনী তিতাই মেদিনী

নয়নের বারি ঢালিয়া।

আমি, সারাটি রজনী বসি একাকিনী

আসিবে গো সেই বলিয়া।

আমি, রহি আনমনে, বসি বাতায়নে,

তার আশা-পথ চাহিয়া।

আমি, হেরিতে তাহারে, চাহি ক্ষণ-তরে,

নয়ন আমার ভরিয়া।

আমি, সতত এখন, হয়ে একমন,

সদাই শ্রবণ পাতিয়া।

আমি, সদা ভাবি মনে, আসিয়া এখানে,
লইবে আমারে ডাকিয়া।
আমি, আকাশের পানে, চাহিয়া চাহিয়া,
ভাবি যে হতাশ মনেতে।
আমি, জানিনা কি দেখি, কেন বা নিরখি,
মিলিয়াছে চাঁদ চাঁদেতে।
আমি, বসি নিরিবিলি, প্রেম-ফুল তুলি,
হৃদয়-কানন ঢুঁড়িয়া।
আমি, হইয়া আকুল, বাছি সব ফুল,
ফেলি যে মুকুল বাছিয়া।
আমি, প্রস্ফুটিত ফুল, লয়ে গন্ধরাজ,
মানস-উদ্যান হইতে।
আমি, রাখি স্তরে স্তরে, সুশোভিত ক'রে
সুরভি সুবাস ছড়াতে।
আমি, মালতীর মালা, গাঁথি সারা বেলা,
বেলা যাঁথি যূথি মিশায়ে।
আমি, দিবা অবসানে, সে মালা যতনে,
দিব গো তাহারে পরায়ে।
আমি, ভরিয়া হৃদয়, প্রদানিতে তায়,
প্রেম-মধু রাখি সঞ্চরি।

খাম্বাজ।　　　কার তরে।

আমি,　　লয়ে যত মধু, দিব তারে শুধু,
　　　　　　মধুপ উঠিবে গুঞ্জরি।
আমি,　　মানস-কুসুমে, গাঁথিয়া এ মালা,
　　　　　　পরাইব কারে সাদরে।
আমি,　　ভকতি-কুসুমে, সাজাই যে সাজি,
　　　　　　মন মধুপ বিচরে।
আমি,　　এ মন-মন্দিরে, আরাধিব তারে,
　　　　　　আমার আরাধ্য দেবতা।
আমি,　　করিয়া সাধন, ওগো সে চরণ,
　　　　　　পেয়েছিনু চিরবাঞ্ছিতা।
আমি,　　এ চির জীবন, রহিব এখন,
　　　　　　তাহারি পূজায় নিরত।
আমি,　　করি পূজা শেষ, সে অজানা দেশ,
　　　　　　গিয়া হব তাহে মিলিত।

তুমি সুন্দর !

তুমি, সুন্দর চিরবাঞ্ছিত হও মম

জীবনের ধ্রুবতারা।

নাথ ! তুমি ললিত চিত্তমোহিত,

মোরে করেছ আপনা হারা।

তুমি. ছিলে জীবনের যে গো আলো,

কেন নিভাইয়া দিলে আহা !

কেন—অকালে নিভায়ে আঁধার করিলে,

জ্বলিবেনা আর তাহা।

তুমি, জীবনের ধন হৃদয়-রতন,

তোমারে হৃদয়ে রাখি।

আমি—হতাশ অন্তরে কাতরে তোমারে,

সতত যে নাথ ডাকি।

তুমি, মম প্রাণময় জীবন-নিলয়,

বসতি তোমার সেথা।

কেন—এখন আমার বুঝনা এ দুঃখ,

বুঝনা হৃদয়-ব্যথা।

মালা তুমি সুন্দর।

তুমি, হয়ে নিদারুণ কেন প্রাণনাথ!

আমারে দিতেছ জ্বালা।

আমি—সতত বসিয়া বিরলে নীরবে

গাঁথি যে দুঃখের মালা।

তুমি, পরিলে হে গলে বুঝিবে মনেতে

কি দুঃখে হৃদয় দহে।

জানিবে হে নাথ! কারে বলে দুঃখ

কত—অভাগী প্রাণে যে সহে।

তুমি, দেহের জীবন পরাণের প্রিয়

শিরোদেশে হও মণি।

কত সাধনার ধন হে শিরোভূষণ!

ভুলিয়াছ অভাগিনী।

তুমি, আরাধ্য দেবতা পূজনীয় দেব

জীবনের সার ব্রত।

তোমার বিহনে কিরূপে যে রই

নাথ!—বলিব সে দুঃখ কত?

তুমি, হও প্রিয়তম প্রাণসখা মম

জীবনের চির সাথী।

কেন ফেলি একাকিনী করিয়া দুঃখিনী

আমারে দিলে হে ফাঁকি?

তুমি সুন্দর। আলো

তুমি, মনোরম মনোমোহন আমার
মানস মালঞ্চে ফুল।
তব সুরভি আঘ্রাণে বিমোহিয়া প্রাণে
মন করিতে আকুল।
তুমি, নন্দন-পারিজাত হে নাথ !
ছিলে সুরভি চন্দন ঘ্রাণে।
তব সুসৌরভে দিক্ মাতাইয়া সদা
বিমোহিত করি প্রাণে।

তুমি, জীবনের ধন জীবন-সর্ব্বস্ব
জীবন-প্রবাহে গতি।
মোর—জীবন-তরীতে তুমি যে নাবিক
সুপথে চলিতে মতি।

তুমি, সদা হৃদয়ের স্তরে স্তরে
ঢালি প্রণয় পীযূষ ধারা।
মোরে—করিতে যে হায় বিভোর হৃদয়
পুলকে আপনা হারা।

তুমি, মন্দার মালা শোভিতে যে গলে
অমরের যাহা বাঞ্ছিত।
হৃদয়ের আশা প্রাণে ভালবাসা
তুমি হও যে মম পূজিত।

ঝাল৷ তুমি সুন্দর।

তুমি, সুখ-সরোবরে কমল আকারে
বিতরিতে মকরন্দ।
সুখের হিল্লোলে কুপিতপল্লল
সুখে দুলিত যে মৃদু মন্দ।

তুমি, অধরের হাসি নয়নের জ্যোতি
পরাণে পুলক ভরা।
মম ধরম করম দেহের সরম
ছিল গো ব্যাপিয়া ধরা।

তুমি, সুমন্দ মলয়ে বহি দিবানিশি
করিতে জীবন দান।
রহিয়া ঘ্রাণেতে হয়ে সুসৌরভ
সদা আকুল করিতে প্রাণ।

তুমি, শ্রবণে মধুর শ্রুতি-সুখকর
বাঁশরীর মত গানে।
তব অমিয় বচনে জুড়াতে শ্রবণে
বীণার বাদন তানে।

তুমি, সুধার আস্বাদ রসনার যে গো
সুধায় পূরিত হৃদি।
দিয়া সুধা উপাদান নবনীত প্রাণ
গঠিয়াছিলেন বিধি।

তুমি সুন্দর।

তুমি, কোমল পরশ পরশিলে কায়
পুলকে শিহরি উঠি।
কঠিন পাষাণ না ছিলে কখন
প্রেমভরা আঁখি ছুটি।

তুমি, হৃদয়-গগনে উদিত হইয়া
উজলিতে দিবানিশি।

তুমি, ছিলে সকলেতে তুমি সকলের
শোভা—তারামালা রবি শশী।

তুমি, সাগর সলিলে থাকিতে সতত
হইয়া লহর-মালা।
নিজ উচ্ছ্বাস ভরে প্রবল তরঙ্গে
চুমিতে যে ভূমি বেলা।

তুমি, গহনে ভূধরে রহিতে প্রান্তরে
দেশে কি প্রবাস বাসে।
সদা যে আনন্দময় ছিল ও হৃদয়
মুখরিত কল হাসে।

তুমি, মম হৃদয়ের অধীশ্বর সদা
তুমি যে হৃদয়-রাজা।
মম ষড়রিপুগণ অধীন তোমারি
সকলে তোমার প্রজা।

মালা তুমি সুন্দর।

তুমি, যশঃ সৌধ-শিরে বিজয়পতাকা
উড়িতে গরব ভরে।
তব যশে সদা মুখরি ভুবন
ঘোষিতেছে দিগন্তরে।

তুমি, স্থির তটিনীতে রহিতে নীরবে
ছিলে গো জাহ্নবী-বারি।
দেবতা যে তুমি দেবের বাঞ্ছিত
হায়! চলি' গেছ দেবপুরী।

তুমি, কোথায় এখন কোথায় এখন
সতত ডাকি যে আমি।
এস ক্ষণিকের তরে এ মনোমন্দিরে
এস হে হৃদয়-স্বামী।

তুমি, করুণানিধান প্রেমে ভরা প্রাণ
নহ'তো নিদয়মতি।
এস---এস হে ললিত এস হে দয়িত
সদা ডাকে তব জ্যোতি।

তুমি, আসি প্রাণসখা ল'য়ে যাও সাথে
বসিয়া র'য়েছি আশে।
ল'য়ে—সে অমরপুরে সতত আমারে
রাখিবে তোমার পাশে।

তুমি, চির প্রভু মম জীবনে মরণে
দাসী যে তোমার আমি।
আমি ও চরণ সেবা করিব সতত
গিয়া সে অমর-ভূমি।

নাহি কৃষ্ণ বই

কোথা কৃষ্ণ কৃপাময় কমললোচন!
করুণা কটাক্ষপাতে কর বিলোকন॥
কৃপা করি কর মোর কষ্টের লাঘব।
কাতরে কহিনু আমি শুন হে কেশব॥
কর কর কর দেব কর মোরে দয়া।
কাতরে করুণা কর দিয়া পদছায়া॥
কাতরা কাঁদিয়া কহে কর তারে পার।
কহিতে শকতি কই কহি বার বার॥
কমলা-জীবন তুমি হে কমলাপতি।
কখন কাহারে সুখী কর না শ্রীপতি॥
কমলিনী কেঁদে কেঁদে কাটাইছে কাল।
কংস বধি মথুরায় ছিলে কুঞ্জলাল॥

নাহি কৃষ্ণ বই।

কালা তুমি কালীদহে ক'রেছিলে কেলি
কালীয় নাগেরে দমি হ'য়ে কুতূহলী ॥
কেবল কামিনীকুলে করিয়া বঞ্চনা।
করহে কপট কত করিয়া ছলনা ॥
করুণার কণা প্রাণে কোথায় তোমার।
করুণানিধান নাম কেন ধর আর ॥
কত তব কহিব হে কপটতা আর।
করিয়াছ কি দুর্গতি ব্রজ গোপিকার ॥
কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণাঙ্গনা কাঁদিয়া কাতর।
করিলেনা কৃপাদৃষ্টি করুণা-আকর ॥
কেন বল কৃপাময় কঠিন এমন।
কর কৃষ্ণ কোমলতা হৃদয়ে ধারণ ॥
করিহে কামনা তব কমল চরণে।
কর পার কৃপাসিন্ধু এ অভাগী জনে ॥
কাড়িওনা কখন হে কোন কামিনীর।
কণ্ঠভূষা শিরোমণি সার অবনীর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদি প্রাণ কৃষ্ণ কই।
কৃষ্ণ কথা কহি সদা নাহি কৃষ্ণ বই ॥

উদ্‌ভ্রান্তা।

প্রাণাধিক প্রিয়তম মম প্রাণেশ্বর !
জীবন-সর্ব্বস্ব মম হৃদয়-ঈশ্বর !
তোমার বিরহানলে, সদা মম প্রাণ জ্বলে,
তব রূপ ধ্যান সদা করি নিরন্তর।
হৃদয়েতে আঁকা তব রূপ মনোহর ॥

প্রাণনাথ প্রাণকান্ত ওহে প্রাণময় !
হৃদয়ের জ্বালা ব্যক্ত করি কি ভাষায় ?
নাহি মিটে সাধ আশা, নাহি মিটে মম তৃষা,
তব অনুরূপ শব্দ নাহি জানি হায় !
মন-ভাব প্রকাশিব বল কি বিধায় ?

হৃদয়ের সার নিধি তুমি গুণাকর !
জীবনের সাথী তুমি জীবন-ঈশ্বর।
বিহনে নাথ তোমার, সদা করি হাহাকার,
হাহা রবে শূন্য প্রাণে ফিরি অনিবার।
সকলি অসার হেরি জগৎ সংসার ॥

কভু একমনে ভাবি বসি নিরালায়।
বিরহে সুখ কি দুঃখ জানা নাহি যায়।
বিরহে বিভোর হয়ে, উন্মত্ত হৃদয় লয়ে,
সুখ-স্মৃতি দিবা রাতি স্মরি সমুদয়।
তাহাতে আপ্লুত হয় আবেগে হৃদয়॥

কভু একমনে হেরি অধীর হইয়া।
তোমার আলেখ্যখানি হৃদয়ে লইয়া।
না পড়ে পলক আঁখি, বদনে বদন রাখি,
কভু আঁখি মুদে থাকি বিভোর হইয়া।
বিরহে দুঃখ কি সুখ না পাই ভাবিয়া॥

তব পাশে রহিতাম যবে প্রাণেশ্বর!
নাহি পারি সরমেতে খুলিতে অন্তর।
হৃদয়ের ভাব যাহা, বলিতে না পারি তাহা,
সরমে বাধিত তাহা রসনা আমার।
হৃদয়ের ভাব ভাষা করিতে প্রচার॥

এখন তোমার সহ সদা প্রাণ খুলে।
কত কথা কহি আমি ধরি তব গলে।
কহি কথা প্রাণে প্রাণে, নীরবে অতি গোপনে,

উন্মুক্ত করিয়া মম হৃদয় অর্গলে।
জানাই প্রাণের জ্বালা যাহা সদা জ্বলে॥

হাসি কাঁদি সদা আমি তব সনে নাথ!
কত কথা কহি আমি ধরি তব হাত।
সতত তোমার সহ, বাস করি অহরহ,
শয়নে তোমারে আমি হেরি সারা রাত।
দিবসে বেড়াই সুখে সদা তব সাথ॥

অনিত্য নহতো তুমি নিত্য বস্তু হও।
অভেদাত্মা তুমি মম প্রাণে মিশে রও।
কভু কি ছাড়িয়া মোরে, রহিতে পার হে দূরে
রহ সদা এ অন্তরে কত কথা কও।
স্নেহ প্রেম ভরা প্রাণ কঠিন তো নও॥

কেন বা ভাবিব দুঃখ হৃদয়েতে আমি।
দিবানিশি পূজি হৃদে হৃদয়ের স্বামী।
নহ বিলাসের স্মৃতি, তুমি যে আরাধ্য অতি,
পবিত্র সৌম্য মূরতি ভজি দিবা যামি।
বৈজয়ন্ত ত্যজি হৃদে আসিয়াছ নামি॥

যবে তুমি প্রাণনাথ ত্যজিয়া আমারে।
অনায়াসে গেলে চলি সে জীবন পারে।

জ্বালা উদ্‌ভ্রান্তা।

হইয়া যে জ্ঞানহারা, লুঠায়ে পড়িনু ধরা,
নতুবা রাখিত কেবা রোধিয়া আমারে।
কেনবা রহিনু আমি এ শূন্য আগারে!

কভু ভাবি জ্বলে প্রাণে দারুণ অনল।
দিবানিশি করে ছার মম অন্তস্তল।
প্রাণনাথ প্রাণ মন, জ্বলিতেছে অনুক্ষণ,
জ্বলুক্ জ্বলুক্ হৃদে না হয়ে শীতল।
তোমারে করুক শান্তি প্রদান কেবল॥

নীরবে সকলি আমি সহিব যাতনা।
বহিব একাকী আমি এ মনোবেদনা।
তোমার কোমল কায়, যেন না এ তাপ যায়,
না হয় তোমার যেন বিরহ বেদনা।
হায় এ দারুণ জালা যেন গো স্পর্শেনা॥

নবনীত সুকোমল হৃদয় তোমার।
বহিতে পার কি কভু এই দুঃখ-ভার?
শিরীষ কুসুম জিনি, তব ওই হৃদি খানি,
সহিবে না এই জ্বালা তাহে প্রাণাধার!
কেবল জ্বলুক্ সদা হৃদয় আমার॥

বিরহে সুখ কি দুঃখ বুঝিবারে নারি।
কভু বা উদ্‌ভ্রান্ত মনে সুখ জ্ঞান করি।
জানিনা কি ভাবি মনে, রহি যে উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে,
ভাবি সদা এক মনে তোমারে হে স্মরি।
সুধাইব তব কাছে কহিও বিচারি॥

নলিনীর প্রতি

মুদিল নলিনী মুদিল নয়ন
শুকাইল তার কোমল জীবন
পড়িল ঢলিয়া হয়ে অচেতন
সুবিমল ওই সরসী-নীরে;

বিরহে বিধুরা বিবশা নলিনী
বিরহ জ্বালায় কাতরা যে ধনী
না হেরিয়া নিজ পতি গুণমণি
আঁখি আনমিত করিল ধীরে॥

মুদিল বিষাদে নয়ন যুগল
শুকাইল ওই সরস মৃণাল

মালা

নলিনীর প্রতি

ব্যথিত হইয়া রহে যত দল
করি ম্লান মুখ মনের দুঃখে।

সরোবর শোভা করি সরোজিনী,
ছিল প্রস্ফুটিত হয়ে গরবিণী
হেরিয়া গগনে পতি দিনমণি
ছিল বিনোদিনী মনের সুখে।

কোটি যোজনেতে রহে দিবাকর
তথাপি নলিনী প্রফুল্ল অন্তর
সুখে ছিল আহা হেরি প্রাণেশ্বর
কেন বা এ দুঃখ হইল তার।

সহিতে না পারি এ দুঃখ জীবনে
বিনা প্রাণনাথ বাঁচেনা পরাণে
জীবন ত্যজিল সরসী-জীবনে
বহিতে নারিয়া এ দুঃখ ভার॥

প্রমোদে মাতিয়া ছিল যে রূপসী
অধরেতে ল’য়ে সুধা রাশি রাশি
আবেশে মজিয়া হাসি মৃদু হাসি
ছিল যে চাহিয়া পতির পানে।

নলিনীর প্রতি।

আসি কাল নিশি গ্রাসি প্রভাকর
দিবা অবসানে দেব দিবাকর
লয়ে গেল চলি সে অস্ত শিখর
হানি খর শর নলিনী প্রাণে।

কাল বেশে ওই গোধূলি আসিয়া
গেল সে নলিনী জীবন হরিয়া
পশ্চিম গগনে পড়িল হেলিয়া
গোধূলি কিরণ মাখিয়া রবি।

রক্তিম বরণে দেব দিবাপতি
করিলেন ওই অস্তাচলে গতি
নাথের বিরহে ব্যাকুলা যে সতী
রহিল নীরবে বিষাদ ছবি।

সুমন্দ মলয়ে নাহি কাঁপে দল
পুলকে শিহরি না হয় বিহ্বল
না আছে সুরভি নাহি পরিমল
করিয়া গুঞ্জন আসে না অলি।

বিলাইতে মধু হৃদয় খুলিয়া
পরহিতে প্রাণ দিতে গো ঢালিয়া

মালা নলিনীর প্রতি

রাখে দেব লাগি এ মধু সঞ্চিয়া
নলিনীর মধু আদরে বলি।

শুনগো সজনি তোমার মতন
বিরহে আমার দহিছে জীবন
হারাইয়া মম সর্ব্বস্ব রতন
এ ভার জীবন বহিলো আমি।

হারাইয়া সেই পতি গুণমণি
বিনা প্রভাকর যেমন নলিনী
শুকায়ে গিয়াছে হৃদয় সজনি
হারাইয়া সেই প্রাণের স্বামী।

আসি কাল সন্ধ্যা শুনলো সুন্দরী
নাথ সহ মোরে বিচ্ছিন্ন যে করি
লয়ে গেছে হায় প্রাণনাথে হরি
দুঃখিনী করিয়া আমারে সই।

কাহারে বা বলি এ মনোবেদনা
কারে বা জানাব মরম যাতনা
কি দুঃখে হৃদয় দহে সুলোচনা
মন দুঃখ আজি তোমারে কই।

নলিনীর প্রতি।

অশুভ মুহূর্ত্তে সে কাল আসিয়া
লহে গেছে নাথে ছলে ভুলাইয়া
আমার হৃদয় সবলে দলিয়া
বিষাদ-নীরেতে ডুবায়ে মোরে।

মুদিত করিয়া হৃদি শতদল
শুকাইয়া গেছে সে সুখ মৃণাল
সে সোহাগ ভরে না কাঁপে পল্বল
নাহি ভাসে প্রাণ সে সুখ সরে।

না বহে হৃদয়ে সে সুখ মলয়
বিকম্পিত তনু শিহরি না হয়
আবেশে সে কর পরশিয়া হায়
প্রস্ফুটিত হয়ে আর না হাসি।

শুকায়েছে মম দেহ সরোবর
শুষ্ক আশাদল শুষ্ক দাম তার
প্রণয় কিরণে উজলিত সর
সে সুখ কিরণে হাসিত দিশি।

নাহি আর আছে ভ্রমর গুঞ্জন
সুমধুর স্বরে প্রেম আলাপন

নলিনীর প্রতি

হৃদি শতদল মুদিত এখন
নাহিক তাহাতে প্রণয়-মধু।

শূন্য রহিয়াছে সে সুধা-আধার
রহিত পূরিত প্রণয়ে তাহার
নাহিক তাহাতে কণিকা সঞ্চার
হরিয়া লয়েছে প্রাণের বঁধু।

এখন এ প্রাণ তিক্ত কটুতায়
লবণাক্ত অম্ল জ্বালা সমুদয়
নাহি আর প্রাণ সদা মধুময়
তীব্র জ্বালাময় হৃদয় মম।

বিরহ অনলে দহি নিশিদিন
কি দারুণ দুঃখে কাটে মম দিন
শুকাইছে তাপে হৃদয় নলিন
সুশোভিত সর সে মনোরম।

নাহি কোমলতা হৃদয় কমলে
নাহি মকরন্দ হৃদি শতদলে
নাহি দোলে প্রাণ সুখের হিল্লোলে
রহি নীরবেতে মুদিয়া আঁখি।

নলিনীর প্রতি।

আছি মৃতপ্রায় বিরহের বিষে
আকুলিত জ্ঞান বিরহ হুতাশে
বিরহের পরে সদা প্রাণ নাশে
এছার জীবনে কি কাজ সখি!

তুমি তো সজনি আবার প্রভাতে
হাসিবে নলিনী সে রবি করেতে
দুঃখ জ্বালা আর না রবে প্রাণেতে
সে সুখ মিলনে ভাসিবে সরে।

আমিও সজনি রহি প্রতীক্ষায়
প্রাণনাথ সহ মিলিব ত্বরায়
গিয়া প্রাণ সখি সেই অমরায়
চির মিলনেতে ল'য়ে নাথেরে।

আঁধার রজনী।

আইল রজনী নীলাম্বর পরি
বদনে বসন ঢাকিয়া ধনী।
বিনা সে সুধাংশু বিষাদে সুন্দরী
নামিল ধরায় ওই রজনী।
সন্ধ্যা সখী সহ করি সম্ভাষণ
তাহারে এখন বিদায় করি।
শঙ্খ ঘণ্টা রোলে মুখরি ভুবন
গিয়াছে চলিয়া সেই সুন্দরী।
সে চির অনূঢ়া নাহি তার পতি
নাহি তার হৃদে বিরহ জ্বালা।
দেবতা পূজায় সদা তার মতি
করে দেব পূজা দেবের বালা।
নামে ধরাধামে দেবতা পূজনে
নানা আয়োজন লইয়া সাথে।
ল'য়ে ধূপ দীপ অতি পূত মনে
করে পূজা সে যে জগৎনাথে।

আঁধার রজনী।

আসিলে ধরায় সেই সন্ধ্যাদেবী
হয় দেব-গৃহে দেবতা পূজা।
শোক তাপে ভরা যে সকলি হৃদি
ধনী কিবা দীন ভিখারী রাজা।
ক্ষণ তরে সবে স্মরে বিভুনাম
ক্ষণতরে ভুলি শোকের তাপ।
ক্ষণতরে ত্যজি জীবন সংগ্রাম
ক্ষণতরে ভুল সকল পাপ।

গিয়াছে সে চলি নিজ কাজ সারি
ক্ষণিকের তরে আ সয়া ভবে।
দিয়াছে রজনী তারে দূর করি
সমদুঃখী বিনা কেন সে চাবে।
একাকিনী বসি ওই নীরবেতে
হুতাশ নিশ্বাস বহিছে তায়।
নহে তো সে শ্বাস ভরা সুরভিতে
না বহে তাহাতে মৃদুল বায়।
আহা মনোদুঃখে প'ড়েছে কালিমা
অমল ধবল সে শোভা নাশি।
না হেরিয়া ধনী গগনে চন্দ্রমা
বদনে নাহিক মধুর হাসি।

মালা আঁধার রজনী।

কুটিল কুন্তলে কবরী বাঁধিয়ে
নাহি দেয় তাহে তারার ফুল।
রজত বসনে না রয় শোভিয়ে
নাহি আছে কানে হীরার দুল।

নাহি গন্ধরাজ বেলা যাঁথি যুঁথি
সুরভি কুসুমে কণ্ঠেতে হার।
নাহি সে লাবণ্য, মলিন মূরতি
সেই সুধাহাসি হাসে না আর।

মণিবন্ধে আর নাহি সে কাঁকন
চরণে নাহিক নূপুর ধ্বনি।
নাহি শোভে গায় কুসুম ভূষণ
বিষাদে বিবশা বেশে যামিনী।

পরি শোক বেশ রহিয়াছে হায়
নাহিক বিমল রজত বেশ।
বিরহেতে আহা দহিছে হৃদয়
নাহিক তাহাতে সুখের লেশ।

জোছনা কিরণে হয়ে ধবলিত
জুড়াত চাঁদের সুধা পরশে।
চাঁদের আলোকে হয়ে আলোকিত
হাসিত যামিনী কত হরষে।

আঁধার রজনী। মালা।

নাহি আছে চাঁদ গগন মাঝারে
নাহি সে বিমল রজত ভাতি !
আঁধারে ব্যাপিয়া দিক্ চরাচরে
প্রকাশিত এই আঁধার রাতি।

আঁধারে জগৎ আবরিয়া আজি
আঁধার করিয়া রজনী প্রাণ।
আঁধার করিয়া তরুলতা রাজি
আঁধারে রজনী ঢাকে বয়ান।
আঁধার করিয়া সকলের মন
কোথায় গমন করেছে শশী।
আঁধার করিয়া নীলিম গগন
তোমার বিহনে আঁধার নিশি।
নদ নদী আর বিমল সরসী
হাসেনাক আজ তোমা বিহনে।
নাহি কার মুখে হরষের হাসি
সুখ নাহি আছে কাহার মনে।
শুন প্রাণ সখি শুনলো রজনী
দেখিয়া কি তুমি আমার দুঃখ।
বিবরিয়া মোরে কহলো সজনি
কেন বা ঢেকেছ বিষাদে মুখ।

আঁধার রজনী।

হেরি মম বেশ তুমি কিলো সখি !
খুলেছ কাঁকন কণ্ঠের হার।
তাইকি রজনী আমারে নিরখি
কুসুম ভূষণে সাজনি আর ?

হেরি মোর মুখ বুঝি বা সজনি
বদন ঢেকেছ কালিমা বাসে।
সম দুঃখী মোরা, এসলো ভগিনী
গাহি দুঃখ গাথা তব সকাশে।

তোমার মতন আমিও দুঃখিনী
হায় অভাগিনী নাথ বিহনে।
নয়ন নীরেতে ভাসেগো মেদিনী
রহি মনোদুখে কাতর মনে।

কুটিল কুন্তল দিয়াছি ফেলিয়া
কাজ কিলো আর চিকুর দামে।
সীমন্তের মাঝে ভস্ম বিলেপিয়া
সাজি সন্ন্যাসিনী মরি মরমে।

খুলিয়া ফেলেছি যত আভরণ
তেয়াগি বসন ভূষণ সাজ।
করিয়াছি সার এ শ্বেত বসন
এ দেহে এখন নাহিক কাজ।

আঁধার রজনী। মালা

খুলিয়া ফেলেছি দূরে মতিমালা
খুলিয়া ফেলেছি বলয় দূরে।
কটিদেশে নাহি শোভিছে মেখলা
চরণ শোভে না আর নূপুরে।

কাজ কিবা আর এছার রতনে
হৃদয় রতন হারায়ে সই !
কাজ কিবা আর বসন ভূষণে
প্রাণের ভূষণ প্রাণেশ বই।

নাথের বিরহে দহি দিবানিশি
কাহারে কহিব প্রাণের জ্বালা।
রহিয়াছে প্রাণে অনলের রাশি
বিরহ অনলে দহে অবলা।

ধরি তব গলা কহিব কাতরে
পরাণে আমার যতেক দুঃখ।
তব কাছে বসি রব দুঃখ ভরে
জীবনেতে কিছু নাহিক সুখ।

আলোকনাশিনী ওলো নীলাম্বরা
ছাড়ি গেছে তোরে প্রাণের পতি।
বিরহে তাহার হয়েছ কাতরা
শোক-বেশে তুমি সেজেছ সতী।

আঁধার রজনী।

তোমার আমার বিভিন্ন যে সাজ
করেছেন বিধি এই নিয়ম।
বদনেতে তুমি ঝাঁপ নীলাম্বর
আমি শ্বেত বাসে ঢাকি সরম্।

পুনঃ গো সজনি তোমার আবার
এ দুঃখ-রজনী হইবে ভোর।
পুনঃ পাবে তুমি নাথেরে তোমার
ভাসিবে লো সুখে জীবন তোর।

হাসিবি লো সুখে চাঁদের কিরণে
প্রণয়-জোছনা হৃদয়ে মাখি।
হরষে হাসিবি প্রাণেশের সনে
শশীর মিলনে হইয়া সুখী।

আসিবে আবার হাসিতে হাসিতে
ত্যজিয়া ত্বরিতে ঘুমের ঘোরে।
প্রসারিয়া ভুজ লইবি হৃদেতে
ধরিয়া রাখিবি হৃদয়চোরে।

চির দিন তরে আমার যে সখি!
সে সুখ-চন্দ্রমা গিয়াছে চলি।
না যাবে আঁধার সে চাঁদ নিরখি
আঁধার জীবন রবে কেবলি।

আঁধার রজনী। মালা

না পোহাবে আর এই দুঃখ-রাতি
না হবে এ দুঃখ-রজনী ভোর।
এ অনলে আমি জ্বলিব গো নিতি
জ্বলিয়া যাইবে জীবন মোর।
যবে শেষ হবে নিয়তির খেলা
যাব পর পারে মিলন-দেশে।
শেষ দিনে শেষ হবে এই জ্বালা
সে শেষ অনলে স্মরি প্রাণেশে

না পোহাল আর

পোহাইল ওই আঁধার রজনী
ওই যে গগনে উদিল রবি।
আলোকিত হ'ল সকল ধরণী
হেরিয়া রবির নূতন ছবি॥

হাসিল জগৎ দিক্ চরাচর
এ আলো পরশে হাসিল ওই।
হাসিল সাগর গহন ভূধর
নাহি হাসে কেহ এ হাসি বই॥

হাসে তরুলতা হাসে ফুল পাতা
নব রবিকর মাখিয়া গায়।
প্রকৃতি হাসিয়া কহে যেন কথা
সোনালি দুকূলে আবরি কায়॥

গাছে ওই পাখী কলকণ্ঠ তানে
মুখরিত করি ধরণী তল।
আলোক পরশে হাসিল হরষে
উছলিয়া হাসে সরসী-জল॥

না পোহাল আর। মালা

হরিৎ বরণ নব দূর্ব্বাদলে
পড়েছে নবীন কনক-রেখা।
নব প্রভাকর ওই নভস্তজালে
নব বেশে ওই দিলেন দেখা॥

পোহাইল ঘোর আঁধার তামসী
উজলিল দিক্ রবির করে।
হাসিলেন সুখে প্রকৃতি রূপসী
হেরি প্রভাকরে গগনোপরে॥

সাজিল প্রকৃতি নব বধূবেশে
ললাটে ধরিয়া উষার ছটা।
রক্ত রাগ আজ শোভে শিরোদেশে
সিমন্তে সিন্দূর মরি কি ঘটা॥

লয়ে রাশি রাশি সুরভি কুসুম
পরেছে অঙ্গেতে প্রকৃতি রাণী।
গগন উপরে হেরি প্রিয়তম
নিজ প্রাণপতি ও দিনমণি।

প্রভাতী মলয় বহে মৃদু মৃদু
সুশীতল করি প্রকৃতি-মন।

মালা   না পোহাল আর ।

মৃদু সমীরণ লুটে ফুল-মধু
প্রকৃতি-হৃদয়ে ঢালে পবন ।।

আঁধার রজনী প্রভাতিল পুন
উদিল গগনে সুখ-তপন ।
আলোকি আমার হৃদয় গগন
না ভাতিল সেই সুখ-কিরণ ॥

আঁধার রজনী আর ত আমার
নাহি পোহাইবে জনম লাগি ।
হৃদয় গগন করি অন্ধকার
অস্তমিত সেই সুখের রবি ॥

হাসিল প্রভাতে ধরাতলবাসী
প্রভাকরে হেরি গগন থালে ।
আমি অভাগিনী ফুরায়েছে হাসি
নিরাশার রাশি আমার ভালে ॥

প্রভাতেতে উঠি লয়ে অশ্রুধারা
সারাদিন তাহা ঝরে নয়নে ।
কি বিষম জ্বালা এ হৃদয়ভরা
হারাইয়া সেই বাঞ্ছিত ধনে ॥

না পোহাল আর। মালা

মানস-গগনে ছিল যে আমার
করি সমুজ্জ্বল সে দিনমণি।
গিয়াছেন চলি অস্ত-পারাবার
করিয়া আমারে চিরদুঃখিনী ॥

হেরিয়া আমার এ দুঃখ দুর্গতি
হেরিয়া আমার নয়ন-ধারা।
কিছু কি বেদনা ও প্রকৃতি সতি!
নাহি তব মনে ওগো নিষ্ঠুরা?

মানস-উদ্যানে নাহি ফুটে ফুল
না বহে সুমন্দ সুখ পবন
মরম-বেদনা করিছে আকুল
নিরাশার শ্বাস করি বহন ॥

না ডাকে বিহগী কাকলি করিয়া
না ধরে কোকিল পঞ্চম তান।
হৃদয়-উদ্যান গেছে শুকাইয়া
সদা তাহে হয় দুঃখের গান ॥

নব রবি প্রেমে তুমি গো মগনা
নব আশা হৃদে সারাটি বেলা।

না পোহাল আর।

নবীন কামনা নবীন বাসনা
কত নব ভাবে কর গো খেলা।

মোর মন হতে হয়েছে বিলয়
কামনা বাসনা প্রণয় স্নেহ।
জীবনের বীণা নীরবেতে রয়
কি কাজ রাখিয়া এ ছার দেহ ?

যাব গো তথায় সে অস্ত-সাগরে
গিয়াছেন যথা মম প্রাণেশ।
মিশিবে এ জ্যোতি সে চরণোপরে
গিয়া পরপারে সে মহাদেশ।

শশধরের প্রতি ।

হাসিছে ধরণী চন্দ্রমা-কিরণে
হাসিছে কুমুদী প্রাণেশ-মিলনে
সরোবর মাঝে প্রফুল্লিত মনে
গগন উপরে শশীরে হেরি ।

সারাদিন বালা ছিল যে মুদিত
প্রাণনাথে হেরি হ'ল প্রস্ফুটিত
হইল হৃদয় প্রেমে পুলকিত
প্রেম-সুধা পিয়ে হৃদয় ভরি ॥

প্রেমের তরঙ্গে মাতাইয়া প্রাণ
করিতেছে নাথে প্রেম প্রতিদান
প্রণয় সুধাতে বিভোর পরাণ
আত্মহারা ধনী প্রেমেতে মজি ।

তবে কেন সখি ! আমি লো এখন
সহিতেছি এই বিরহ বেদন
না হেরিয়া মম পতি প্রাণধন
বিরহ-বিধুরা আমি লো আজি

শশধরের প্রতি।

বিষম বিরহে দহিছে হৃদয়
বিষ বরিষণ ও চাঁদ সুধায়
চন্দ্রমা-কিরণ যেন বিষময়
জ্বালায় দ্বিগুণ শশাঙ্ক মোরে।

হেরি ওই চাঁদ শুনলো সজনি!
মোর হৃদি চাঁদে মনে পড়ে ধনী
হতেছে আমার আকুল পরাণি
হৃদি-চাঁদ বিনা রহি আঁধারে॥

চাঁদের কিরণে নীরবে বসিয়া
কাটাই রজনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ব্যাকুল অন্তর আকুল এ হিয়া
শশধরে হেরি নয়ন ঝরে।

পড়ে মনে সেই চারু চন্দ্রানন
পড়ে মনে সম মুকুতা দশন
হেরিয়া ও চাঁদ অধীর যে মন
অবলা জীবন ধরিতে নারে॥

সুধাসিক্ত সেই কি অমিয় হাসি
ছড়াইত প্রাণে পীযূষের রাশি
পিয়িবারে সুধা পরাণ পিপাসী
কি প্রবল তৃষা রহে হৃদয়ে।

চন্দ্রমা-নিন্দিত রূপ সুমোহন
হৃদয়েতে মম ভাতে সর্ব্বক্ষণ
ও চাঁদে নিরখি দহে মম মন
যাপি যে যামিনী কাতরা হ'য়ে ॥

হাস তুমি সখি! হেরিয়া নাথেরে
আমি ভাসিতেছি নয়নের নীরে
না পারি সহিতে মরি যে গুমুরে
হৃদয়ে জ্বলে যে বিষম জ্বালা।

হাসিছ সজনী চাহি পতি পানে
আমি কাঁদি হেরি কুমুদী-রঞ্জনে
শত ধারা মম বহে দুনয়নে
চাঁদের কিরণে গরল ঢালা ॥

সুধাকর পানে চাহি আমি যত
আকুল উচ্ছ্বাস প্রাণে জাগে কত
মনে পড়ে সেই মিলন নিশীথ
মনে পড়ে সেই প্রাণের কথা।

মনে পড়ে এই মিলন-মন্দিরে
ভাতিত কৌমুদী কিবা স্তরেস্তরে
বসিতাম যথা লইয়া নাথেরে
রহিয়া তথায় পাই যে ব্যথা ॥

শশধরের প্রতি।

হাস সখি ! তুমি হাস প্রাণ খুলে
উন্মুক্ত করিয়া হৃদয় অর্গলে
লহ লহ ধনী হৃদয়েতে তুলে
রাখ সযতনে ধরিয়া নাথে।

পাষাণ হৃদয় পুরুষ যে জাতি
ত্যাজবে অচিরে তোমারে গো সতী
বিরহ বেদনা সহিবে যে নিতি
ফেলিয়া তোমারে যাইবে পথে ॥

লম্পট চতুর তোমার নাগর
কলঙ্কমণ্ডিত ওই শশধর
প্রতি ফুলে সুধা ঢালে নিরন্তর
এই কি তোমার প্রেমের রীতি।

কালিমা বর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক চাঁদ
মরি কি সুন্দর সে মুখের ছাঁদ
বারেক হেরিতে মনে বড় সাধ
প্রেমময় সেই প্রাণের পতি ॥

হৃদাকাশ মাঝে হৃদি-শশধর
রহিত যে সদা উজলি অন্তর.
এবে অমানিশা বিনা প্রাণেশ্বর
পূরণিমা নিশি নাহি লো এবে।

শশধরের প্রতি। মালা

কোথা হৃদাকাশে সেই পূর্ণ শশী
প্রাণেশ বিরহে এ ঘোর তামসী
অধীর হৃদয় হেরি এই নিশী
অবলা হৃদয়ে কতই সবে॥

সহে না এ ঘোর বিরহ যাতনা
প্রিয়তমে ছাড়ি বাঁচে কি ললনা
বাঁচে কি চাতকী জলধর বিনা
কভু মণি ছাড়ি রহে কি ফণী?

হেরিয়া সুধাংশু! গগনে তোমায়
জ্বলিতেছে প্রাণ বিরহ জ্বালায়
প্রাণনাথ বিনা প্রাণ বাহিরায়
তোরে হেরি জ্বলি প্রতি রজনী॥

থাক থাক শশী গগন উপর
প্রেতি জ্যোতি আর মম অঙ্গোপর
ঢেলনা ঢেলনা বিষ নিরন্তর
জুড়ি দুই কর করি মিনতি।

মম দুঃখে তুমি বুঝি সুধাকর
প্রাণ খুলে হাসিতেছ নিরন্তর
ও বিদ্রূপে মোর দহে যে অন্তর
হ'তেছে পরাণ কাতর অতি॥

মালা শশধরের প্রতি।

মম হৃদয়েশ ত্যজি হৃদাকাশ
রাখিয়াছে মোরে করিয়া নিরাশ
তাই জানি বুঝি কর উপহাস
বুঝিয়াছি তব মনের কথা ঃ৹

প্রাণেশের সনে মিলন যখন
করিতাম সুখে নিশী জাগরণ
মাখিয়া শরীরে তোমার কিরণ
হত সুখী মন দিও না ব্যথা ॥

প্রিয়তম বিনা আঁধার হৃদয়
হইয়াছে এবে অতি দুঃখময়
এ দারুণ জ্বালা আর নাহি সয়
অবলা সরলা সরল প্রাণে।

কেন প্রাণসখা নিদয় এখন
ভুলিয়াছ তব প্রেমাধিনী জন
তাহারে বধিছ কেন অকারণ
তোমার বিরহ বিচ্ছেদ বাণে ॥

ওহে প্রাণময় মম প্রাণেশ্বর!
মোরে ছাড়ি গেছ অমর-নগর
প্রেমিকের একি রীতি গুণাকর
আশ্রিতা লতারে তরু কি ছাড়ে?

তুমি সুধাকর তব অঙ্গ জ্যোতি
বিহনে তোমার মলিন মূরতি
বিরহ অনলে জ্বলি দিবারাতি
মম এ হৃদয় সদাই পোড়ে ॥

রহে শশী বহু যোজন অন্তরে
প্রতি রজনীতে আসি নভোপরে
দেয় দেখা দেখ আপন প্রিয়ারে
রহে সুখে সতী পতি-মিলনে।

কেন নাথ ! তুমি হইয়া নিদয়
ভুলিয়া রয়েছ তব প্রমদায়
হেন নির্দ্দয়তা উচিত না হয়
হওহে উদয় হৃদি গগনে--
এস হে নিদয় ! মম সদনে ॥

নদীর প্রতি ।

সাগর উদ্দেশে নদী　　　　চলিতেছ নিরবধি
অবিরাম দ্রুতগতি নাহিক বিরাম ।
করি কল্ কল্ ধ্বনি　　　　বহিছ দিবা রজনী
কোন বাধা নাহি মানি চল অবিরাম ॥

বিরহে হ'য়ে তাপিতা　　　　চলেছ ভূধর-সুতা
প্রিয়তম সিন্ধু সনে করিতে মিলন ।
সিন্ধুর বিরহে বালা　　　　হইয়া অতি চঞ্চলা
তুমি লো বিরহাকুলা করিছ গমন ॥

মন-দুঃখে ও সুন্দরী　　　　তরঙ্গ-তরঙ্গোপরি
আচ্ছাদিত কত শত বার ।
বিরহ তুফান ভরে　　　　সদা আলোড়িত করে
বারি রাশি অসীম তোমার ।
নাচি নাচি বীচিমালা　　　　তব সনে করে খেলা
উত্তাল তরঙ্গ সনে মিলি ।
নাথ পাশে ও সজনি !　　　　চলিতেছ বিনোদিনী
সদা মনে হয়ে কুতূহলী ॥

বিরহে হ'য়ে কাতর　　　　করি কল কল স্বর
মন-জ্বালা জুড়াও সতত ।

সাজিয়া নায়িকা বেশে চলেছ পতি উদ্দেশে
ভেটিবারে পতি মনোমত ॥
কোন বাধা নাহি মান সম্মুখে বাহি উজান
কল্ কল্ রবে কল্লোলিনী।
নিয়তি শৃঙ্খল পায় নাহিক তোমার হায়
নাহিক বৈধব্য জ্বালা ওগো তরঙ্গিনী!
শুন শুন স্রোতস্বিনী নাথের বিরহে ধনী
হইয়াছি আমি লো আকুলা।
বিরহ তরঙ্গে মন করে সদা সর্ব্বক্ষণ
করে মম হৃদয় চঞ্চলা।
নিরাশা তুফানে পড়ি রহি দিবা বিভাবরী
বিরহ পবন তাহে বয়।
অনন্ত বারিধি রাশি আমার এ দুঃখ রাশি
বহিতেছে দিবা নিশি হায়!
নয়নেতে বারি বয় স্রোত-ধারা জ্ঞান হয়
নিবারণ না পারি করিতে।
তরঙ্গিনী সম যেন এ শোক তরঙ্গে মন
আলোড়িত করে মোর চিতে ॥
উহু সখি কি দুঃসহ সহে না দহে যে দেহ
দুঃসহ নাথ-বিরহ সহি কেমনে।

নদীর প্রতি।

আকুল হৃদয় লয়ে থাকিলো নীরব হ'য়ে
অমনি উথলে মম নীর নয়নে ॥

হৃদি প্রেম-পারাবার ভালবাসা উৎস তার
ঢালিতেছে প্রাণে নিরন্তর।
ঢালে প্রেম ঢালে প্রীতি উৎসরূপে দিবারাতি
হৃদয়েতে খেলে যে লহর ॥

হৃদয় স্রোতের মত ধাইতেছে অবিরত
প্রাণনাথ নিকটে সদাই।
ভীষণ তরঙ্গাঘাত করে ঘাত প্রতিঘাত
হৃদয়েতে সদা সর্ব্বদাই ॥

শৈলসুতা পতি পাশে চলেছ মিলন আশে
নাথে হেরি জুড়াবে জীবন।
সিন্ধু পাশে তরঙ্গিনী এখনি মিলিবে ধনী
হবে তব মধুর মিলন ॥

ছাড়িয়া জনমভূমি খর বেগে দ্রুতগামী
পতি-হৃদে লইবে গো স্থান।
কার সাধ্য রোধে গতি চলেছ হেরিতে পতি
হেরি পতি জুড়াইবে প্রাণ ॥

কি বিষম মম জ্বালা তাহা লো না যায় বলা
জ্বলিছে বিরহানল বাড়বাগ্নি সম।

ধরিয়া তোমার গলা কাঁদিব লো গিরিবালা
সুধাই তোমারে আমি কোথা নাথ মম ?
তুমিও নাথ বিরহ সহিতেছ অহরহ
দুঃসহ পতি বিরহ বহ জীবনে।
সে কারণে সুবদনী বারি স্রোত সুরধুনী
ভাঁটা হয় শুন লো ললনে!
কিন্তু মনে আশা তব লভিবে সে প্রাণধব
আনন্দ লহরী তব হৃদয়েতে খেলে।
সেই লাগি ও সুভগে! দরশন করে সবে
জোয়ার হইল লোকে বলে॥
আমিও তব মতন রাখিয়াছি এ জীবন
প্রাণেশের মিলন আশায়।
জীবনের পরপারে ভেটিব সে প্রাণেশ্বরে
প্রাণে প্রাণে মিলিব তথায়॥
বাঁধা ভব কারা ফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে
না হেরিয়া পতি প্রাণধন।
নিয়তি-শৃঙ্খল পায় বাঁধা সদা রহে হায়
নাহি পারি করিতে গমন॥
বিরহ তুফান শেষে যাইব মিলন দেশে
তেয়াগিয়া নিয়তি-নিগড়।

অসীম বারিধি রাশি সাঁতারিয়া দুঃখ-রাশি
সুখে ভাসি যাব সে নগর ॥
লব পতি-পদে স্থান জুড়াবে তাপিত প্রাণ
সদা হৃদে জ্বলে যে অনল ।
বারি বিন্দু বারি পরে লয় হবে একেবারে
চির তরে হইব শীতল ॥

নিদ্রার প্রতি।

এস নিদ্রা ! এস মম বিরাম-দায়িনী—
তোমার শীতল স্পর্শে এ জ্বালা ঘুচিবে ;
ক্ষণতরে নিদ্রাবশে দুঃখ দূর হবে,
এস, শান্তি দাও মোরে শান্তিপ্রদায়িনী।

এস কাছে ওগো নিদ্রা লুটায়ে অঞ্চল,
বহাইয়া নিশ্বাসেতে সুরভির শ্বাস ;
অঞ্চল ভরিয়া সুপ্তি ল'য়ে রাশ রাশ,
ঢালি দাও নয়নেতে করিয়া শীতল।

নিদ্রার প্রতি।

জ্বলে প্রাণ দিবানিশি বিরহে নাথের,
নাহি আস কাছে তাই হে বরবর্ণিনি !
এ তাপ নিকটে বুঝি তাপ অনুমানি,
তাই বুঝি রহ দূরে মম নয়নের !

এস এস দুঃখহরা শান্তিময়ী রূপে,
প্রকাশিয়া নিজ রূপ এস বরাঙ্গনা !
তাপিত হৃদয় মম করিতে সান্ত্বনা,
উজলিয়া দিক্ রূপে এস চুপে চুপে।

অমরাবতীতে তব বাস সুবদনী,
মকরন্দ করি পান রহ কুঞ্জবনে ;
উন্মত্ত মধুপ কাছে ভ্রমে সুলোচনে,
করি গুণ্ গুণ্ রব দিবস রজনী।

লুটায়ে অঞ্চল অঙ্গ আবেশে বিহ্বল,
মৃদুল পবনে স্নিগ্ধ করি সর্ব্বকায় ;
এস এস অয়ি নিদ্রে নামিয়া ধরায়,
আনমিত আঁখি দুটি ভাবে ঢল ঢল।

অঙ্গের দুকূল উড়ে চঞ্চল সমীরে,
আলু থালু [illegible] শিথিল কবরী ;

নিদ্রার প্রতি।

চরণে নূপুর বাজে রিণি ঝিনি করি
পারিজাত-মালা গলে দোলে ধীরে ধীরে।

করে ধরি থাক সদা শীতল চামর
কাছে আসি সযতনে কর সঞ্চালন ;
ধীরে ধীরে করি লও চেতনা হরণ
পরহিত-ব্রতে প্রাণ রত নিরন্তর।

পরশি কোমল কর নিবার এ জ্বালা
ক্ষণিকের লাগি কর এ যাতনা দূর ;
শুনায়ে তোমার গান মৃদু সুমধুর
জুড়াও তাপিত প্রাণ হে দেবের বালা !

এস কাছে তুমি হ'য়ে মিলনের দূতী
প্রাণপতি সহ মোর কর সম্মিলন ;
ক্ষণিক হেরিয়া সেই বাঞ্ছিত রতন
জীবনের জ্বালা কিছু নিবারিব সতী।

লয়ে সে ত্রিদিব ধামে মম এ আত্মায়
কিম্বা আনি দাও কাছে প্রাণনাথে মোর ;
মিলন করিয়া জ্বালা জুড়াও সত্বর
স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করাও আমায়।

তুমি অধীশ্বরী দেবী সে রাজ্য সীমায়
কামনা বাসনা আছে সেবিকা তোমার ;
যাহারে অনুজ্ঞা দিবে হবে আগুসার
নাথ সনে মিলাইবে আমারে তথায়।

বিচরিব স্বপ্ন-রাজ্যে নাথেরে লইয়া
করে করে ধরি দোঁহে ভ্রমিব হরষে ;
আবদ্ধ হইয়া দোঁহে দোঁহা ভুজপাশে
মিলনের শুভ চিহ্ন মুদ্রিত হইয়া।

পাঠায়ে কল্পনা সখি লয়ে যাও মোরে
লয়ে যাবে নাথ পাশে রব কুতূহলে ;
কহিব দুঃখের কথা এ হৃদয় খুলে
দিবানিশি রহি আমি বিষাদ অন্তরে।

সুষুপ্তি অঞ্জন দেহ নয়নে পরায়ে
হৃদয়ে লেপিয়া দেহ মোহের চন্দন ;
শিয়রে বসিয়া কর আশার ব্যজন
নিদ্রাবশে দুঃখ জ্বালা রাখ ভুলাইয়ে।

আর না বহিতে পারি এ জ্বালা জীবনে
আর না সহিতে পরি নাথের বিরহ ;

আর না ভুঞ্জিতে পারি দুঃখ অহরহ
সে চির নিদ্রায় রাখ শান্তি-নিকেতনে।

স্বপ্নান্তে।

আহা মরি কিবা হেরিলাম আজি অপূর্ব্ব মধুর স্বপন!
নিদ্রা ভঙ্গে হায় লুকাল কোথায় আমার স্বপন রতন!
ক্ষণে দেখা দিয়ে চকিতে লুকায়ে খেলিল এবা কি চাতুরী।
পালটিয়া আঁখি আর না নিরখি না হেরি মোহন মাধুরী॥
সুগভীর নিশি এ ঘোর তামসী পড়িনু ক্ষণিক ঘুমায়ে।
নিমিলিত আঁখি শয়নেতে রহি বাসনারে লয়ে হৃদয়ে॥
হেন কালে নাথ আসি অকস্মাৎ হেরিনু পাশেতে দাঁড়ায়ে।
আসি প্রাণেশ্বর জুড়ালে অন্তর দরশন সুধা ছড়ায়ে॥
সুমধুর হাসি অধরে বিকাশি আহা কি ললিত মাধুরী।
সে হাসির সহ ধীরে গন্ধবহ বহিল সুরভী বিতরি॥
ক্ষণ দরশনে তাপিত পরাণে কি অমিয় ধারা ঢালিয়া।
স্বপন পুলকে ফেলিয়া আমাকে কোথা গেল সেই চলিয়া॥
শত পারিজাত শোভিতেছে কায় সুরভীতে প্রাণ মাতায়ে।
পারিজাত-মালা শোভিছে গলায় ফুলের মুকুট পরিয়ে॥

ফুলময় তনু, করে ফুল-ধনু দাঁড়ায়ে ফুলের মাঝেতে।
প্রীতি ফুল্ল মনে প্রফুল্ল বদনে প্রণয়ের ফাঁদ পাতিতে॥
ক্ষণিক আসিয়া সে ফাঁদে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া স্বপন লহরী।
চলি গেলে হায় কাঁদায়ে আমায় দলিয়া হৃদয়-বল্লরী॥

তৃষিত হৃদয়ে ক্ষণিক আসিয়ে জাগায়ে প্রাণের পিপাসা।
কোথা প্রাণময় লুকাইয়া রয় আমারে করিয়া নিরাশা॥
প্রণয় আসারে তিতিয়া আমারে কহি প্রণয়ের কাহিনী।
দুঃখ দূর করি করুণা বিতরি চলি গেলে হায় তখনি॥

কি মোহন রূপ ললিত স্বরূপ নয়নে কি মোহ মদিরা।
নয়ন তারকা ভাবাবেশে মাখা হেরি হইলাম বিভোরা॥
হেরিয়া নাথেরে আকুল অন্তরে পুলকে উঠিনু শিহরি।
দুঃখ জ্বালা যত জ্বলে অবিরত ক্ষণিকের লাগি পাশরি॥
প্রাণের পিয়াসা হৃদয়ের আশা কেন বা আমার জাগালে?
স্বপনের আশা মরীচিকা তৃষা কেন বা হৃদয়ে ঢালিলে॥

কেন বা আমারে এ মরু মাঝারে মরীচিকা ভ্রমে ভুলায়ে।
স্বপনেতে দেখা দিলে প্রাণসখা প্রাণের বাসনা জাগায়ে॥

জ্বলিছে অনল ভীষণ প্রবল ছারখার হৃদি করিয়া:
স্বপনেতে আসি অনলের রাশি নিভালে ক্ষণিক লাগিয়া॥
কেন নিরদয় চকিতের ন্যায় আসিয়া আমার নয়নে।
দিয়া দরশন হোলে অদর্শন অনলে আহুতি প্রদানে॥

মালা স্বপ্নান্তে।

নিদ্রাভঙ্গে চাই দেখিতে না পাই একি এ বিষম যাতনা।
কেন দেখা দিলে কেন বা লুকালে কেন এ চাতুরী ছলনা ?
সুষুপ্ত রজনী স্তব্ধ নিশীথিনী নাহিক জনতা কল্লোল।
নীরব মেদিনী আঁধার যামিনী শয়নে স্বপন আসিল॥

নিমিলিত আঁখি প্রাণেশে নিরখি হৃদয়ের জ্বালা ভুলিনু।
মধুর স্বপন মধুর মিলন প্রাণনাথ সনে মিলিনু॥
তন্দ্রালস আঁখি মুদি আমি রহি নাথের কোমল পরশে।
রহি সুখভরে স্বপ্নরাজ্য পুরে বিচরি মনের হরষে॥

সুললিত বেশে আসি মম পাশে মধুময় হাসি হাসিয়া।
কহি কত কথা মরমের ব্যথা সুধাইল করে ধরিয়া॥
উরু উপাধানে রাখি মম শির মৃদুল মধুর বচনে।
কহিলেন হাসি কেনলো প্রেয়সী বদন ঢাকিয়া বসনে॥

উঠ উঠ প্রিয়ে হেরলো ফিরিয়ে তোমার প্রেমের কারণে।
ত্যজি সুরপুরী শুন প্রাণেশ্বরী এসেছি তোমার স্বপনে॥
হের বরাননে প্রীতির নয়নে আমি যে প্রেমের অতিথি।
ক্ষণিক রহিয়া যাইব চলিয়া হাসি মুখ তব নিরখি॥

করে লয়ে কর ওহে প্রাণেশ্বর সোহাগেতে ধরি গলেতে।
প্রীতি প্রেম ভরে মিলি সুখ ভরে আকুল উচ্ছ্বাস মনেতে॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিনু উভয়ে হৃদয়ের ব্যথা ভুলিয়া।
রাখিনু যতনে এ ভুজ-বন্ধনে স্বপনের মোহে মজিয়া॥

ভাঙ্গা হৃদি বীণা উঠিল ঝঙ্কারি আহা কি আকুল উচ্ছ্বাসে।
স্বপন কুহকে পুলকিত মোহে বাজিল ললিত বিভাসে॥
কহিনু নাথেরে যে জ্বালা অন্তরে হইতেছে দিবা যামিনী।
কেন প্রাণময় হোয়ে নিরদয় ভুলি রহিয়াছ সঙ্গিনী॥

সাদরে সোহাগে কত অনুরাগে প্রেমভরা প্রীতি বচনে।
স্নেহ করুণায় করিয়া বিনয় কত যে আকুল পরাণে॥
কত ভালবাসা কত সাধ আশা কত যে পিপাসা প্রাণেতে।
কত সমব্যথা কত কাতরতা কত দুঃখ মম দুঃখেতে॥

জাগিনু যখন মেলিনু নয়ন না পাই হেরিতে নাথেরে।
চকিতে উঠিয়া ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যাই কাতরে॥
কোথা প্রাণনাথ কোথা অকস্মাৎ কোথা তুমি গেলে চলিয়া।
আসিয়া ক্ষণিকে সুপ্ত বাসনাকে জাগাইলে ছল করিয়া॥

বধিয়া আমাকে স্বপন বিপাকে কেন গেলে হায় ত্যজিয়া।
তব প্রেমাশ্রিতা চির অনুগতা কত ব্যথা রহে সহিয়া॥
এসেছিলে যদি ওহে গুণনিধি দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া।
স্বপনে তাহারে সুখী করিবারে সুখের স্বপন সৃজিয়া॥

না পূরিতে সাধ সাধিলে হে বাদ হোলে অদর্শন তখনি।
হেরি অন্ধকার বিহনে তোমার আঁধারে ব্যাপৃতা ধরণী॥
সুখের স্বপন ভাঙ্গিল আমার ছুটিল মোহের আবলি।
ছুটিল হৃদয় ছুটিল তথায় খুঁজিতে তোমারে কেবলি॥

স্বপ্নান্তে।

দেবী সে সুষুপ্তা মম কাতরতা হেরিয়া আমার যাতনা।
ক্ষণিকের তরে স্বপ্ন রাজ্য পুরে বিচরিল মোরে করুণা॥
চেতনা রাক্ষসী সে ক্রূরা পিশাচী জাগাইল মোরে তখন।
উঠিনু বসিয়া ব্যাকুল হইয়া হারাইয়া সেই রতন॥
স্বপনেতে পাই স্বপনে হারাই জীবন হয়েছে স্বপন।
স্বপনেতে সাধ স্বপনে বিষাদ আশা নিরাশার তাড়ন॥
এ সুখ স্বপন ভাঙ্গিল আমার হৃদয় হইল শতধা।
ভাঙ্গা দেহ মন ভাঙ্গা এ জীবন দুঃখভরা ভাঙ্গা বসুধা॥
জ্বলিল অনল হইয়া প্রবল শত শিখা তার বিস্তারি।
অনল মাঝারে নিক্ষেপি আমারে দহিয়া হৃদয় আমারি॥
ভাঙ্গিয়াছে হায় এ জনম মত সুখের স্বপন জীবনে।
চেতনা জাগ্রত দুঃখ অবিরত দিবে দুঃখ কত এ জনে॥
জানিনা কখন মম এ জীবন স্বপনে হইবে বিলীন।
চির স্বপনেতে রহিব সুখেতে কবে বা হইবে সে দিন॥
জাগিতে চাহিনা এ ঘোর যাতনা সহিতে পারিনা হৃদয়ে।
হরিয়া চেতনা কর গো করুণা প্রাণেশেরে দেহ মিলায়ে॥

বাসনা-স্রোত।

বাসনার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
অকূল সাগরে মিশিয়া যাই।
প্রবল তরঙ্গে নানা রঙ্গে ভঙ্গে
স্রোত-মুখে হায় ফিরি সদাই॥
কভু বা অদম্য বাসনার বেগে
উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসি।
কখন বা আশা সুরঞ্জিত রাগে
ছড়াইয়া দেয় কিরণ রাশি॥
কখন নিরাশা প্রতিকূল স্রোতে
পিছাইয়া রাখে হৃদয়ে দূরে।
প্রবল উচ্ছ্বাসে নাহি আর ভাসে
বাসনার বশে এ নদী' পারে॥
কভু উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলিত চিত
প্রতিকূল বাধা মানেনা মন।
বাসনা-ব্যাকুল হইয়া চঞ্চল
অনুকূল আশে করে গমন॥
কি বাসনা প্রাণে জাগিছে সতত
কাহার লাগিয়া পরাণ ধায়।

মালা

বাসনা-স্রোত।

স্রোত মুখে ফুল ভাসে সেই মত
আকুল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়॥

বৃন্তচ্যুত হ'য়ে পড়িয়া ঝরিয়ে
স্রোতের সলিলে যখন ভাসে।
বাসনা তাহার লভিতে আবার
আকাঙ্ক্ষিত কোন আশার আশে॥

লভিবারে স্থান জুড়াইতে প্রাণ
জাহ্নবী-জীবনে মাগে শরণ।
কালের আঘাতে পড়িয়া ধূলাতে
লুঠেছিল যার ওই জীবন॥

মলয় পরশে হাসিয়া হরষে
হৃদয়ে লইয়া আশার রেখা।
ভাসিতে ভাসিতে অকূল বারিতে
তরঙ্গের মাঝে যায় যে দেখা॥

হ'য়ে বৃন্তচ্যুত ধরণী লুণ্ঠিত
হইয়াছে হৃদি কুসুম মোর।
বিষাদ ধূলায় আবরি তাহায়
ঢালিয়া দিয়াছে নয়ন লোর॥

দুঃখের কর্দ্দমে জীবন কুসুমে
মাখায়ে রেখেছে মলিন করি।

বাসনা-স্রোত। মালশ্রী

সুরভী হরিয়া গেছে যে দলিয়া
নিরাশা পবন সুষমা হরি॥
কিন্তু মনে হয় আশার উদয়
লভিব তাহার চরণে স্থান।
বাসনা-সলিলে কুসুমের দলে
বিদূরিব তার বিষাদ ম্লান॥
আপনার মনে বাসনা উজানে
ভাসিয়া চলিব উদ্দেশে তার;
এই দুঃখ রাশি উতরিব ভাসি
বহিয়া আমার জীবন ভার॥
প্রবল বাসনা সদাই কল্পনা
করিয়ে এখন হৃদয় মাঝে।
বাসনা করিতে ভাসিতে ভাসিতে
ভেটিব যাইয়া হৃদয়রাজে॥
আকুল কামনা ব্যাকুল যাতনা
সতত যাহার লাগিয়া হায়!
সেই—সাধনার ধন বাঞ্ছিত রতন
চরণে জীবন মিশিতে চায়॥

ধ্রুব তারা।

হারায়েছি জীবনের নির্দ্দিষ্ট সে ধ্রুব তারা।
লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রহ সম ভ্রমি সদা দিশাহারা।।
শূন্য পথে ফিরে যথা হ'য়ে গ্রহ কক্ষচ্যুত।
তেমতি নাহিক লক্ষ্য নাহি কিছু অনুভূত॥
পড়ে খসি মধ্যপথে রহে সদা ভ্রাম্যমান।
রহে ব্যোম রহে ক্ষিতি বহু দূরে ব্যবধান॥
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে অবিশ্রান্ত গতি তার।
নাহি লক্ষ্য নাহি স্থিতি নাহি স্থান পড়িবার॥
অবিরাম দ্রুতগতি অনির্দ্দিষ্ট পথে হায়।
ভ্রমিতেছে অবিরত ফিরাইবে কেবা তায়॥
সেই রূপ জীবনের মম অনির্দ্দিষ্ট গতি।
অন্বেষি উদ্‌ভ্রান্ত মনে আমার প্রাণের পতি॥
কক্ষচ্যুত গ্রহ সম হইয়া আশ্রয়হীন।
ভ্রমিতেছি শূন্য প্রাণে খুঁজি তারে নিশিদিন॥
অনির্দ্দিষ্ট জীবনের গতি মম চলি যায়।
আশ্রয় করিতে চাহে পুনঃ সেই পদাশ্রয়॥
জুড়াইতে চাহে প্রাণ সেই স্নেহ করুণায়।
সেই প্রেম ভালবাসা অভিমুখে সদা ধায়॥

খসিয়া পড়িনু হায় মধ্য পথে জীবনের।
ভ্রমিব বা কতকাল দীর্ঘ পথে অতীতের॥
কাটাইব কতকাল উন্মত্ত কাতর প্রাণে।
কত বা যোজন পথ নাহি জানি অনুমানে॥
কত দিনে সমাপিব লক্ষ্য শূন্য গতি এই।
চির লক্ষ্য স্থানে গিয়া নিরখিব লক্ষ্য সেই॥
ফুরাইবে এ ভ্রমণ হবে গতি স্থিরতর।
নির্দ্দিষ্ট পথেতে গিয়া প্রবেশিব সে নগর॥
সম্মুখে না হেরি পথ আঁধারে পূরিত দিক্।
ভ্রমে যথা নিশাকালে আঁধারে ভ্রান্ত পথিক
ভবিষ্যৎ ঘটাকাশ আঁধারে আচ্ছন্ন রয়।
দুঃখের তুষারপাতে ঝাপে দিক্ সমুদয়॥
হিমানীতে সমাচ্ছন্ন রহে দিক্ দিগন্তর!
কুজ্মটিকা ঘিরি রহে সতত মম অন্তর॥
বিষম করকাপাতে করে হায় গতি রোধ।
ভীষণ দুঃখের ঝঞ্ঝা যুঝে যেন শত যোধ॥
অগ্রসর হইবার নাহি জানি কোন ক্রম।
কবে বা হইবে শেষ জীবনের গতি মম॥
গিয়া সেই জীবনের পরপার মহাদেশ।
এ লক্ষ্য উদ্দেশ্যহীন হইবে ভ্রমণ শেষ॥

হইব যে সম্মিলিত মম সেই লক্ষ্য স্থল।
হেরিব সে ধ্রুব তারা জীবন হবে সফল॥
উদ্দেশ্যবিহীন প্রাণ হইবে উদ্দেশ্যময়।
যে উদ্দেশ্যে এই প্রাণ ব্যাকুলিত সদা হয়॥
হেরিয়া নাথেরে তবে জীবন হবে নিশ্চিত।
মিলিব সে লক্ষ্যস্থলে নিশ্চিত করিয়া চিত।
চির স্থির যথা হয় সকল জীবের বাস।
নাহি তথা ক্ষয় কিছু নাহি তথা হয় হ্রাস॥
সকল পদার্থ যথা সমভাবে রহে স্থির।
পিপাসা মিটিবে যথা পান করি স্বাদু নীর॥
মিটিবে এ চির ক্ষুধা আহারেতে সুধাফল।
সুধাসিক্ত হবে প্রাণ নিবারিব এ অনল॥
এ ঘোর ঘূর্ণায়মান গতি মম হবে স্থির।
স্থির ভাবে স্থির চিত্তে যাব তথা নতশির॥
চির বিশ্রামের স্থলে লভিব চির বিশ্রাম।
মিলিব সে প্রিয়তমে রব সুখে অবিরাম॥

জীবন-তরী।

ভাসিছে জীবন-তরী অকূল দুঃখ-সাগরে।
কি জানি কবে বা তাহা যাইবে সে পরপারে।
নাহি কূল নাহি সীমা নাহি আর পারাপার।
নাহি হেরি বেলাভূমি দুস্তর এ পারাবার॥
অসীম অনন্তে ইহা ধূ ধূ করে চারিধার।
ভাঙ্গা তরী ভাসে তাহে নাহি হেরি কূল তার
উত্তাল তরঙ্গ করে দেহতরী আন্দোলিত।
ঘূর্ণাবর্ত্তে করিতেছে এ হৃদয় আকুলিত॥
ভীষণ শোকের ঝড় বহিতেছে নিশিদিন।
শোকাচ্ছন্ন জীর্ণতরী রহে সদা শীর্ণ ক্ষীণ॥
নাহিক বাহিতে শক্তি প্রবল তরঙ্গে আর।
জীর্ণ শীর্ণ তরী বুঝি হইবেক চুরমার॥
অনন্ত এ দুঃখ রাশি বিস্তৃত জীবনময়।
জলধি বিস্তৃত যথা ব্যাপে দিক্ সমুদয়॥
সুবিশাল এ জলধি নাহিক ইহার কূল।
দুঃখের কল্লোলে প্রাণ সতত করে আকুল॥
প্রবল বন্যার স্রোত নয়নেতে বারি বয়।
গরজিছে ভীমরবে দুঃখ-ঝঞ্ঝা অতিশয়॥

মাল্সা

জীবন-তরী।

দুঃখ-কুজ্ঝটিকা রহে ব্যাপি দিক্ দিগন্তর।
জীবন-তরণী তাহে ভাসিতেছে নিরন্তর॥
প্রাণপণে বহিতেছে যাইতে সে পরপার।
উন্মত্ত তরঙ্গ আসি রোধিতেছে গতি তার॥

বাহুতে নাহিক শক্তি হৃদয়ে নাহিক বল।
প্রতিকূল বায়ু বাধা দিতেছে যে অবিরল॥
দিক্-দরশন যন্ত্র হারায়েছে তরণীর।
কর্ণধার নাহি তাহে কিসে তরী রবে স্থির ?
ছিঁড়িয়াছে সুখ-পাল ডুবিয়াছে দাঁড়ি সব।
গেছে সাধ গেছে আশা উঠিয়াছে হাহারব॥

খাইতেছে ঘূর্ণপাক অকূল জলধি মাঝে।
কি জানি কখন সে যে ধাইবে কোন্ বা সাজে
ভীষণ কালের ঝড়ে ভাঙ্গিয়াছে হাল তার।
এ দুঃখ-তুফানে সদা করিতেছে হাহাকার॥
চলেছিল প্রভাতের সুমন্দ মলয় ভরে।
আনন্দেতে চলেছিল কোন সে সুখ নগরে॥

সুখ-সাগরের মাঝে মধ্যাহ্নেতে উপনীত।
সুখেতে বহিল তাহা সুখ-স্রোতে প্রবাহিত॥
সায়াহ্নে প্রবল ঝড় আসি হায় অকস্মাৎ।
ভাসাইল দুঃখনীরে ভীমবেগে ঝঞ্ঝাবাত॥

কত কাল চলিবে যে যাইতে সে পারে আর।
কবে কোন্ শুভক্ষণে মিলিবে সে কর্ণধার॥
জীবনের পরপারে আছে সেই মহাদেশ।
চলিবে জীবন-তরী করি এই দুঃখ শেষ॥
প্রশান্ত সাগর সেই দুঃখ-বাত্যা নাহি বয়।
না আছে বিরহ দুঃখ সতত মিলনে রয়॥
সুমন্দ আনন্দ বায়ু বহে তথা অনুকূল।
সুখ-পাল-ভরে চলে হরষে হ'য়ে আকুল॥
নাহি দুঃখ-কুজ্ঝটিকা নাহি তথা ঝঞ্ঝাবাত।
নহে শোক-সমাচ্ছন্ন না হয় অশনিপাত॥
বহিতেছে দিবানিশি তথা সুখ-সমীরণ।
প্রবল বন্যার ন্যায় নাহিক ঝরে নয়ন॥
নাহি সদা দুঃখাবর্ত্ত সদা সুখে ভাসমান।
ভাসিবে আনন্দ নীরে করি দুঃখ সমাধান॥
আছে সেই শান্তি-স্থান বহু দূরে সন্নিবেশ।
পথে বাধা বিঘ্ন শত যাইতে সে মহাদেশ॥
সেই শান্তি-মহাদেশে গিয়া শান্তি-নিকেতন।
হেরিব সে শান্তিময়ে যে শান্তি চাহে জীবন॥
শান্তি-রাজ্যে শান্তি-সুখে রহিয়াছে প্রাণময়।
শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি হেরি জুড়াইব এ হৃদয়॥

জীবন-তরী।

চির-শান্তি-নিকেতনে রব সুখে চিরদিন।
রব সুখে হরষিত দুঃখে না হব মলিন॥
ভগ্ন তরী গড়া হবে দিয়া নব উপাদান।
আশা প্রেম ভালবাসা সকলি পাইবে স্থান॥
জীবন-তরীতে মোর কর্ণধার প্রিয়তম।
মিলিয়া নাথের সহ বাহিব এ তরী মম॥
ভিড়াইব এই তরী নাথের চরণ তলে।
ভেসেছিল যাহা এই দুঃখের জলধিজলে॥
নঙ্গর করিয়া রব সদা সে চরণোপর।
ছাড়িব না দুঃখ-স্রোতে রব যুগ যুগান্তর॥
মনোমত কর্ণধার জীবন-তরীতে গতি।
আরাধ্য দেবতা স্বামী পূজনীয় প্রাণপতি॥

সঙ্গীহারা।

জীবনের খেলা মম চিরতরে সমাধান।
খেলাঘর ভাঙ্গিয়াছে হায় সাথী হারায়েছে
সুখ সাধ ফুরায়েছে হইয়াছে অবসান॥
জীবনের খেলা-ঘরে খেলেছিনু লয়ে যারে
কি জানি কোন্ সে পুরে করিতেছে অবস্থান।
আসিবে সে করি মনে চাহি সদা পথ পানে
এখন কে যেন কাণে গাহিছে আশার গান॥
খেলিতে খেলিতে হায় অকস্মাৎ চলি যায়
একাকী রাখি আমায় লুকায়েছে কোন্ স্থান।
সারাদিন রহি বসে তাহার আসার আশে
আঁধার ঘিরিয়া আসে দিবাকর অস্ত যান॥
উঠিলাম প্রভাতেতে মিলিলাম সঙ্গীসাথে
রহি এ জীবন-পথে মিশালাম প্রাণে প্রাণ।
খেলিলাম কত খেলা দুজনেতে সারা বেলা
পরিলে প্রণয়-মালা করিলে হৃদয় দান॥
মনোমত সঙ্গী লয়ে খেলাতে ছিনু ভুলিয়ে
মধ্যাহ্নে গেল চলিয়ে ভুলিয়ে খেলার স্থান।

ঝালা সঙ্গীহারা।

ব'সে ব'সে সারা বেলা ভাবি সেই হাসি খেলা
হইলে সাঁজের বেলা হতাশেতে ভরে প্রাণ ॥
জীবনের সঙ্গী হারা হইয়া পাগল পারা
নয়নেতে বহে ধারা বিষাদেতে ম্রিয়মান। •
ঘনায়ে আসিল রাতি কোথায় খেলার সাথী?
বসিয়া রহি যে নিতি পাতিয়া এ হৃদিখান ॥
আসিবে সে ধীরে ধীরে প্রবেশিবে খেলাঘরে
হৃদয়-ভূমির পরে পাতিবে খেলার স্থান।
এই প্রিয় খেলাঘরে খেলিত সে সাধ করে
নানা অনুরাগ-ভরে লয়ে নানা উপাদান ॥
ল'য়ে প্রেম ল'য়ে আশা লয়ে প্রীতি ভালবাসা
সোহাগ স্নেহের ভাষা জুড়াইত মন প্রাণ।
কোথা সে খেলার বাঁশী বাজিত যে দিবানিশি
হৃদয়ের তারে মিশি তুলিত তরল তান ॥
আসিবে সে মনে করি আশা-পথ চাহি তারি
এখন জীবন ধরি করি সদা তার ধ্যান।
ডাকিবে সে কাছে আসি আদরে মোরে সম্ভাষি
প্রতীক্ষা করিয়া বসি এখন দারুণ মান ॥
ডাকেনি সোহাগ-ভরে খেলিতে সে পরপারে
সতত রয়েছে ঘিরে শত বাধা ব্যবধান।

আদরেতে লবে ডাকি　　　সেই পর পারে থাকি
দুঃখ জ্বালা হেথা রাখি চলি যাব সেই স্থান।
প্রতি পলে ভাবি মনে　　　বুঝি ডাক শুনি কাণে
বুঝি সেই সাড়া প্রাণে আসিছে প্রীতি-আহ্বান ॥

সে কি গো আসিবে ফিরে ?

কোথায় গিয়াছে চলি সে কি গো আসিবে ফিরে ?
আশা-পথ চাহি তারি ভাসিতেছি আঁখি-নীরে ॥
এখন কে যেন কাণে গাহিতেছে আশা-গান।
কে যেন এখনও প্রাণে করিতেছে আশা দান ॥
হৃদয়-দুয়ার খুলি আশাতে বসিয়া রই।
আসিবার আশা করি এ যাতনা প্রাণে সই ॥
সারাদিন বসে ভাবি আসিবে সে এইবার।
ফুরাল সকল বেলা হ'য়ে এল অন্ধকার ॥
কই সে এল না ফিরে বেলা যে বহিয়া যায়।
রজনীর আঁধারেতে ঘিরিল ধরণী হায় !
আন্ মনে রহি বসি চাহি সেই আশা-পথ।
আকুল নয়নে চাহি চারি দিকে অবিরত ॥

বাগেশ্রী — সে কি গো আসিবে ফিরে ?

ব্যাকুলিত এ হৃদয়ে খোঁজে তারে চারি ধার।
কোথায় গিয়াছে চলি সে আমার- -সে আমার ॥
হতাশের হুতাশ্বাসে ভরিল জীবন মোর।
মিলিল তাহার সহ এ দুঃখ-যামিনী ঘোর ॥
কাটিল যে সারা বেলা আসিবার আশে তার।
আকুল উচ্ছ্বাস প্রাণে ডাকি তারে বার বার ॥
কোথা লুকাইল হায় দীপ্তি মম জীবনের।
আঁধারেতে মিশিতেছে এ আঁধার হৃদয়ের ॥
রজনীর অন্ধকার ঘনাইয়া এল ওই।
এখন এল না ফিরে আমার সে কই ?—কই ?
নীরব নিশীথ ওই গাহিতেছে দুঃখগান।
না হেরিয়া তারে যেন বিষাদেতে ম্রিয়মান ॥
আসিবে না সেকি আর মনে শুধু ভাবি তাই।
সুধাইব কার কাছে হেন জন কোথা পাই ?
চুপি চুপি আসি পাছে অভিমানে ফিরি যায়।
কাতরা দেখিয়া মোরে যদি প্রাণে ব্যথা পায় ॥
হেরিয়া আমার যদি নয়নেতে অশ্রুজল।
ফিরি যায় দুঃখভরে করি আঁখি ছল ছল ॥
নিরখিয়া আমারে যে পতিত এ ধরাসনে।
বিষাদে ব্যাকুল হ'য়ে রহিবে সে আন্ মনে ॥

সে কি গো আসিবে ফিরে ?

নবনীত সুকোমল ছিল যে গো সে হৃদয়।
সহিত না তাহে কভু দুঃখ তাপ জ্বালাময় ॥
পরশিলে এ অনল দহিবে তাহার প্রাণ।
স্নেহেতে গঠিত তাহা দিয়া স্নেহ-উপাদান ॥
হেরিয়া অনল-ভরা বিষাদিত এ জীবন।
লুকাইয়া রহিয়াছে নাহি দেয় দরশন ॥
আঁধারে ঢাকিল ধরা ঢাকিল জীবন মোর।
নয়নেতে বহে ধারা হৃদয়ে তামসী ঘোর ॥
আইল আঁধার নেমে ব্যাপিল জগৎ হায় !
বেলা শেষে সবে যে গো যে যার গৃহেতে যায় ॥
সারা বেলা প্রাণপণে সারি কাজ জীবনের।
গৃহ মুখে ফিরে সবে সাথে ওই তপনের ॥
জীবনের কাজ সারি চলি গেছ কোন্ ধাম ?
বিশ্রামের দিনে বুঝি লভিলে চিরবিশ্রাম ॥

জানাব হৃদয়-যাতনা।

এসহে হৃদয়ে হৃদয়-দেবতা জানাব হৃদয় যাতনা।
গোপনেতে রহে হৃদয়ের ব্যথা কহিব মরম-বেদনা॥
বাজিতেছে প্রাণে কি দারুণ ব্যথা,
রহিয়াছে প্রাণে কত কাতরতা
কাঁদিয়া কহিব এ দুঃখের কথা আরত গোপন রহে না।

এস হৃদয়েশ! বারেক হেথায় আমার হৃদয়-মন্দিরে।
উন্মুক্ত করিব হৃদয়-অর্গল রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ারে॥
দেখাইব হৃদি করিয়া বিদার,
কি যাতনা প্রাণে সহি অনিবার,
তোমারে হে দিব এ দুঃখের ভার তুমি যা দিয়াছ আমারে।

কি বিষম জ্বালা সহি হৃদয়েতে কহিব তোমায় গোপনে।
বিহনে তোমার কি দুঃখ আমার দেখিবে তা তুমি নয়নে॥
ভরি রহে প্রাণে বিষাদের রাশি,
নিরাশার সদা শুনি অট্টহাসি,
নয়নের জলে সতত যে ভাসি আমি গো তোমার বিহনে॥

জানাব হৃদয়-যাতনা। মালা

নিবেদিব প্রাণে যত দুঃখ পাই তোমারে জীবন-বল্লভ !
করিয়া সাধনা কব এ বেদনা এসহে সাধন-দুর্ল্লভ !
দারুণ যাতনা সহিতে না পারি,
নাহি কহি কারে গুম্‌রে যে মরি,
কহিব তোমারে এ দুঃখ আমারি আবার রহিব নীরব ॥

সদা দহে প্রাণ বিরহ অনলে করি শত শিখা বিস্তার।
নাহি নিবারণ জ্বলে অনুক্ষণ হৃদয় হ'তেছে অঙ্গার ॥
তব দরশনে হইবে শীতল,
জ্বলিতেছে যাহা প্রাণে অবিরল,
দেহ শান্তিময় ! প্রাণে শান্তিজল দরশন-বারি তোমার।

উছলি বহিছে দুঃখের তরঙ্গ রোধিবারে নারি তাহারে।
সতত আমারে রাখে ডুবাইয়ে গভীর দুঃখের পাথারে ॥
নাহি তার কূল কিনারা কি পার,
কি বিষম এই দুঃখ-পারাবার,
কূলে কূলে ভরা রহে অনিবার দেখাইব তাহা তোমারে ॥

কাঁপাইয়া মম সদাই অন্তর বহিছে দুঃখের হিল্লোল।
দুঃখ-সমীরণ হ'তেছে বহন কাঁপায়ে হৃদয়-পল্বল ॥

স্বপ্নান্তে।

হৃদি সরোবরে নাহি শোভা আর,
ওহে প্রাণময়! বিহনে তোমার,
হাহাকার প্রাণে উঠে অনিবার ভীষণ এ দুঃখ-কল্লোল।

মরুভূমি সম জীবন প্রান্তর ধূ ধূ করে তোমা হারায়ে।
দরশন-আশা দারুণ পিপাসা রহিবে তৃষিত হৃদয়ে।
হৃদয়েতে জ্বলে কামনার শিখা,
নয়নেতে বহে মায়া মরীচিকা,
বাসনার বেগ নাহি যায় রাখা হৃদয়েতে আর বাঁধিয়ে॥

সদা তোমা পানে ধায় মত্ত বেগে এ প্রমত্ত মন ছুটিয়া।
কোথা আছ তুমি দেখিব হে আমি ত্রিভুবন ভ্রমি ঢুঁড়িয়া
যথা আছ তুমি যাব তথা ছুটি,
পড়িব তোমার চরণেতে লুঠি,
দুঃখ জ্বালা মম সব যাবে টুটি রহিব তোমাতে মিশিয়া।

কাহার লাগিয়া

কাহার লাগিয়া হৃদয় পাতিয়া রয়েছি কাহার আশে ?
ল'য়ে আশা প্রাণে কাহার কারণে কেন বা রয়েছি বাসে ?
চমকিত মনে চকিত শ্রবণে হইয়া তৃষিত আঁখি।
বেড়াই ঘুরিয়া চঞ্চল হইয়া হৃদয়ে কাহারে দেখি ?
সদা মনে হয় দেখিব কাহায় কি বাসনা প্রাণে জাগে।
কার স্মৃতি হায় ভরা এ হৃদয় কাহার প্রণয়-রাগে॥
উঠি চমকিয়া থাকিয়া থাকিয়া শিহরি চকিত চাহি।
হয়ে স্থিরমন করিয়া যতন কার গুণ সদা গাহি ?
কার রূপ হেরি এ ভুবন ভরি রহেছ সকলি ব্যাপি ?
নভে জলে স্থলে এ হৃদয়-তলে হেরিয়া যে উঠি কাঁপি॥
সুনীল আকাশে সুমোহন বেশে ওই যে সুধাংশু হাসে।
কার রূপ ল'য়ে গগনে রহিয়ে সকল আঁধার নাশে॥
অমল ধবল জোছনা তরল ঢালিছে ধরণী পরে।
কার প্রণয়ের এ ধারা প্রেমের ঢালে গো প্রীতির ভরে ?
ফুটিলে তারকা যায় কি গো দেখা কাহার উজল আঁখি।
রহে বহু দূরে তথাপিও তারে তৃষিত নয়নে দেখি॥
সুমন্দ মলয় মৃদু মৃদু বয় কাহার সুরভি লয়ে।
কাননে কুসুম শোভা মনোরম রয়েছে শোভিত হয়ে॥

কাহার লাগিয়া।

লয়ে কার শোভা এত মনোলোভা ফুটিতেছে ওই ফুল।
পবিত্র মূরতি এবা কার স্মৃতি কার রূপ সমতুল॥
বসি তরু পরে বিহগ সুস্বরে নিজ মনে গাহে গান।
সচকিত আঁখি তাহারে নিরখি চমকিয়া উঠে প্রাণ॥
যবে শুনি দূরে পাতার মর্ম্মরে মনে হয় কেবা আসে।
উঠিয়ে ত্বরিতে কাহারে হেরিতে ধাই মরীচিকা পাশে
দেব দিবাপতি কার যশঃ-ভাতি প্রকাশে জগৎ মাঝে।
উজলিত কায় যশের ছটায় আঁধার পলায় লাজে॥
স্বচ্ছ সরোবরে প্রতিবিম্ব পড়ে কাহার ললিত রূপ।
হৃদয় মুকুরে দিবানিশি যার জাগিতেছে সেই মুখ॥
দিবানিশি যার স্মৃতিতে আমার রয়েছে ভরিয়া প্রাণ।
জগৎ ভরিয়া উঠে উথলিয়া হৃদয়েতে যার স্থান॥
রাখিয়া হৃদয়ে নয়ন মুদিয়া সতত রহি যে ধ্যানে।
নিরখি তাহারে এ চিত্ত-মুকুরে বাসনা-ব্যাকুল প্রাণে॥
এ দীর্ঘ বিরহ-অবসানে কবে জীবনের পরপারে।
আত্মায় আত্মায় মিলিয়া দোঁহায় গাঁথিয়া হৃদয় তারে॥
গাহিব দুজনে প্রীতিফুল্লমনে মিলন-মুখর-গীতি।
সেই শেষ দিন-আশায় এখন লভি যে হৃদয়ে প্রীতি॥

পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া।

কোথা গেলে নাথ! আমারে ছাড়িয়া পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া
গভীর আঁধার নীরব জীবন আকুল হ'তেছে এ হিয়া॥
কাঁদিতেছে সবে হইয়া আকুল,
শতধারে হায় তিতিছে দুকূল,
কাঁদে পরিজন তোমার বিরহে সতত ভবনে আসিয়া।
এস এস নাথ! ডাকিতেছে সবে কাতর পরাণ হইয়া॥

হাসি হাসি নাথ! এস একবার হৃদয় রেখেছি পাতিয়া।
তোমার দরশে নীরস পরাণ সোহাগে যাইবে গলিয়া॥
মরুভূমি সম এ পোড়া পরাণ,
জ্বলিতেছে সদা যেন গো শ্মশান,
দরশন বারি করিয়া প্রদান এ জ্বালা জুড়াও আসিয়া।
তোমার বিরহে সতত যে হায় হৃদয় যেতেছে জ্বলিয়া॥

বারেকের তরে এস প্রাণাধিক! যাই সব দুঃখ ভুলিয়া।
বহিতেছি হায় যে দুঃখ হৃদয়ে সতত গোপন করিয়া॥
সব দুঃখ ভুলি সুখে হব ভোর,
তিরপিত হবে নয়ন চকোর,
এ বিরহ-জ্বালা দূরে যাবে মোর তোমার বদন হেরিয়া।
হৃদয়ে রাখিব হৃদয়-রতনে কতই যতন করিয়া॥

মালা

পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া।

এস এস নাথ! ক্ষণেকের তরে শারদ-কৌমুদী হাসিয়া।
উজলি উঠিবে আঁধার জীবন সব দুঃখ যাবে চলিয়া॥
চাঁদের কিরণ মাখিয়া পরাণে,
আবরি রাখিব হৃদয়-গগনে,
বাসনা-কুসুম মানস-কাননে উঠিবে তখন ফুটিয়া।
প্রমত্ত মধুপ মন-কুঞ্জে তুমি পরিমল লও লুটিয়া॥

প্রাণ পাখী সদা ব্যাকুল অন্তরে ধাইছে তোমারে খুঁজিয়া।
আকুল উচ্ছ্বাসে সাধ তব পাশে যাইতে এখনি ছুটিয়া॥
সাধনা সঙ্গীত শুনাবে যে হায়,
মম প্রাণ পাখী প্রেমের ভাষায়,
উন্মত্ত এ মন হেরিয়া তোমায় নাচিবে প্রণয়ে মাতিয়া।
ও কর পরশে আবেশ অলসে পড়িবে তখন ঢলিয়া॥

আসার আশায় রয়েছি যে নাথ! এখন তোমারে ছাড়িয়া।
আদরেতে তুমি হে হৃদয়স্বামী লইবে আমারে ডাকিয়া॥
সংসারেতে তুমি ওহে প্রাণাধার,
জীবনসর্ব্বস্ব সংসারের সার,
কি কাজ জীবনে বিহনে তোমার কিছু নাহি পাই ভাবিয়া।
জীবনের বাতি ওহে প্রাণপতি গিয়াছে জ্যোতির নিভিয়া॥

পরাণ উঠিছে কাঁদিয়া। **খাম্বাজ**

এ জীবন যাপি আমরণ ব্যাপি তোমারে হে ভালবাসিয়া।
তিরপিত মন আমার এখন তোমার মূরতি ভাবিয়া ॥
তুমিই শরীর তুমিই জীবন,
তুমিই দেবতা তুমিই সাধন,
হৃদয়েতে তুমি পাতিয়া আসন গোপনে রয়েছ বসিয়া।
সম্মুখে তোমারে না পাই দেখিতে রয়েছ হৃদয় ভরিয়া ॥

মানসে এঁকেছি মূরতি তোমার হৃদয়-শোণিতে লিখিয়া।
বিরাজিত তুমি রহ নিশিদিন এ পোড়া পরাণে মিশিয়া ॥
স্তরে স্তরে মম হৃদয় মাঝারে,
তব রূপে ভরি রহে এ অন্তরে,
অশনে বসনে শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে বঁধুয়া।
তোমারি চরণে এ ছার জীবন চির তরে দিছি ডারিয়া ॥

এস প্রাণাধার এ শূন্য আগার দেখ একবার চাহিয়া।
সদা হাহাকার বিহনে তোমার আকুলতা রহে ঘেরিয়া ॥
হইয়াছে শূন্য সুবর্ণ পিঞ্জর,
কোথা গেছ চলি ওহে পিকবর!
গিয়াছ হেমন্তে কোন দূরান্তর বসন্তে আসিবে ফিরিয়া।
মম জীবনান্তে সে সুখ বসন্তে রহিব একান্তে মিলিয়া ॥

আকুলতা।

কোথা আছ নাথ! তুমি ভুলিয়া আমায়।
কোথা আছ ভুলি নাথ! তব প্রমদায়॥
কেন হে কঠিন হ'লে, কেমনে মোরে ভুলিলে,
তোমা বিনা চারিদিক হেরি শূন্যপ্রায়।
কোথায় আমারে ভুলে রহিয়াছ হায়!

কোথা নাথ কোথা নাথ ডাকি অনিবার।
বারেক নিকটে এস ওহে প্রাণাধার॥
তোমার বিরহানলে, হৃদয় যেতেছে জ্বলে,
সহিতে দারুণ জ্বালা নাহি পারি আর।
কাছে এস প্রাণপতি প্রেমপারাবার॥

কেমনে ছাড়িয়া আছ তব প্রেমাধিনী।
কেন এ কঠিন মন হইল না জানি॥
ত্যজিয়া এ দুঃখিনীরে, হ'য়েছ সুখী অন্তরে,
বিস্মরণ কেন মোরে হ'লে গুণমণি
কোথা আছ ভুলে নাথ তব প্রণয়িনী?

দিবানিশি জ্বলে হৃদে বিরহ-অনল
করি হৃদি ছার খার দহে অবিরল॥

আকুলতা। মাল।

দেখা দাও প্রাণসখা, নিভাও অনল-শিখা,
দরশন-বারি দানে করহ শীতল।
প্রজ্বলিত হৃদয়েতে ঢাল শান্তিজল॥

কোথায় আছহে বল মম প্রাণধন!
তোমারে না হেরি মম বাঁচে কি জীবন?
অর্দ্ধতিল অদর্শনে, শত যুগ হ'ত মনে,
কেমনেতে ছিঁড়িয়াছ সে প্রেম-বন্ধন?
কোথায় আমারে ত্যজি রয়েছ এখন?

বাঁধিয়াছ পাষাণে কি হৃদয় তোমার?
কি নিষ্ঠুর হ'লে হায় একি ব্যবহার?
দিনান্তে বারেক মনে, পড়ে না কি এই জনে?
জানি তুমি প্রেমময় প্রেমের আধার।
প্রণয়ে পূরিত তব হৃদয়-ভাণ্ডার॥

প্রেমপূর্ণ তোমার হৃদয় জানি মনে;
দরশনে তুষিতে হে প্রেম-আলাপনে॥
এখন না দিয়ে দেখা, প্রাণে কেন বধ সখা,
ছিল যে হৃদয় বাঁধা সুদৃঢ় বন্ধনে।
কাটিয়া সে প্রেম-ডোর রহিলে কেমনে?

আকুলতা।

বিরহ আঁধার ঘোরে আমার হৃদয়।
আঁধারিয়া রহিয়াছ হইয়া নিদয় ॥
বিরহ এ অন্ধকারে আবরিয়া অবলারে
মনে নাই এ জনেরে ভুলিয়াছ হায়!
না হেরি নয়নে তোমা ব্যাকুল হৃদয় ॥

কোথায় আছ হে নাথ! কোথা বল মোরে।
কেমনে ভুলিয়া আছ এই অভাগীরে?
ভুলেছ কি ভালবাসা, সে চির প্রেমপিপাসা,
নয়নে নয়নে সদা রাখিতে আমারে।
কতই প্রাণের কথা কহিতে আদরে ॥

বলিতে সোহাগভরে সতত আমায়।
"ক্ষণেক ছাড়িতে তোরে প্রাণ নাহি চায়!
আলোকিত করি হৃদি, থাক হৃদে নিরবধি,
তিলেক বিচ্ছেদ তব সহা নাহি যায়।
জীবনের জ্যোতি মম তুমি লো ধরায় ॥

"তুমি মম প্রিয়তমা জীবন-তোষিণী,
তব কাছে মম মন বাঁধা সুবদনী!
সঁপেছি তোমার করে, এ হৃদয় চির তরে,

তোমা ছাড়া এ জগতে আর নাহি জানি।
তুমি মম প্রাণসখী জীবন-সঙ্গিনী।

"আনন্দদায়িনী তুমি মোর হৃদয়ের।
মৃতসঞ্জীবনী হও মম জীবনের॥
তুমি জীবনের গতি,　　　　তুমি হৃদয়ের জ্যোতি,
বাঁধিয়া রেখেছ তব ডোরে প্রণয়ের।
চিরদিন দাস আমি তোমার প্রেমের॥

"জীবনে মরণে মম তুমি লো সঙ্গিনী।
সুখে সুখী হও তুমি দুঃখেতে দুঃখিনী॥
তুমি ধন তুমি জন,　　　　তুমিরে মম জীবন,
অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি হৃদয়ের রাণী।
মানস-মন্দিরে পূজি দিবস রজনী।"

সে সকল কথা কেন ভুলি প্রিয়তম!
হ'য়েছ নিদয় এত পাষাণের সম?
ভুলে গেছ দুঃখিনীরে,　　　　আর কি সোহাগভরে,
বাহুপাশে বাঁধিবে না কাছে আসি মম!
হৃদয়ে ধরিব আমি ত্যজিয়া সরম।

কেন এত ভালবাসি করিতে সোহাগ!
কেন বা জাগিত প্রাণে এত অনুরাগ?

মালা

আকুলতা।

কেন বা প্রণয়-নীরে, অভিষিক্তা করি মোরে,
মজাইলে মন মম ঘটালে প্রমাদ ?
ত্যজিয়া যাইবে বলি সাধিলে এ বাদ।

কেন বা মজালে মন করিয়া চাতুরী ?
কেন বা লইলে মোর এ হৃদয় হরি ?
চূর্ণ করি শতধারে, ভাঙ্গিলে যে হৃদয়েরে,
তোমার সাধের স্থান দিলে চূর্ণ করি।
প্রীতি প্রেম ভালবাসা দিয়াছিলে ভরি।

আমি যে তোমার নাথ প্রেমভিখারিণী।
তব দরশন ভিক্ষা যাচে এ দুঃখিনী॥
এস এস প্রাণপতি, এসহে করি মিনতি,
কাতরে কাঁদিয়া ডাকি এস গুণমণি !
তোমা বিনা হইয়াছে শূন্য এ ধরণী॥

কি দোষে হ’য়েছে দোষী দাসী তব পায় ?
বল বল প্রাণনাথ ! প্রকাশি আমায় ?
রহিতাম মানভরে, সাধিতে চরণে ধরে,
সেই প্রতিশোধ বুঝি লও এ সময় ?
তাই কি করিয়া মান রহিয়াছ হায় !

রহিতাম বদনেতে ঝাঁপিয়া অম্বর।
বিমুখ হইয়া বসিতাম প্রাণেশ্বর!
দিয়াছি হৃদয়ে ব্যথা, হাসিয়া না কহি কথা,
নাহি বাঁধি বাহুপাশে কুপিত অন্তর।
রহিতাম মানভরে আমি নিরন্তর॥

হইত মনেতে যদি কণা মাত্র রোষ।
মধুর বচনে তুমি করিতে সন্তোষ॥
যতনে ধরিয়া করে, বলিতে বিনয় করে,
আমি তব চিরদাস ক্ষম মম দোষ।
বলি তব সুধাবাণী এ জীবন তোষ।

তাই কি স্মরিয়া মনে হে নাথ এখন।
সে পাপের সাজা মোরে দেহ প্রতিক্ষণ॥
স্মরি মনে সেই কথা, পাই যে হৃদয়ে ব্যথা,
হাসিয়া কহিব কথা আমি সর্ব্বক্ষণ।
করিয়া দারুণ মান রবনা কখন।

ধরিব চরণে তব করিয়া মিনতি।
করুণা করিয়া তুমি এস প্রাণপতি!
সাধিব চরণে ধরে, রবে তুমি মানভরে,

সবিনয়ে ধরি করে করিয়া মিনতি।
বলিব তোমার দাসী হয় যে গো জ্যোতি॥

প্রেম সম্ভাষণে সদা তুষিব সাদরে।
কহিব এ দুঃখ কথা তব গলে ধরে॥
কহিব শুনহে নাথ, হইয়াছে বিধিমত,
হইয়াছে প্রায়শ্চিত্ত ক্ষম গো আমারে।
নাহিক কণিকা মাত্র মান এ অন্তরে॥

বিছাইয়া রাখিয়াছি হৃদয় আমার।
অভিমান ধূলা কণা ঝাড়িয়া তাহার॥
বাহু উপাধানে শির, রাখি হবে মন স্থির,
প্রিয় বিলাসের স্থল এ হৃদি তোমার।
এস এ হৃদয়াসনে ডাকি অনিবার॥

জ্বলিতেছে এ জীবন তোমার বিহনে।
দহিতেছে এ হৃদয় বিরহ দহনে॥
তোমারে হইয়া হারা, হয়েছি যে দিশাহারা,
হৃদয়ের জ্বালা সদা জ্বলে নিশিদিনে।
উন্মাদ পাগলপারা রহি শূন্যমনে॥

ভুলিয়াছ প্রাণপতি! আমারে এখন
প্রণয়ের স্মৃতি কিছু নাহিক স্মরণ॥

সুখে সে অমর পুরে, রহিয়াছ ভুলি মোরে,
দেববালা ভুলাইছে সদা তব মন।
মান অভিমান তথা না রয় কখন ॥

দিনে দিনে দিন গত মাস আসে যায়।
বরষ হইয়া গত চলি গেছে হায়!
কোথা তুমি কোথা তুমি, ডাকি যে কাতরে আমি,
যাব নাথ তব কাছে রয়েছ কোথায়?
জীবনের পরপারে মিলিব দোঁহায়।

কেন এত।

কেন এত ব্যাকুলতা হেরিতেছি ভুবনে?
কেন এত ব্যাকুলতা হেরি সব জীবনে?
কেন এত ব্যাকুলতা বহে আজি পবনে?
কেন এত ব্যাকুলতা সমীরের স্বননে?
কেন এত আকুলতা নীলিম ও গগনে?
কেন এত আকুলতা ও অমর ভুবনে?

মালা

কেন এত।

কেন এত আকুলতা করি নদী উছলে ?
কেন এত আকুলতা স্রোত বহে সলিলে ?
কেন এত মলিনতা চন্দ্রমার হেরিনু ?
কেন এত মলিনতা তারাগণে দেখিনু ?
কেন এত মলিনতা কুসুমের হইল ?
কেন এত মলিনতা সে শোভা কে হেরিল ?
কেন এত হীনপ্রভা প্রভাকর প্রকাশে ?
কেন এত হীনপ্রভা প্রভাদানে হ'ল সে ?
কেন এত হীনপ্রভা ক্ষণপ্রভা বিকাশে ?
কেন এত হীনপ্রভা কোথা গেল জ্যোতি সে ?
কেন এত গভীরতা সু-গভীর গহনে ?
কেন এত গভীরতা প্রকৃতির ভবনে ?
কেন এত গভীরতা তরুবর দাঁড়ায়ে ?
কেন এত গভীরতা লতারে সে ত্যজিয়ে ?
কেন এত কাতরতা পাখীর ও কাকলি ?
কেন এত কাতরতা বাজিতেছি মুরলী ?
কেন এত কাতরতা হরিণীর চাহনি ?
কেন এত কাতরতা চাহে কারে হরিণী ?
কেন এত নীরবতা ভাব ধরা ধরেছে ?
কেন এত নীরবতা ব্যাপিয়া যে রয়েছে ?

কেন এত। <u>আলো</u>

কেন এত নীরবতা সকলের বদনে ?
কেন এত নীরবতা নাহি রব ভুবনে ?
কেন এত বিষণ্ণতা বিবর্ণ যে সকলি ?
কেন এত বিষণ্ণতা বিষাদ যে কেবলি ?
কেন এত বিষণ্ণতা ভাবে ধরা মগনা ?
কেন এত বিষণ্ণতা ভাবে কার ভাবনা ?
কেন এত বিষাদতা কি বিষাদে হায় রে ?
কেন এত বিষাদতা প্রাণে সুখ নাই রে ?
কেন এত বিষাদতা কি বিষাদে মগন ?
কেন এত বিষাদতা খোঁজে কোন্ রতন ?
কেন এত অধীরতা সকলের প্রাণেতে ?
কেন এত অধীরতা বল কার তরেতে ?
কেন এত অধীরতা কি লাগিয়া উন্মনা ?
কেন এত অধীরতা কে বা দিবে সান্ত্বনা ?
কেন এত অশ্রুধারা বহিতেছে নয়নে ?
কেন এত দিশাহারা বল গো কি কারণে ?
কেন এত নিরাশার সহে সবে তাড়না ?
কেন এত শোকে ভরা হ'ল ধরা বল না ?
কেন এত অলসতা চল তথা সকলে ?
চল চল মিলি গিয়া রবে চির কুশলে।

উদ্যান-স্মৃতি।

সেই একদিন হায় অতীতের স্মৃতি।
পড়ে মনে পূর্ণিমার বাসন্তী রজনী॥
স্মরিয়া সে দিন মনে উপজয়ে প্রীতি।
গগনেতে পূর্ণ শশী শুভ্রকিরিটিনী॥

ভ্রমি প্রাণেশের সহ কুসুম কাননে।
প্রীতি প্রফুল্লিত প্রাণে পুলকিত চিতে।
বিভোর হইয়া দোঁহে প্রেম সুধাপানে
প্রমোদ উদ্যানে মোরা লাগিনু ভ্রমিতে

বাসন্তী রজনী বহে সুমন্দ মলয়।
আকুল করিয়া প্রাণ কুসুমের ঘ্রাণে॥
সুরভি বিতরি ভ্রমে মৃদুমন্দময়।
বাসন্তিক পাখী গান গাহে সুখ মনে॥

নীলাকাশে হাসে চাঁদ খুলিয়া পরাণ।
অমল রজতধারে ধরা ব্যাপ্ত রয়॥
সুধাকর সুধারাশি ঢালে অবিরাম।
আনন্দে করিয়া পূর্ণ মানব-হৃদয়॥

নীল চন্দ্রাতপ মাঝে তারামালা শোভে।
নৈশ বায়ু ধীরে ধীরে হয় সঞ্চলন ॥
হেরিয়া উদ্যান শোভা মুনি মন লোভে।
মোহিত হইয়া মোরা করি যে ভ্রমণ ॥

নানা জাতি কুসুমের সুসৌরভ-ভার।
গন্ধবহ প্রদানিল মোদের আঘ্রাণে ॥
হইল তাহাতে মনে পুলক সঞ্চার।
পুলকিত চিতে রহি নাথ সম্মিলনে ॥

যাঁথি যূঁথি গন্ধরাজ গোলাপ টগর।
চামেলি চম্পক বেলা কামিনী বকুল ॥
প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি রহে স্তরে স্তর।
হেরিয়া হইল মন উল্লাসে আকুল ॥

শেফালি কনক চাঁপা আরও নানা জাতি।
সুসৌরভে মাতাইছে দিক্ সমুদয় ॥
নিশীথিনী সাজিয়াছে মিলনের দূতী।
প্রমোদ উদ্যানে করে প্রেম-অভিনয় ॥

প্রিয়তম করে কর করি সম্মিলিত।
চলিতে চরণ বাধে আবেগ উচ্ছ্বাসে ॥

উদ্যান-স্মৃতি।

প্রণয়-হিল্লোলে মন হয় উচ্ছ্বসিত।
আনমিত হয় আঁখি আবেশ অলসে॥

বসিলাম আসি তবে বকুলের তলে।
সুরম্য সে বেদি পরে চন্দ্রমা-কিরণে॥
ঢালিতেছে সুধা ধারা পড়িছে উছলে।
জ্যোৎস্না-উদ্‌ভাসিত সেই রম্য উপবনে॥

আকুল উচ্ছ্বাসে প্রাণ পূরিত দোঁহার।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া রহি সেই স্থানে॥
হৃদয়ে পূরিত রহে প্রেমের সম্ভার।
প্রেমালাপে মগ্ন রহি নিশি জাগরণে॥

কুড়াইনু ফুল রাশি ভরিয়া অঞ্চল।
গাঁথিবারে হ'ল সাধ মালা বকুলের॥
আহরিনু নানা জাতি কুসুম সকল।
গাঁথিয়া যতনে দিনু গলে প্রাণেশের॥

আহা মরি কি মাধুরী হেরিনু তখন।
কোটি কাম পরাজিত সে মোহন রূপে॥
ফুল সাজে সাজি কিবা শোভা অতুলন।
হারাইয়া আপনারে মজিনু বিপাকে॥

হেরিলাম অনিমিষে তৃষিত নয়নে।
উচ্ছ্বাস আবেগ ভরা প্রেমপূর্ণ প্রাণ ॥
হেরি যে সে রূপ সদা মানস-দর্পণে।
সে ছবি হৃদয়ে হায় সদা শোভমান ॥

বকুলের তলে মোরা হরষিত মনে।
কাটাই রজনী সারা সুখেতে বিভোর ॥
বাসন্তী যামিনী যাপি এ সুখ মিলনে:
হৃদয়ে প্রণয়-নেশা চোকে প্রেমঘোর ॥

সরোবরে শোভিতেছে সরো-বিহারিণী।
কুমুদ কহ্লার সহ সুবিমল বেশে ॥
কুমুদীরঞ্জনে হেরি হাসে কুমুদিনী।
আমিও হাসিনু যথা হেরিয়া প্রাণেশে ॥

গলে ধরি প্রাণনাথ কহিল সোহাগে।
তুমি কুমুদিনী তুমি প্রস্ফুট নলিনী ॥
হৃদি-সরোবরে মম প্রস্ফুটিত রবে।
সুরভিত তব গুণে করিয়া ধরণী ॥

তুমি মম হৃদয়ের শীতল চন্দ্রিমা।
তুমিই আলোক হৃদে জ্যোতির্ম্ময়ী মত ॥

তুমি শান্তি-স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি রূপ-মধুরিমা।
তুমিই ব্যাপিয়া হৃদি রয়েছ সতত॥

এত কহি নাথ তবে করে ধরি কর।
কহিলেন—"উঠ প্রিয়ে মানসমোহিনি!
কুসুম-কুঞ্জেতে এবে চললো সত্বর।
হইল প্রভাত প্রায় মধুর যামিনী॥"

হেরিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে লতার বিতানে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমের শোভা মনোহর॥
গুঞ্জরিয়া আসে অলি মধুর গুঞ্জনে।
লুঠিবারে পরিমল মত্ত মধুকর॥

সহকারে মাধবীরে হেরিয়া বেষ্টিতা।
প্রাণনাথ হাসি মোরে কহিলেন তবে॥
কাহারে করিতে নাহি দিব উৎপাটিতা।
তুমিও আমার সদা হৃদয়েতে রবে॥

হায় সে সকল কথা অলীক হইল।
কে করিল নাথ সহ মোরে উৎপাটন॥
কিবা সে নির্দ্দয় বিধি কেন বা ছিঁড়িল।
প্রণয়ের লতা হায় করিল দলন॥

কোথা সেই সুমধুর বাসন্তী রজনী।
কোথা সেই প্রণয়ের মধুর মিলন॥
চন্দ্রমা-কিরণে যেন দংশে কাল ফণী।
হইয়াছে দুঃখিনীর দুঃখের জীবন॥

কোথা মম প্রাণেশ্বর! কোথা সে প্রণয়?
নবীন জীবনে সেই নব অনুরাগে॥
কূলে কূলে পূর্ণ ছিল ভরিয়া হৃদয়।
যাপিতাম সুখে কাল আদর সোহাগে॥

নবীন হৃদয়ে ছিল নবীন বাসনা।
নব প্রণয়েতে মন ছিল উদ্‌ভাসিত॥
নব প্রেমে প্রাণ সদা রহিত মগনা।
নবীন ললিত রূপে মন বিমোহিত॥

কোথা সেই বসন্তের কোকিল-ঝঙ্কার?
কোথায় কুসুম-কুঞ্জে ভ্রমর-গুঞ্জন?
এখন হৃদয়ে সদা উঠে হাহাকার।
বিদারিয়া অন্তস্তল উঠিছে ক্রন্দন॥

কোথা সেই মধুময় বাসন্তী-মলয়!
আহরি কুসুম কোথা বকুলের তলে॥

উদ্যান-স্মৃতি।

হতাশ-পবন হৃদে সতত যে বয়।
বসিয়া বিরলে ভাসি নয়নের জলে ॥

গিয়াছে সে দিন হায় রহিয়াছে স্মৃতি।
জ্বলিতেছে দিবানিশী নাথের বিহনে ॥
যে অনলে দগ্ধ প্রাণ হয় দিবারাতি।
নির্ব্বাপিত না হইবে আর এ জীবনে ॥

চির-বসন্তের যথা আবাস ভবন।
পুষ্পরাজি সদা তথা রহে সুশোভিত ॥
দিবানিশী বহিতেছে মলয় পবন।
মন্দার কুসুম-বাসে দিক্ আমোদিত ॥

মুখরিত সেই স্থান কোকিল-ঝঙ্কারে।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি মকরন্দ লোভে ॥
চন্দ্রমা-কিরণে দিক্ উদ্ভাসিত করে।
পারিজাত সে উদ্যানে সদাকাল শোভে ॥

গিয়াছেন প্রিয়তম সে অমরাবতী।
বসতি করেন তথা দেববালা সহ ॥
রাখিয়া আমার প্রাণে সেই সুখ-স্মৃতি।
জাগাইয়া হৃদয়েতে সে প্রণয় মোহ ॥

লইবেন তথা মোরে রহি প্রতীক্ষায়।
কাটাইব সুখে কাল নাথের মিলনে॥
জীবনের পরপারে মিলিব তথায়।
পাশরিব যত দুঃখ পাই এ জীবনে॥

কোজাগর।

আজি নিশী কোজাগর নির্ম্মল অম্বর মাঝে।
শোভিতেছে শশধর অমল ধবল সাজে॥
নীলিম গগন-গায় করিতেছে ঝলমল।
রজতবরণ কায় সুধাময় সুবিমল॥
করে সুধা বরিষণ সুধা যে উছলি যায়।
বহিছে সুধার সম মৃদুল মধুর বায়॥
হাসে নিশী দশদিশি হাসে কোজাগর-চাঁদ।
হাসে আজি ধরাবাসী মনে নাহি অবসাদ॥
আজি কোজাগর নিশী দেব পূজা করে লোক।
উদিয়া গগনে শশী রচে জ্ঞানালোক॥

ঘুচিয়াছে মলিনতা আজি মনে সকলের।
জাগে মনে কত কথা বহে স্রোত হরষের॥
শরৎ এ মধুনিশী হাসে দিক্ জোছনায়।
উজলিয়া দশদিশি বিমল রজত ভায়॥
উজলিয়া নীলাকাশ উজলি সাগর-জল।
উজলি কুসুম রাশ উজলি কাননতল॥
আজি মনে পড়ে কেন সুখ-স্মৃতি অতীতের।
আজি মনে পড়ে কেন সেই ভাব হৃদয়ের॥
আজি মনে পড়ে কেন আকুলতা প্রণয়ের।
আজি মনে পড়ে কেন উচ্ছ্বাস সে জীবনের॥
আজি মনে পড়ে সেই সুললিত মুখ চাঁদ।
আজি মনে পড়ে সেই সুদৃঢ় মিলন-ফাঁদ॥
মনে পড়ে সুখ-রাতি গিয়াছে সে চলি হায়!
অতীতের সেই স্মৃতি স্মরিতেছি আজি তায়॥
হেরিতাম নাথ সনে ওই শশী শরতের।
ভাবিতাম এ ভুবনে সুখ বুঝি স্বরগের॥
রহিতাম নাথ পাশে হারাইয়া আপনায়।
হেরিতাম নীলাকাশে সুধাসিক্ত চন্দ্রমায়॥
সুধাকরে হেরি মনে হইত না সুধাময়।
যত সুধা সে বদনে ছিল যেন সমুদয়॥

হেরিতাম অনিমেষে নাথের বদন পানে।
কি মোহ মদিরাবেশে আবেশে আকুল প্রাণে॥
সোহাগেতে করে ধরি কহিতেন প্রাণময়।
তুমি মম প্রাণেশ্বরী প্রাণ মম জ্যোতির্ম্ময়॥
গগনেতে হেরি শশী সুখ নিশী কোজাগরে।
তুমি যে হৃদয়ে মিশি রহ সদা এ অন্তরে॥
হাসিতাম দুই জনে মিলায়ে প্রাণেতে প্রাণ।
রহিয়া সুখ-মিলনে হ'ত নিশী অবসান॥
বসিতাম দুই জনে হ'য়ে পুলকিত মন।
পড়িত হৃদি-দর্পণে সেই ছবি সুমোহন॥
আমি হেরিতাম সুখে মুখখানি প্রাণেশের।
জানি নাক আজি দুঃখে স্মরি কথা সে দিনের॥
আজি এই মধুনিশী এ মধু শরৎ-চাঁদ।
আমার হৃদয় গ্রাসি ঢালিয়াছে কি বিষাদ॥
হেরি ওই শশধরে জ্বলে প্রাণ যাতনায়।
দারুণ অনলে করে ছারখার এ হৃদয়॥
চাঁদের কিরণ যেন অনল হ'তেছে জ্ঞান।
মনানলে দহে মন আহুতি দিব এ প্রাণ॥
পুলকিত স্থল জল আলোকিত জোছনায়।
আমার হৃদয়তল ভরা দুঃখ-কালিমায়॥

মালা কোজাগর।

মুছিবে না এ কালিমা	নিভিবে না এ অনল।
এ চির জীবন সীমা	সহিব যে অবিরল ॥
জ্বলিব যে নিতি নিতি	বরষ বরষ পর।
স্মরিব সে সুখ-স্মৃতি	আসিলে এ কোজাগর ॥
আজি এই কোজাগরে	এই নিশী পূর্ণিমায়।
মথি হৃদি-রত্নাকরে	পূজে সবে কমলায় ॥
করে সবে পূতমনে	আরাধনা সে দেবীর।
সুখ শান্তি কায়মনে	মাগি লয় পৃথিবীর ॥
আমি করি আরাধনা	হৃদয়-দেবের মোর।
যাচি কৃপা বরিষণ	ঘুচাতে তামসী ঘোর ॥
চাহিতেছি যোড় করে	কৃপা কণা কর দান।
দেহ নাথ কৃপা ক'রে	ও চরণে মোরে স্থান॥
শত শশী পরকাশ	ভাতে জ্যোতি অনিবার।
করিয়াছি মনে আশ	মিলিব সে পরপার ॥

হিমালয়

প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি　　পুণ্যময় হিমালয় স্থান।
মানবের চির শান্তি তুমি　　রমণীয় শান্তিময় ধাম॥
হিমালয় চূড়া অভ্রভেদি　　শোভিতেছে চুমি নীলাম্বর।
বিদারিয়া মেদিনীর হৃদি　　রহিয়াছে যুগ যুগান্তর॥
কত শত যুগ আসে যায়　　কত সৃষ্টি না হয় গণন।
কালের আবর্ত্তে হয় লয়　　কত অভ্যুত্থান ও পতন॥
শত বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে　　ভূকম্পনে নহে বিচলিত।
অটল অচল রহে স্থির　　কঠিনে কোমলে সংমিলিত॥
রমণীয় বিলাসের স্থল　　হেথা বাস করি গিরিবর।
মোহ মদে নাহি গলে মন　　শিক্ষাদানে বদ্ধ পরিকর॥
দিবানিশী রহে প্রতিধ্বনি　　অনুরাগী হ'য়ে অনুরক্তা।
হইয়াছে সে চিরসঙ্গিনী　　চিরতরে হইয়া আশ্রিতা॥
চির বসন্তের সমাগম　　পুষ্পরাজি সদা প্রস্ফুটিত।
বিশ্বশিল্পী যেন নিজ করে　　ক'রেছেন কুসুম শোভিত॥
কুলু কুলু রবে নির্ঝরিণী　　মিলাইয়া বাঁশরীর তান।
করিতেছে দিবস রজনী　　সুস্বরেতে মোহময় গান॥
শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের তরে　　ঝরে সদা নির্ঝরের বারি।
প্রকৃতির উপহার ধরে　　র'য়েছেন নিসর্গ-সুন্দরী॥

হিমালয়।

স্তরে স্তরে পর্ব্বত-শিখর শোভিতেছে সুন্দর কেমন।
কিশলয় তাহার উপর আবরিত কিবা সুশোভন ॥
রহিয়াছে সদা শৈলরাজি গর্ব্বভরে করি উচ্চ শির।
নীহার-ভূষণে রহে সাজি বিতরিছে সদা স্বাদু নীর ॥
মেঘমালা রহিয়াছে ভূমে মাখি গায় তুষারের রাশি।
প্রেমভরে ধরণীরে চুমে ছড়াইয়া হরষের হাসি ॥
তুষারেতে স্নাতিয়া মলয় বহিতেছে সম করকার।
শীকর যে অনুভব হয় শীতলতা করিছে প্রচার ॥
তুষারে আবরি রহে দিক্ সমাচ্ছন্ন রহে দিবানিশী।
হেথা কভু নাহি ডাকে পিক্ হিমানীতে ম্লান রবি শশী ॥
যবে আসে পূর্ণিমা রজনী নীলাম্বরে পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
ধবলিত শোভে নিশীথিনী তিরোহিত তুষার যে হয় ॥
নাহি রহে সে মলিন ভাব নাহি রয় হিমানীমণ্ডিত।
প্রকৃতির প্রেমের স্বভাব শশধরে করে আমন্ত্রিত ॥
রমনীয় মনোরম স্থান মনোমত ছিল প্রাণেশের।
করিতেন সুখে অবস্থান লভিতেন শান্তি জীবনের ॥
অনুভবি হৃদয়েতে প্রাতি প্রকৃতির এ দৃশ্য হেরিয়া।
সদা জাগে সেই স্মৃতি জাগে মনে স্মৃতির সে ছায়া ॥
ভ্রমিতাম সুখে নাথ সনে ভ্রমিতেন আমারে লইয়া।
রহিতাম প্রীতি-আলাপনে প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া ॥

সোহাগেতে বাহুর বেষ্টনে করে কর করি সংমিলিত।
কি উচ্ছ্বাস ফুটিত নয়নে হরষেতে প্রাণ উচ্ছ্বসিত॥
ভ্রমিতাম নানা গিরিপরে পুলকেতে পূরিয়া হৃদয়।
আরোহিয়া কত উচ্চ স্তরে হেরিবারে প্রকৃতি লীলায়॥
সৌধ মঞ্চে করি আরোহণ শ্রান্তি দূর করিতাম বসি।
কভু করি ধরণী আসন হাসিতাম মৃদু মৃদু হাসি॥
সোহাগেতে ধরি মম কর কহিতেন মধুর বচনে।
উঠ প্রিয়ে ভূমি পরিহরি বসিবে এ হৃদয় আসনে॥
কহিতাম আমি উচ্ছ্বাসেতে হৃদাসনে সতত আমার।
অধিষ্ঠিত তুমি রহ তাতে হয় তব স্থান রহিবার॥
হের নাথ চাহিয়া ক্ষণিক অপূর্ব্ব এ শিল্প বিধাতার।
মানবেরে দিই শত ধিক্ অনুরূপ রচয়ে ইহার॥
পাতিয়াছে নব দূর্ব্বাদল সুবিস্তৃত করি উপত্যকা।
কারুকার্য্য গালিচা সকল নহে মন তাহে অনুরতা॥
কহিলেন হাসি প্রিয়তম বনদেবী তুমি ফুলরাণী।
হৃদয়ের সব শিল্প মম বিরাজিত তোমাতে লো ধনী
সাধ মম লইয়া তোমারে প্রকৃতির এ প্রিয় ভবনে।
রাখিব লো তোমারে সাদরে সাজাইয়া কুসুম-ভূষণে॥
তুমি মম জীবনসঙ্গিনী তুমি শান্তি প্রেমের প্রতিমা।
তুমি মম কুটীরের রাণী বনদেবী মূর্ত্তি মনোরমা॥

মালা

হিমালয়

তুমি মম রাজরাজেশ্বরী রূপে কর এ হৃদয়ে বাস।
ঐশ্বর্য্যের তুমি অধিশ্বরী আমি তব অনুগত দাস॥
তুমি মম জীবনতোষিণী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হৃদয়ের।
তোরে ল'তে প্রীতি অনুমানি সুখে কাল যাপি জীবনের॥
নিরিবিলি রহিব দুজনে শান্তি-রসে ভরিয়া হৃদয়।
প্রকৃতির শান্তি-নিকেতনে ল'য়ে হৃদে শান্তি প্রতিমায়॥
নগরের জন-কোলাহলে সাধ নাহি রহিতে আমার।
পূর্ণ তথা অশান্তি-হিল্লোলে অশান্তির বহে স্রোতধার॥
শান্তিপ্রিয় তুমি শান্তিময় তাই ত্যজি অশান্তি-আগার।
গেছ নাথ শান্তির আলয় শান্তি যথা রহে অনিবার
ফেলি মোরে অশান্তি মাঝারে জ্বালি হৃদে দারুণ অনল।
তীব্র জালা জ্বলিছে অন্তরে যন্ত্রণায় পরাণ বিকল॥
কোথা সেই হৃদয়ের আশা মোর সনে রহিবার সাধ।
কোথা সেই প্রেম ভালবাসা সাধিয়াছে বিধি তাহে বাদ॥
কোথা সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস কোথা সেই প্রাণে অনুরাগ।
কোথা সেই প্রাণের উল্লাস কোথা সেই আদর সোহাগ॥
কোথা সেই ভরা মমতায় স্নেহময় হৃদয় তোমার।
প্রেমময় কোথা আছ হায় এ দুঃখিনী ডাকে অনিবার॥
সেই প্রেম ভালবাসা তব অফুরন্ত সেই যে প্রণয়।
ভুলিয়াছ নাথ সেই সব সেই স্মৃতি হ'য়েছে বিলয়॥

বলিতে সতত প্রিয়তম　　কভু নাহি ছাড়িব তোমায়
এখন এ দুঃখ হেরি মম　　দুঃখ নাহি পাও তুমি হায়।
কোথা আছ ওহে প্রাণাধিক　　কোথা মম দেহের জীবন।
ধিক্ মোরে দিই শতধিক্　　তোমা বিনা র'য়েছি এখন
ধিক্ বিধি তোমার বিচারে　　ধিক্ তব দয়াময় নাম।
কেন রাখ ন্যায়দণ্ড করে　　একি ন্যায় কর অবিরাম॥
বধি প্রাণে অর্দ্ধাঙ্গিনী জায়া　　কাড়ি লও স্বামী দেবতায়।
এক প্রাণ ভিন্ন মাত্র কায়া　　ছায়া সম স্বামীর কায়ায়॥
করি তারে সবলে দলিতা　　ভাঙ্গ সেই সুখ তরু তার।
রহে সে যে ভূতলে লুণ্ঠিতা　　হারাইয়া আশ্রয় তাহার॥
হরি লয়ে জীবনসর্ব্বস্ব　　ভিখারিণী করিয়া তাহারে
কি উদ্দেশ্য কি রহস্য　　নহে জ্ঞাত কেহ চরাচরে॥
নগরাজ ওহে হিমালয়!　　হেরিয়াছ কত যুগান্তর।
কত শত যুগ আসে যায়　　সৃষ্টি স্থিতি হয় নিরন্তর॥
হেরিয়াছ কত ভাগ্যবান্　　হেরিয়াছ কত ভাগ্যহীন।
ভাগ্যবন্ত কত ধনবান্　　সুখী দুঃখী কত দীন হীন॥
মম সম অভাগিনী আর　　দেখেছ কি ওহে নগরাজ!
হারাইয়া সর্ব্বস্ব তাহার　　রহে কেন এ জগৎ মাঝ?
ভ্রমিতাম তব বক্ষোপরে　　নাথ সনে আনন্দিত মনে।
ভুলিতাম বিশ্ব চরাচরে　　প্রকৃতির শোভা দরশনে॥

স্মালা   হিমালয়

সাদরেতে করিতে আহ্বান   তব কাছে ছুটিত যে মন।
বিতরিতে হে গিরি মহান্   আতিথ্যের পূর্ণ আয়োজন।
বিতরিয়া নানা পুষ্প রাজি   বরষিয়া নির্ঝরের নীর।
সুশোভিয়া নানা সাজে সাজি   পরিচর্য্যা কর অতিথির ॥
তব কাছে লইয়া বিদায়   আসিয়াছি এ জনম মর্ত।
মম প্রিয় ছিলে তুমি হায়   প্রাণেশের ছিলে মনোমত
বহুদর্শী সুবিজ্ঞ প্রবীণ   এ আশীষ কর গিরিবর।
যে দুঃখেতে কাটে মম দিন   অবসান হউক সত্বর ॥
রহিতাম তব সন্নিকটে   নাথ সনে সুখে অহরহ।
শৈলরাজ কহ অকপটে   মিলি যেন প্রাণেশের সহ

বাসনা ত্যাগ।

ত্যজিয়াছি সংসারের সকল বাসনা।
মায়া মোহ আশা তৃষা প্রণয় কামনা॥
ভুলিয়াছি জীবনের সুখ সাধ যত।
গিয়াছে সকলি চলি এ জনম মত॥
প্রেম প্রীতি ভালবাসা কিছু নাহি আর।
এ হৃদয় মরুভূমি সমান আমার॥
এ জীবন আজীবন নিরাশা-অনলে।
সতত হইবে দগ্ধ প্রতি পলে পলে॥
পরিয়াছি শ্বেতবাস শাঁখাশূন্য কর।
ধরেছি বৈধব্য-ব্রত করিয়া কঠোর॥
করিয়াছি বিদূরিত চিকুর চাঁচর।
তাম্বুলে রঞ্জিত নাহি হয় ওষ্ঠাধর॥
সুরভী চন্দন অঙ্গে না করি লেপন।
কুসুমের সুবাসেতে তৃপ্ত নহে মন॥
সহিতেছি এত দুঃখ যাহার কারণে।
সে কভু ভ্রমেও ভুলে ভাবেনাক মনে॥
জ্বলিতেছি যার লাগি এই অনলেতে।
এখন আমারে তার নাহিক মনেতে॥

বাসনা ত্যাগ।

যাহারে না হেরি দহে বিষাদে হৃদয়।
এখন হয়েছে সে যে নিঠুর নির্দ্দয়॥
যার অদর্শনে মন সতত ব্যাকুল।
দুঃখের সাগরে ভাসি নাহি তার কূল॥

দিবানিশী যাতনার প্রবল পবন।
আন্দোলিত আকুলিত করে মোর মন॥
ঝরে আঁখি নিশীদিন অবিরল ধারে।
প্রবল সে বন্যা-স্রোত কেবা রোধে তারে?

শূন্যপ্রাণে ফিরি সদা হাহাকার করি।
অবিরত ডাকি তারে দিবা বিভাবরী॥
কোথা নাথ কোথা নাথ ডাকি অনিবার।
তাপিত এ প্রাণে শান্তি নাহিক আমার॥

যাহার সান্ত্বনা বাণী শুনিলে শ্রবণে।
সুশীতল হইতাম তাপদগ্ধ প্রাণে॥
করেনা এখন মোরে আশ্বাস প্রদান।
হইয়াছে হৃদি তার পাষাণ সমান॥

পাষাণে গঠিত হৃদি করিয়া এখন।
ভুলিয়াছে দুঃখিনীরে জনমমতন॥
কভু ভাবি দিব মন ঈশ্বর-চরণে।
ভুলিবনা আর সেই মোহ প্রলোভনে॥

ভক্তিভরে ভগবানে করি আরাধনা।
প্রশমিত হবে ভাবি হৃদয়-যাতনা॥
অনাহারে অনিদ্রায় দেহ করি ক্ষয়।
ঈশ্বরে সেবিতে প্রাণ দিব সমুদয়॥

জগৎ-নাথের পদে সমর্পিয়ে মন।
তপস্বিনী ভাবে আমি যাপিব জীবন॥
কিন্তু হায় এ বাসনা নাহি লয় মনে।
উৎসর্গ করেছি প্রাণ নাথের চরণে॥

নিবেদিত বস্তু লয়ে কিরূপে এখন।
পুনরায় বিভুপদে করি সমর্পণ?
নাহি হবে এ বাসনা পূরণ আমার।
নাহি হবে মোহ দূর এ জনমে আর॥

নাহি প্রাণ চাহে কভু ভজিতে ঈশ্বরে।
সতত কাতর প্রাণে ডাকি প্রাণেশ্বরে॥
কাঁদিতেছি দিবানিশী যাহার লাগিয়া।
সে নাম স্মরণে চিত্ত উঠে উথলিয়া॥

কাটিতেছে দিবানিশী দারুণ সন্তাপে।
সে নাম স্মরিবামাত্র এ হৃদয় কাঁপে॥
কাঁপিতে কাঁপিতে করি সে নাম স্মরণ
প্রতি পলে করি আমি অশ্রু বরিষণ॥

বাসনা ত্যাগ।

কখন সে নাম স্মরি পুলকে শিহরি।
কভু বা উন্মত্ত ভাবে হাহাকার করি॥
কত সুখ কত দুঃখ ওই নামে রয়।
কত যে গরলভরা-কত সুধাময়॥

কতবার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ।
কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করি যে ক্রন্দন॥
কভু বহে দীর্ঘশ্বাস সে নাম স্মরণে।
কভু বা উল্লাসে হাসি হরষিত মনে॥

কতই আনন্দ আর কত নিরানন্দ।
কত সুখ কত দুঃখ বিধির নির্ব্বন্ধ॥
যার জন্য জ্বলে প্রাণ সদা কেন হায়!
উন্মত্ত হৃদয় কেন তারে সদা চায়?

সতত জ্বলিছে বহ্নি না হয় নির্ব্বাণ।
তথাপি তাহার কাছে ধাইতেছে প্রাণ॥
কেন রে উন্মাদ মন কেন এ বাসনা?
যে তোমারে ভুলিয়াছে ভুলিতে পার না?

হায় রে উন্মত্ত মন একি মোহ তোর?
এ জনমে পারিবে না ত্যজিতে এ ঘোর॥
আয় স্মৃতি রাখি তোরে হৃদয়ে যতনে।
স্মরিব এ স্মৃতি আমি জীবনে মরণে॥

এ জীবনে সেই স্মৃতি ভুলিবার নয়।
রহিবে সে চিরদিন ভরিয়া হৃদয়॥
করিয়া সংযত চিত্ত হ'য়ে একমন।
দিবানিশী সেই দেব করিব ভজন॥

তপস্বিনী সাজি রব তার আরাধনে।
সন্ন্যাসিনী হইয়াছি যাহার বিহনে॥
করিব কঠোর তপ যাবত জীবন।
লভিবারে মম সেই বাঞ্ছিত চরণ॥

সেই নাম মূল মন্ত্র হইবে আমার।
সে রূপ স্মরণে ধ্যানে রব অনিবার॥
বিভূতি করিব অঙ্গে সেই সুধা হাসি।
জটাজাল হবে মম প্রণয়ের ফাঁসি॥

কমণ্ডলু পূতবারি নয়নের নীরে।
করিয়া পূজিব আমি মম প্রাণেশ্বরে॥
মৃগচর্ম্ম সমাসীন নিরাশা আসনে।
গালবাদ্য হাহারব করুণ রোদনে॥

আহার্য্য যে হবে মম সেই নাম-সুধা।
প্রণয় পীযূষ পানে নিবারিব ক্ষুধা॥
লইয়াছি প্রেম-ব্রত প্রেমের সাধনা।
প্রেমময়ে লভিবারে এ প্রেম-কামনা॥

বাসনা ত্যাগ।

প্রেমের তপস্যা করি এ সারা জীবন।
প্রাণনাথে আরাধিব করি প্রাণপণ।
প্রেম-ধামে বিচরিব প্রেম-ভিখারিণী।
প্রেমে তার মগ্ন রব দিবস রজনী॥
প্রেমের তপস্যা সদা করি কায়মনে।
জন্মান্তরে লভিবারে সে অভীষ্ট ধনে॥
সাধনার ধন সেই আরাধ্য দেবতা।
লভিবারে এ সাধনা, এ ঘোর ব্যগ্রতা
জন্মজন্মান্তরে যেন সেই গুণনিধি।
মিলান এ দুঃখিনীরে দয়াময় বিধি॥

পরাজয়।

হৃদয়ের সহ আজি করিব সংগ্রাম।
দিবানিশী কেন তারে ভাব অবিরাম॥
যে তোমারে ভুলিয়াছে এ জনমমত।
তাহার কারণে সদা কেন ব্যাকুলিত ?
যে তোমারে ফেলিয়াছে মরুভূমি মাঝে।
তোমার দুঃখের কথা প্রাণে নাহি বাজে
দুরন্ত অশান্তি হায় দিয়াছে ঢালিয়া।
হৃদয় হইতে দেছে বাসনা মুছিয়া॥
সুখভরা যেই হৃদি ছিল অনিবার।
এখন ক'রেছে সে যে দুঃখ-পারাবার॥
প্রাণ হ'তে মুছিয়াছে অরুণের রাগ।
তাহাতে ভরিয়া দেছে বিষাদের দাগ॥
প্রাণের পাখীর গান দিয়াছে থামায়ে।
জীবনের যত আলো দিল সে নিভায়ে॥
চাঁদের কিরণমাখা ছিল যেই প্রাণ।
করিয়াছে তারে হায় জ্বলন্ত শ্মশান॥
ফল ফুলে যে হৃদয় ছিল সুশোভিত।
ক'রেছে এখন তাহা ভস্মে পরিণত॥

মালা

পরাজয়।

উষার রক্তিম-ছটাভরা যে হৃদয়।
ভরিয়াছে সেই স্থান দুঃখ তমসায়॥
অরুণের নব রাগে আলোকিত ছিল।
ঢাকিয়া দুঃখের জালে আঁধার করিল॥
প্রস্ফুটিত ছিল সদা হৃদি কুঞ্জবন।
সুখ আশা ছিল তাহে ভ্রমর গুঞ্জন॥
প্রণয় পীযূষ ভরা ছিল যে হৃদয়ে।
বিচূর্ণ করিয়া তারে দিয়াছে দলিয়ে॥
নয়নেতে ছিল যাহা সাধের অঞ্জন।
বিষাদ তাহাতে আহা ক'রেছে লেপন॥
সতত বহিত প্রাণে সুখের হিল্লোল।
দিবানিশি উঠে তথা দুঃখের কল্লোল॥
হৃদয়ে বহিত সদা সুখের নির্ঝর।
প্লাবিত করিত মম তাহাতে অন্তর॥
ভাবিতাম সুখভরা হায় এ ধরণী।
সুখোচ্ছ্বাসে ভাসিতাম দিবস রজনী॥
কিন্তু হায় হইয়াছে জগৎ এখন।
অশান্তির বাসভূমি দুঃখ-নিকেতন॥
প্রকৃতির আয়োজন ছিল যত হায়।
অধিকার করিয়াছে সকলি হৃদয়॥

করায়ত্ত করিবারে সবে নাহি পারি।
বিদ্রোহী হইয়া তারা রহিয়াছে ঘিরি ॥
অধিকার করিয়াছে হৃদয় আমার।
আধিপত্য করিতেছে প্রাণে অনিবার ॥
হৃদয়ের সহ আজি সংগ্রাম করিব।
বিজয়িনী হব কিবা হারিয়া রহিব ॥
আশা সাধ ভালবাসা লইব কাড়িয়া।
কামনা বাসনা যত দিব তাড়াইয়া ॥
প্রেমের সে অনুরাগ না রাখিব মনে।
প্রণয়ের সুখ-স্মৃতি ভুলিব যতনে ॥
ভুলিয়াছে যে আমারে হইয়া নিদয়।
তাহার কারণে মন কেন মত্ত হয় ?
সুখের সে স্মৃতি হায় হব বিস্মরণ।
পাষাণে গঠিব হৃদি পাষাণেতে মন ॥
দেখিব যুঝিয়া আজি হৃদয়ের সহ।
দূরিবারে পারি কিনা অতীতের মোহ ॥
মুছিবারে পারি কিনা ছায়া সে স্মৃতির।
ভুলিবারে পারি কিনা ভাব প্রকৃতির ॥
একাগ্রতা সেনাপতি সম্মুখে রাখিয়া।
অতীতের যাহা কিছু লইব জিনিয়া ॥

পরাজয়।

হায় হায় কি করিনু আসি যুঝিবারে।
মানিলাম পরাজয় নিরাশ অন্তরে॥
দৃঢ়রূপে অধিকার করিল হৃদয়।
এ জীবনে তাহা কভু ভুলিবার নয়॥

আধিপত্য করে সদা হৃদয়েতে আসি।
অতীতের সেই স্মৃতি প্রাণে রহে মিশি॥
সেই প্রেম ভালবাসা প্রণয়-বন্ধন।
শতগুণ হ'য়ে প্রাণ করিছে বেষ্টন॥

ভাবিলাম পরাজিব বিদ্রোহীহৃদয়।
তাহাতে বিফল হ'য়ে মানি পরাজয়॥
চিরদিন এ হৃদয়ে যার অধিকার।
সেই স্মৃতি বিদূরিতে কি সাধ্য আমার?

উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত মন হায় ভ্রমবশে।
বিপাকে পড়িনু যে গো যুঝিবারে এসে॥
ওহো কি দারুণ তৃষা উঠিল জাগিয়া।
হৃদয়ের তন্ত্রী গুলি উঠিল কাঁপিয়া॥

হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিল সে নাম।
ব্যাপিয়া সে রূপ রাশি জিনিল সংগ্রাম॥
ভুলুক সে ভুলিয়াছে ক্ষতি নাহি তায়।
আমি যে বাসিব ভাল সতত তাহায়॥

ভুলিব না ভুলিব না সে মধুর স্মৃতি।
তাহার মধুর প্রেম স্মরি দিবারাতি॥
মানসে লভিব প্রীতি পূজিয়া তাহারে।
দিবানিশী সেই রূপ ভাবিব অন্তরে॥

ভুলিয়াছে ভালবাসা ভুলেছে আমায়।
আমি যে যাপিব কাল তাহারি আশায়॥
প্রীতি প্রেম-অনুরাগ করি একত্রিত।
হৃদয়ে করিব সেই দেবতা পূজিত॥

উপেক্ষার অনাদর না ভাবিব মনে।
যত দুঃখ সহিতেছি এ পোড়া জীবনে॥
প্রণয়ের তরুমূলে সাধনার বারি।
সিঞ্চন করিব আমি দিবা বিভাবরী॥

বাসনা কামনা ল'য়ে সদা তার নামে।
যাপিব তাহার ধ্যানে জীবন-সংগ্রামে॥
চাহিনাক প্রতিদান চাহিনা সোহাগ।
না চাহি প্রণয় প্রীতি প্রেম অনুরাগ॥

বিস্মৃতিরে সমাদরে করিয়া গ্রহণ।
আশা পথ চাহি তারি রব অনুক্ষণ॥
সঁপেছি এ মন প্রাণ যাহার চরণে।
উৎসর্গ হৃদয় যার প্রীতি সম্পাদনে॥

পরাজয়।

নীরবে এ পূজা মম করিব প্রদান।
জীবনান্তে সেই পদে লভিবারে স্থান॥
হৃদয়-ঈশ্বর ওহে জীবনের সখা !
জীবনের পরপারে দিও মোরে দেখা॥
স্মরিও এ অভাগীরে সেই শেষ দিনে।
আবার মিলিব মোরা সে সুখমিলনে॥
ভুলিব এ দুঃখ জ্বালা বিরহ বেদনা।
চরণেতে দিবে স্থান করিয়া করুণা॥
বিস্মৃতির অনুযোগ না রহিবে আর।
চিরসুখে রব মোরা সেই পরপার॥

শুনেছি।

শুনেছি শুনেছি শ্রবণ ভরিয়া
কি নাম শুনেছি তাহা।
ললিত ললিত ললিত বলিয়া
কেমন মধুর আহা!

ললিত ললিত শ্রবণে বাজিছে
বাজে গো প্রাণের মাঝে
ললিত রূপেতে হৃদয়ে রাজিছে
সতত ললিত সাজে॥

কভু আন্‌মনে ফুটে ওঠে মুখে
ললিত ললিত নাম।
কভু নাম স্মরি ভরে মন সুখে
কত ভাল বাসিতাম॥

কত ভালবাসি এখন ও নাম
কত ভালবাসি তারে।
সে লালিত্যে ভরা এ হৃদয়-ধাম
সে নামে নয়ন ঝরে॥

মালা শুনেছি।

ললিত রাগিণী কি ললিত তানে
সতত এখন বাজে।
সুললিত স্বর ফুটিত বদনে
সরমে জড়িত লাজে॥

গোপনেতে আমি রাখিতাম লিখি
ললিত নামটি তার।
সে ললিত রূপ নয়নে নিরখি
ভুলিতাম এ সংসার॥

খেলিতাম যবে খেলা লুকোচুরি
ললিত বলিয়া ডাকি।
সে ললিত নামে কতবা মাধুরী
কতবা ছলনা ফাঁকি॥

যাইতাম ছুটি আকুল উচ্ছ্বাসে
প্রণয়ে পরাণ ভরা।
হইয়া জড়িতা সেই ভুজপাশে
হতাম আপনাহারা॥

ললিত নামেতে ললিত রূপেতে
মজিল নয়ন মন।

সে ললিত স্মৃতি মম জীবনেতে
জাগিতেছে অনুক্ষণ ॥

কবে এ অভাগী লভিবেক পুন
ললিত লাবণ্য দ্যুতি।
হবে পরপারে আবার মিলন
ললিতে মিলিবে জ্যোতি ॥

মন-বীণা।

আমার এ মন-বীণায় গাহে, সুধুই দুঃখ-গান।
ছিঁড়েছে তারের বেড়া যাবে না আর সে জোড়া
তারা গ্রামে সে সুর চড়া, তুলিবে না তরল তান ॥

আর সে ডুবি তানে মানে বাজে না ললিত তানে
গাহেনাক আকুল প্রাণে উচ্ছ্বাসেতে প্রেমের গান।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে গাহে সে কাতর স্বরে
বাজে না আর মোহন সুরে গলে না কাহার প্রাণ ॥

মাল্লা মন-বীণা।

হ'য়েছে নীরব বীণা পুলকে আর বাজে না
ভুলিয়াছে সুর সাহানা ভৈরবীতে প্রাণের টান।
বীণার এ তারগুলি আবরিয়া শোক-ধূলি
হায় গোপনেতে নিরিবিলি রহিয়াছে ম্রিয়মান॥

সপ্তকেতে সুর বাঁধা আলাপে না হয় সাধা
আহা গাঁথা দুঃখ ডোরে সদা কাঁদিতেছে অবিরাম।
ভাঙ্গা এই বীণা যন্ত্রে বাজিবেক মোহ মন্ত্রে
সদা সেই নাম রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিতেছে অবিশ্রাম॥

কবে সে আকুল প্রাণে গাহিবে আপন মনে
সুখে জীবনের শেষ দিনে পাবে সেই পদে স্থান॥

হৃদয় শ্মশান।

কোথায় রয়েছ নাথ কোথায় হে তুমি।
শূন্য করি এ হৃদয়　　　　কোথা আছ প্রাণময়
এ জীবন মরুময় শুষ্ক হৃদিভূমি॥
নাথ হে তোমা বিহনে　　　　কি কাজ ছার জীবনে
জীবনের শেষ দিনে পাব শান্তি আমি।
হৃদয়ে অনল জ্বলে　　　　নাহি নিবে আঁখি-জলে
সতত বসি বিরলে ডাকি দিবাযামী॥
উত্তপ্ত অনল রাশি　　　　দহে প্রাণ দিবানিশী
দরশন সুধারাশি দেহ চিতগামী।
হৃদয় শ্মশান সম　　　　হইয়াছে এবে মম
নানা শোভা মনোরম ছিল যেই জমি॥
শ্মশানের ভস্মরাশি　　　　রহিয়াছে প্রাণে মিশি
সেই ভস্মে রব মিশি চিরতরে আমি।
ভস্মরাশি স্তরে স্তর　　　　আবরিত এ অন্তর
বিদূরিত তারে কর হে প্রাণের স্বামী॥
এস এস প্রাণসখা　　　　ক্ষণ তরে দাও দেখা
রেখো না ফেলিয়া একা সঙ্গিনী যে আমি।
রাখহে মিলনে চির　　　　তব পাশে নিরন্তর
জীবনের পরপার সেই শান্তি-ভূমি॥

ভর্ৎসনা।

(গো) পীনাথ ! কৃপা কর তাপিত জীবনে।
(পি) পাসা মিটাও মম শান্তি-সুধা দানে॥
(না) হি হেরি কূল হরি বিহনে তোমার।
(থ) র থর কাঁপে কায় আতঙ্কে অপার॥
(রা) ধানাথ রাখ মোর ও চরণে মতি।
(ধা) ইতেছে প্রাণ সদা যথা প্রাণপতি॥
(না) হি হরি প্রাণ ধরি রহিতে এখন।
(থ) ল জল নভোস্থল শূন্য ত্রিভুবন॥
(হে) ললিত হে সুন্দর ওহে জগৎপতি !
(রা) খ রাখ ও চরণে মিলাইয়া জ্যোতি॥
(ধা) য় মন হায় সদা প্রাণনাথ কাছে।
(র) হিতে না পারি আর প্রাণ দহিতেছে॥
(ম) দনমোহন রূপ দেখাও দাসীরে।
(ন) য়নের বারি ধারা মুছি ক্ষণতরে॥
(দি) ওনা দিওনা আর নিদারুণ জ্বালা।
(ও) হে তুমি চিরদিন নিদয় যে কালা॥
(না) হি মমতার লেশ নিঠুর নিদয়।
(আ) মারে দহিছ বলি না মানি বিস্ময়॥

(মা) ধব ছলনা তব বুঝিতে না পারি।
(রে) খে ছিলে শ্রীরাধারে বিরহে মুরারি॥
(আ) সিলে না হে কেশব শূন্য বৃন্দাবনে।
(র) হিলেন শ্রীরাধিকা সদা তব ধ্যানে॥
(বি) ষম বিরহ লয়ে শত বর্ষ হায়।
(র) হিলেন কমলিনী তব প্রতীক্ষায়॥
(হ) ও তুমি ওহে শঠ পাষাণহৃদয়।
(বে) দনা জান না কত বিরহিনী সয়॥
(দ) য়া নাই তব মনে দয়াময় নাম।
(ন) হিলে এ জ্বালা নাহি দিতে গুণধাম॥
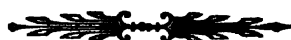
কোথায় হে !

কোথায় হে জগৎস্বামী ডাকি আমি কোথায় আছ লুকায়ে বল ?
তোমার ভুবনভরা স্নেহের ধারা ঢালহে নাথ প্রাণে ঢাল ॥
আমি তোমার তুমি আমার চিরসখা চিরদিন চিরমিলনে।
কিবা সুখেতে দুঃখেতে এ শোক তাপেতে অথবা জীবনে মরণে ॥
আমি তোমার দেওয়া হৃদয় ল'য়ে তোমার পানে চেয়ে রই।
তুমি নিজের পূজা নিজেই কর আমি তো নই তোমা বই ॥
আমি তোমার গঠা হৃদয় ল'য়ে করি তোমার আবাহন।
তুলি তোমার সৃষ্ট কুসুমগুলি সাজাই তোমার শ্রীচরণ ॥
তোমার মধু হাসি প্রাণে মিশি যে দিকে চাই দেখ্‌তে পাই।
কত আকুল প্রাণে তোমার পানে সতত যে ছুটে যাই ॥
তুমি প্রাণের মাঝে মাঝে থেকে ডাক্‌ছ ব'লে মনে হয় !
শেষে ভুলিয়ে মোরে ব্যাকুল ক'রে পালাও পাছে দয়াময় ॥
তোমার চরণ জ্যোতি ল'য়ে চোকে খুঁজি তোমায় সকল ঠাঁই।
তুমি হৃদয়মাঝে বিরাজ কর তবুও তোমায় দেখ্‌তে পাই ॥
তোমায় ধরি ধরি মনে করি দাওনা ধরা হৃদয়-চোর।
ওই আড়াল থেকে ভুলিয়ে রেখে মোহিত কর নয়ন মোর ॥
হৃদয়নাথ হে হৃদয় 'পরে বিছিয়ে তোমার আসন খানি।
তোমার বাহুর পাশে স্নেহের বশে জোর করে নাথ লওগো টানি ॥

২০৯

জ্যোতির্ম্ময় হে জ্যোতির হৃদে ঢাল তোমার প্রেমের ধারা।
মিলিয়ে জ্যোতি ওই চরণে হ'য়ে থাকুক পাগলপারা॥
বিনয়েতে মিলিত হয়ে মিশিয়ে রব তোমার পায়।
শিখিয়েছ প্রেম হে প্রেমময় প্রেমে যেন পাই তোমায়॥

নীরবতা

নীরব নিঝুম এই নিভৃত নির্জ্জন,
নিস্তব্ধে নিরাশ প্রাণে করি বিচরণ,
নীরবে পথিকগণ
যায় নিজ নিকেতন
নীলিম নভোমণ্ডলে নাহিক তপন॥
নীরবেতে সারাদিন নিজ কাজ সারি,
নীরবেতে অস্তাচলে যান তিমিরারি,
নীরবেতে নিয়মেতে যাপিয়া শর্ব্বরী,
প্রভাতেতে জনগণে দিবেন কিরণ॥
নেহারি তিমিরারির অস্তাচল বাস,
নীলিম আভরণে নিশি সুপ্রকাশ,

আলা   নীরবতা।

নীরবে নিরজনে,
নিজ পতি দরশনে,
নিরালা নীরবেতে স্বামী সহবাস ॥

নিভৃতের নীরবতা বড় ভালবাসি,
নীরবে নয়ন মুছে বিভু প্রেমে ভাসি,
নীরবেতে সদা বিভু নাম
নীরবে নয়ন মুছে জপি অবিরাম।

নীরবেতে নেহারিয়া বিভুর চরণ,
নীরবে হৃদয় মাঝে করি আরাধন,
নির্জ্জনে বিভুগুণ গানে হয় প্রাণ উদাসী।
নীরবে এ হৃদয়ের ভার,
সদা বহি অনিবার,
নীরবে নয়ন জলে ভাসি :
নীরবে এ মরম-যাতনা,
সহি নীরবে বেদনা,
নীরবে অনল প্রাণে জ্বলে দিবানিশি।
নীরবেতে হৃদয় মন্দিরে
নীরবেতে প্রিয় প্রাণেশ্বরে
নীরবে পূজিয়া করি নীরবে প্রার্থনা।
নীরবে মিলিয়া নাথ সহ,

নীরবেতে যেন অহরহ,
নীরবে ত্যাজি শোক মোহ,
নীরবে করি এ কামনা।
নীরবে এ প্রাণের জ্বালা,
ভুলি হইয়া বিভোলা,
নীরবে হেরি বিশ্বলীলা নীরবে রহি সর্ব্বক্ষণ।
নীরব বিহনে কিছু না হয় কখন,
নীরবে ও পদে হায় সমর্পণ,
পাছে জন কোলাহলে,
তব নাম যায় ভুলে,
এই ভয়ে ভীত হয়ে মুনি ঋষিগণ,
নির্জ্জনে নির্ভয়ে করে ও পদ স্মরণ।

আজীবন জীবের যে নীরবে সকল,
সাধিত জীবনলীলা হয় অবিরল।
নীরবে মাতৃগর্ভে ক'রেছ প্রেরণ,
নীরবে চিতা বক্ষে করাও শয়ন,
নীরবে চিতাভস্ম যাবে রসাতল।

নীরবেতে মিলিত দম্পতি,
নীরবে হয় প্রেম প্রীতি,

নীরবতা।

নীরবে দোঁহাকার নিগড় বন্ধন।
নীরবে নিরবধি রহে আজীবন॥
নীরবেতে সদা মাতৃস্তনে,
পয়োধারা ঝরে নিশীদিনে,
নীরবে সন্তানেরে করিতে পালন
নীরবে বক্ষঃরক্ত করি নিঃসরণ;
নীরবেতে প্রকৃতি সুন্দরী,
তব রচনার বাহাদুরি,
নীরবে তবপ্রেম ভাবে অনুক্ষণ।
কিবা বিশ্ব বিরচন॥

অভ্রভেদী চূড়া হিমালয়,
নীরবেতে স্মরে তব গুণ গরিমায়,
নতশিরে মহীধর করিছে স্তবন।
নিস্তব্ধেতে মহীরুহগণ,
করে শাখা পত্র সঞ্চালন,
নীরবে লতা দলে দেয় আলিঙ্গন।
নীরবে তব প্রেমে সুমন্দ পবন,
কুসুম-সুবাস-ভার করে বিতরণ॥
কিবা ঝরঝর রবে নির্ঝরিণী,
ঝরে তব প্রেমে দিবস রজনী,

তব প্রেমে ধারা ঝরে নাহি নিবারণ,
ভেদিয়া পাষাণ-বক্ষ হ'তেছে পতন ॥
শুনিয়া আপনা হারা হই,
মৃদু রব নির্ঝরের ওই,
গাহে যেন মর্ম্মগাথা নীরবেতে সই।
হৃদয়ে ভাব যাহা রয়েছে গোপন ॥

নীরবেতে বহে যে তটিনী,
করি কুলু কুলু ধ্বনি,
নীরবে দিবানিশি করিছে গমন।
নীরবে বিভুপদে লইতে স্মরণ ॥
নীরবেতে রবি শশীগণ,
গ্রহরাজি তারা অগণন,
নীরবে করে তব আজ্ঞা সমাপন ॥
নীরবে ভ্রমে ঋতু ছয়,
প্রভু তোমার আজ্ঞায়,
নীরবে করে ধরার মঙ্গল সাধন ॥
নীরবে প্রভাতেতে বিহঙ্গমদল,
মধুময় কলনাদ করে অনর্গল,
তব নাম সঙ্কীর্ত্তন জানি সে সকল।

তুচ্ছ নর ভ্রমে দলে,
তব নাম নাহি বলে,
শিখুক পাখীর কাছে নীতি সুমঙ্গল।
নীরবে বিভুনাম গাহিতে কেবল ॥

শুনিয়া ও মধুময় কলকণ্ঠ তান,
বিস্ময়ে বিভোর হয় তব প্রেমে প্রাণ,
বিহঙ্গিনী সঙ্গিনীরে করি যে আহ্বান ॥

সাধ তারে বসায়ে নিকটে,
মন দুঃখ কহি অকপটে,
নীরবেতে সখী সাথে গাহি দুঃখ গান।
মিলাইয়া ওহে বিভু-নাম ॥

নীরবেতে কুসুমনিকর,
প্রস্ফুটিত হইয়াছে কিবা স্তরে স্তর,
লইবারে তব পদে স্থান,
কুসুমের বাসনা প্রধান,
নরকরে নিপীড়িত আতঙ্কে কাতর,
শুকাইয়া পড়ে ঝরি হয়ে ম্রিয়মান ॥

নীরবে নীলিম গগন,
সুবিস্তৃত রহে অনুক্ষণ,
নীরবে পাতিয়াছে বিভুর আসন।

নীরবেতে মেঘগণ যত,
উর্দ্ধে নিম্নে ভ্রমে অবিরত,
কভু তব প্রেমাবেশে মনের আবেশে।
নীরবেতে হয় ভূতলে পতিত॥

কিবা তুষার ধবল জীমূতের দল,
করে মনোমত শয্যা ধরাতল,
কভু আশে পাশে মনের উল্লাসে।
দিগন্ত ব্যাপিয়া বরণ ধূমল॥

ভূমে পতিত কখন কভু উর্দ্ধে বিচরণ,
নীরবে করে কভু বারি বরিষণ,
হেরি জলদের খেলা।
নীরবে সৌদামিনী ধরি প্রিয়-গলা,
নীরবে প্রিয় কোলে দেয় আলিঙ্গন।

কভু তব প্রেম ভাবে অবসন্ন ভাবে,
আহা কি নিস্পন্দে ভূমেতে নীরবে,
ধরা 'পরে এই অভিনব ভাবে,
হয় অপরূপ শোভা দরশন।

হেরি প্রভু তব প্রেমের মহিমা,
করুণার ধারা নামের গরিমা,

ত্রিভুবনে কেহ দিতে নারে সীমা।
নীরবেতে ভাবি হোয়ে ভ্রান্তমনা॥

তুমি হে সুন্দর সকলি সুন্দর,
নীরবে সৃজন এ বিশ্ব তোমার,
নিয়মেতে প্রজা পাল নিরন্তর,
নীরবে নিয়মে কর কর্ যে গ্রহণ।

নীরবেতে মম কর্ম্মফল,
নীরবেতে দহে অন্তস্তল,
অদৃষ্ট-চক্রেতে সদা করিছে পেষণ।
নীরবেতে আসে নিবিড় রজনী,
নীরবেতে মম কাটে নিশীথিনী,
নয়নের নীরে নীরবে মেদিনী।

নীহারের রূপে ঝরে অনুক্ষণ,
নীরবেতে ঝিল্লি নিনাদন করে,
নীরবতা ব্যাপ্ত করি চরাচরে,
নীরবে খদ্যোত তম নাশ করে মরি কি নয়নরঞ্জন।

প্রহরীবেশেতে যত শিবাগণ,
নীরবেতে করে নিশি জাগরণ,
প্রহরে প্রহরে মিলি পরস্পরে করে প্রভু তব নিয়ম পালন॥

ভূচর খেচর কিংবা জলচর,
তব আজ্ঞা সব পালে নিরন্তর,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মিলি সর্ব্বক্ষণ ॥
বসি নিভৃত নির্জ্জনে শয্যাগৃহ-বাতায়নে।
চাহি অনন্তেরি বিভু করিহে স্তবন।

নীরবে চাহি শূন্য প্রাণে,
নীরবে ভাবি মনে মনে,
কর পূর্ণ মম হৃদি তব করুণা সিঞ্চনে।

নীরবে এ দুঃখিনীরে দেহ দরশন,
সতত তব প্রেমে যাপিব জীবন,
শোভা প্রকৃতির হেরি,
আহা কি শিল্প-মাধুরী,
নীরবে ধীরে বহে সান্ধ্য-সমীরণ।
স্বভাবের শোভা হেরি বিমুগ্ধ নয়ন ॥

ভুলি এ মনোবেদনা তব রচনা-নৈপুণ্য,
বিস্ময়ে বিভোর হ'য়ে হেরি অনুক্ষণ।
কিবা এ স্বদেশ কিবা দূরদেশ,
তুমি যথা রও সেই নিজ দেশ,
হৃদে কর বাস ওহে হৃদয়েশ শান্তিবারি কর সিঞ্চন ॥

খাম্বাজ।   নীরবতা।

তুমি জগদীশ ওহে জগৎপতি,
এই ভিক্ষা করি সকরুণ স্তুতি,
যেন সর্ব্বক্ষণ ও পদ স্মরণ করিবারে রহে আমার শকতি।

নীরবেতে প্রভু করিহে প্রার্থনা,
নিবার এ জ্বালা এ ঘোর যাতনা,
তাপিতা মাগিছে তোমার করুণা লহ তারে প্রভু সে চিরবসতি।

ওহে দীনবন্ধু দীননাথ হরি,
তোমার চরণে নিবেদন করি,
নীরবে গোপনে যেন শেষ দিনে তব শ্রীচরণে লয় হ'তে পারি।

নীরবেতে যেন ভব-পারাবার,
নির্ভয়ে নিঃশঙ্কে হ'তে পারি পার,
না হবে তুফাণ বাণ চালে প্রাণ নাহি ডুবে যেন হাবু ডুবু করি॥

হাঙ্গর মকর কুম্ভীরাদিগণ,
আছে জলজন্তু জলে অগণন,
মোহ লোভ আদি রিপু ছয় জন আছে যথা দেহে আধিপত্য করি।

বিনাশিয়া যত শত্রু দুর্নিবার,
পার করিবেক ভব পরপার,
তখন কি ভয় রহিবে আমার ভয়ভঞ্জনের সম্মুখেতে হে!

নীরবতা। মালা

জীবনতরী সম্মুখেতে মম,
তব পদ-কূলে যাবে অবিরাম,
বহিবে নীরবে তুমি অবিশ্রাম আপনি ক্ষেপণি শ্রীকরে ধরি।
নীরবে মুদিয়া যুগল নয়ন,
তব শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
স্বামি-স্মৃতি করি পাথেয় গ্রহণ জীবলীলা যেন সমাপন করি॥
নীরবে সে অমর-পুরে,
নীরবে লইয়া নাথেরে,
নারবে সদা প্রাণ ভরে নীরবে করিব ভজনা।
নীরবে ভুলি শোক জ্বালা,
নীরবে হইয়া বিভোলা,
নীরবে স্মরি তব লীলা নীরবে রব দুই জনা॥

দয়াময় নাম।

দয়াময় নাম তব সকলেই কয়।
মম প্রতি কেন তবে হ'য়েছ নিদয় ?
নিক্ষেপিয়া শিরোপরে দারুণ অশনি।
কাড়ি নিলে অভাগীর পতি গুণমণি ॥

আঁধার করিয়া হায় আলোক-জীবন।
অকালে লইলে হরি উজ্জ্বল রতন ॥
ছিল প্রাণ আলোকিত যাহার ছটায়।
সে রত্ন হরিয়া নিলে কেমনেতে হায় ॥

যে হৃদয় ছিল হায় নন্দনকানন।
মরুভূমি সম এবে রহে অনুক্ষণ ॥
সুখ-পারিজাত পুষ্প ছিল প্রস্ফুটিত।
ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে হৃদয় দলিত ॥

হরিয়াছ জীবনের সার রত্ন নিধি।
এই কি তোমার দয়া হে দারুণ বিধি ॥
বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিনী সম সদা হায়।
ছট ফট্ করে প্রাণ বিষম জ্বালায় ॥

জর্জ্জরিতা রহে প্রাণ বিরহের বিষে।
জীবন ভরিয়া রহে বিরহ হুতাশে ॥
নাহি কি দয়ার লেশ ওহে দয়াময়।
দেখিয়া এ দুঃখ তব দহেনা হৃদয় ॥

হারাইয়া শিরোমণি ফণিনী যেমন ;
আছাড়ি বিছাড়ি তাহা করে অন্বেষণ ॥
খুঁজিতেছি দিবানিশী আকুল হইয়ে।
কোথা মম শিরোমণি রেখেছ লুকায়ে ॥

পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ হইয়া পাষাণ।
দয়াময় নাম ধর এ কোন বিধান ॥
নাহিক তোমার মনে করুণার লেশ।
নাহিক মমতা কিছু ওহে পরমেশ ॥

গলেনা হৃদয় তব এ দারুণ তাপে।
আসন চঞ্চল হ'য়ে নাহি কিগো কাঁপে ॥
ঝরেনা নয়ন কিগো কভুও তোমার।
শ্রবণেতে কাতরতা নাহি যায় আর ॥

পাষাণেতে ঝরে দেখ নির্ঝরের ধারা।
তিরপিতা করিতেছে তাপিতা এ ধরা ॥
কাহার দয়ার সেই দেয় পরিচয়।
করুণার ধারা রূপে প্রস্রবণ বয় ॥

দয়াময় নাম।

মম প্রতি কেন হায় হ'য়ে প্রতিকূল।
হৃদয়ে হানিছ মম বিরহের শূল ॥
জীবন-সর্ব্বস্ব ধন লইয়াছ হরি।
দারুণ যাতনা আর সহিতে না পারি ॥

কোন কাজ নাহি আর অভাগী-জীবনে।
কেন বা রেখেছ মোরে কোন প্রয়োজনে
নাহিক সম্বন্ধ কিছু জগতের সহ।
জ্বলিছে অনল মম প্রাণে অহরহ ॥

পরমেশ বল মোরে কত কাল আর।
বহিব দুঃখেতে ভরা এ জীবন-ভার ॥
কর্ম্মফল আর কত সহিব নীরবে।
দুঃখিনীর প্রাণে আর কত জ্বালা সবে ॥

ওহে বিভু কর মোর নিয়তির শেষ।
ল'য়ে যাও পরপারে সেই মহাদেশ ॥
জানি না সে কোন স্থান কত দূরে রয়।
তুমি না বলিলে প্রভু যেতে পাই ভয় ॥

রাখিয়াছ যথা মোর হৃদয়-দেবতা।
দয়াময় দয়া ক'রে লও মোরে তথা ॥

আলেখ্য দর্শনে।

নীরব নিস্পন্দ কেন পলকবিহীন,
নিশ্চল র'য়েছে কেন নয়ন তারকা।
আধ নিমীলিত আঁখি রহে লক্ষ্যহীন,
আঁকিয়াছে ল'য়ে কেবা মোহন তূলিকা

কি লাবণ্য স্থললিত কিবা মনোরম,
মনোহর কিবা রূপ বিরাজিত রহে।
শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য ভাব মধুময় কম
হেরি ও মূরতি বুঝি ত্রিভুবন মোহে॥

সৌন্দর্য্যের স্রোত যেন পড়িছে উছলি,
জগতের যত শোভা ও মূরতি মাঝে।
আঁকিয়াছে শিল্পী বুঝি ল'য়ে মন-তূলি,
করিয়াছে প্রতিকৃতি অনুরূপ সাজে॥

অনিমিষে চাহি রহ কার মুখ পানে,
কি মোহ মদিরা-বশে অলস নয়ন।
লাবণ্যপূরিত ওই সুচারু বদনে,
স্থধা বাণী নাহি শুনি বল কি কারণ?

আলেখ্য দর্শনে।

প্রস্ফুটিত রহিয়াছে বদন নলিন,
সুধায় পূরিত যেন করে ঢল ঢল।
স্থির নেত্রে চাহি রহ দৃষ্টি সীমাহীন—
কোন্ ভাবে রহে আঁখি হইয়া বিভোল ?

নয়ন উপরে ওই মেঘ ভেসে যায়,
সুমন্দ মলয় যায় নীরবে বহিয়া।
রবি শশী বিরাজিত আকাশের গায়,
নীলাকাশে তারামালা রহে উজলিয়া॥

কাননে কুসুমরাজি সুষমা অতুল,
ফলভরে অবনত রহে তরুবর।
হেরিবারে নহে তব নয়ন ব্যাকুল,
উদাস দৃষ্টিতে চাহি রহ নিরন্তর॥

বরষ চলিয়া যায় মাস যায় আসে,
কভু নাহি দৃক্‌পাত তাহাতে তোমার।
বসন্ত শরৎ ঋতু অভিনব বেশে,
পাশ দিয়া যায় তব আসি বার বার॥

নাহি কি হেরিতে সাধ প্রকৃতির শোভা ?
নহে আঁখি আকাঙ্ক্ষিত দিবসের জ্যোতি ?

নহে কিগো ধরণীর কিছু মনোলোভা ?
স্নিগ্ধ শান্ত সুবিমল শশধর-ভাতি ॥

শ্রবণে কি নাহি পশে বিশ্বের কল্লোল ?
অনুভূতি হয় না কি মুরলীর ধ্বনি ?
স্থির ভাবে রহে সদা শ্রবণ যুগল,
কাহার ধেয়ানে মগ্ন দিবস রজনী ?

ব্যথিত না হয় হৃদি কোন বেদনায় ?
উচ্ছ্বাস উল্লাস নাহি হয় প্রবাহিত।
সুষুপ্ত জাগ্রত কিবা নাহি জানা যায়,
কি মোহ-মদিরা-বশে র'য়েছ সতত ॥

শব্দ নাই গন্ধ নাই, নাই স্পর্শ-জ্ঞান,
নাহি নিদ্রা জাগরণ আহার বিহার।
নিশ্চল কামনাহীন হৃদয় মহান্,
বিচলিত নহে কভু হেরিয়া সংসার।

নাহিক বাসনা কোন নাহি অনুভূতি,
জীবনে নাহিক কোন মায়ার বন্ধন।
হে সংযমী দৃঢ়চিত্ত অসীম শকতি,
সতত নীরবে কেন করহ যাপন ?

আলেখ্য দর্শনে।

বীতরাগ হইয়াছ কেনবা সংসারে ?
কেন বা রহ গো তুমি এক স্থানে স্থির ?
সুরম্য এ হর্ম্ম্য তব প্রাসাদ আগারে,
ভ্রমিবারে সাধ তব নাহি হয় ধীর !

হে নির্লিপ্ত ! হে উদাস ! হে বিশ্বপ্রেমিক !
রহিয়াছ কার প্রেমে সদা হ'য়ে ভোর ?
নয়ন তারকা মেলি চাহ হে ক্ষণিক,
অভাগিনী প্রতি চাও ওহে চিত্তচোর !

কোন্ অপরাধে দাসী দোষী তব পায়,
প্রকাশিয়া বিবরণ বল গুণমণি !
ক্ষমা ভিক্ষা দেহ মোরে ওহে প্রাণময় !
যদি কোন দোষে দোষী হয় এ দুঃখিনী ॥

হইয়াছে লয় কিগো পূর্ব্ব-স্মৃতি সব ?
যে স্মৃতি হৃদয়ে মম দিবানিশী জাগে।
কেন বা ভুলিয়া হায় রয়েছ নীরব ?
ভরা যে হৃদয় তব প্রেম-অনুরাগে ॥

নয়ন পল্লব কেন অনিমিষ রহে ?
নাহি বহে কেন নাথ সুরভি-নিশ্বাস ?

তোমার এ মৌনভাব প্রাণে নাহি সহে,
সহিতে না পারি তব এ ভাব উদাস ॥

কথা কও প্রাণনাথ! বদন বিকাশি,
পিপাসী হৃদয়ে ঢালি ধারা অমৃতের।
হৃদয়ের এ আঁধার নাশ গুণরাশি!
জাগিয়া উঠুক আশা সুপ্ত জীবনের ॥

সুমধুর সুধাবাণী করিয়া শ্রবণ,
মাতিয়া উঠুক প্রাণ চকোরীর মত।
গগনেতে শুনি যথা মৃদু গরজন,
উল্লাসে আকুল সে যে রহে অবিরত ॥

চাঁদের কিরণ সুধা মাখিয়া অধরে,
সুমধুর মৃদু হাসি হাস হে ক্ষণিক।
প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
ক্ষণমাত্র হেরি সাধ চাহি না অধিক ॥

আকুলিত এ হৃদয় ওহে প্রাণেশ্বর!
ললিত সুঠাম ওই হেরি প্রতিকৃতি।
হৃদয়ে রাখিতে সাধ হয় নিরন্তর,
ওই যে পাগল করা মোহন মূরতি ॥

আলেখ্য দর্শনে।

হৃদয়ে সতত রহে উদ্দাম বাসনা,
ব্যাকুলিত এ অন্তর চাহে অনুক্ষণ।
হেরিব ও রূপে সদা করিব সাধনা,
হৃদয়ে রাখিব আমি করিয়া যতন॥

উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হ'য়ে কভু যাই ছুটি,
বাঁধিবারে বাহুপাশে আকুল উচ্ছ্বাসে।
কাঁদিয়া তখনি তব চরণেতে লুটি,
নিরাশার অশ্রুজলে এ হৃদয় ভাসে॥

জানিনাক কতদিনে এ ভগ্ন হৃদয়,
সুগঠিত হবে তব মিলন-পরশে।
জীবনের পরপারে মিলিব উভয়,
সুখে রব চিরদিন মনের হরষে॥

নিদাঘে।

কি ভীষণ ভয়ঙ্কর হইয়াছে খরতর
নিদারুণ তাপ নিদাঘের।
তেজোময় দিবাকর প্রদানিছে রুদ্রকর
শত মূর্ত্তি যেন ভাস্করের ॥
ছড়ায়ে অনলরাশি দগ্ধ করে দশদিশি
রবি তাপে দগ্ধ এ ভুবন।
প্রাণী মাত্রে হাহা করে সদা বারি বিন্দু তরে
পিপাসিত সবার জীবন ॥
চাতক ফটিক জল যাচিতেছে অবিরল
শূন্যপথে ফিরে নিরন্তর।
পিপাসিত তার প্রাণ বিনা বারি বিন্দু দান
বারি বিনা রহে সে কাতর ॥
ডাকিতেছে জলদেরে বিমানে সদা বিচরে
ঊর্দ্ধমুখে হইয়া আকুল।
হইয়া সে ব্যাকুলিত যাচিতেছে অবিরত
হইয়াছে বিধি প্রতিকূল॥
ভীষণ এ গ্রীষ্ম-তাপ সহে কেবা তার দাপ
রহে সবে কাতরহৃদয়।

মালা

নিদাঘে।

বহিছে অনল সম　　　　সদা বায়ু অবিরাম
প্রভাকর শত প্রভাময় ॥
প্রকৃতি মলিন বেশে　　　　রহে সদা নাহি হাসে
দহিতেছে রবির কিরণে।
বিশুষ্ক হয়েছে কায়　　　　সজীবতা নাহি হায়
রহিয়াছে বিষাদিত মনে ॥
তড়াগ সরসী ঝীল　　　　নদ নদী খাল বিল
শুকায়েছে রবির উত্তাপে।
শুষ্ক তরু শুষ্ক পাতা　　　　শুকায়ে কুসুম লতা
শুষ্কধারা নিদাঘের তাপে ॥

ম্লানমুখে রহে ধরা　　　　হৃদয় অনলে ভরা
নাহি আছে শীতলতা-লেশ।
শতত দহিছে হৃদি　　　　এ অনলে নিরবধি
সহিতেছে নিদারুণ ক্লেশ ॥
নাহি বেশ রমণীয়　　　　শান্ত স্নিগ্ধ কমনীয়
নাহি শান্তি ধরায় এখন।
নাহি নব দূর্ব্বাদল　　　　সুবিস্তৃত ধরাতল
সুশোভিত হরিৎ বরণ।
সহসা যে নভোদেশে　　　　ধূমল ধূসর বেশে
কাল মেঘ দেয় দরশন।

দিক্ দিগন্তর ব্যাপি মুহূর্ত্তে পড়িল ঝাপি
অবিরল নীলিম গগন ॥
নাহি শোভা নীলাম্বরে শতদৈত্য যেন ফিরে
ছাড়িতেছে পবন হুঙ্কার।
মহীরুহ ভাঙ্গি পড়ে ভীষণ প্রবল ঝড়ে
করি দেয় সব চূরমার ॥
ঝঞ্ঝাবাত ভয়ঙ্কর যুঝে মত্ত করিবর
বিধ্বস্ত করয়ে ধরাতল।
সসৈন্যেতে গ্রীষ্মরাজ আসিয়া এ ধরামাঝ
প্রকাশিলা নিজ বাহুবল ॥
ভীম রবে অনুক্ষণ করিতেছে গরজন
ঘন ঘন অশনি পতিত।
ঝরি পড়ে ফুল দল কাঁপিছে সাগর-জল
ধরণী যে ধূলিধূসরিত ॥
নীলাম্বর মাঝে আর না শোভে তারার হার
গগনেতে নাহি শশধর।
আবরিয়া সুধাকরে কাল মেঘ রহে ঘিরে
ঘিরিয়াছে নির্ম্মল অম্বর ॥
জ্যোৎস্না-ধবলিত নিশী নাহি ঢালে সুধা রাশি
নাই সেই মধুর মলয়।

নিদাঘে।

মৃদু মন্দ বহি ধীরে জুড়াইত প্রকৃতিরে
বিমোহিত করিত হৃদয় ॥
অবস্থার বিপর্য্যয়ে রহে যে মলিনা হয়ে
নাহি প্রাণে সুখের উচ্ছ্বাস।
বিধবার মত হায় ধূলিধূসরিত কায়
করে সদা দুঃখে বসবাস ॥
দলিতে প্রকৃতি সতী শুন ওহে গ্রীষ্ম-পতি
এ বাসনা কেন বা তোমার ?
ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ করে বিধবার সম তারে
সাজায়েছ একি ব্যবহার ?
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সাজ তুমি ওহে গ্রীষ্ম-রাজ
ভীমবেশে আসি দেখা দাও।
নিয়তি-পর্য্যায়ক্রমে আসি এই ধরাধামে
সুখ শান্তি সব হরি লও ॥
যবে তুমি যাবে চলি এ তাপ যাবে সকলি
এ অনল হইবে নির্ব্বাণ।
নবীন বরষা-জলে ভাসিবেক কুতূহলে
জুড়াইব তাপ-দগ্ধ প্রাণ ॥
কিন্তু হায় বিধবার না নিবে অনল আর
সমভাবে জ্বলে চিরদিন।

সদা রহে শূন্যপ্রাণে হারাইয়া পতিধনে
শুষ্ক হয় হইয়া মলিন ॥

বিরহ-অনল হায় দহে বিধবার কায়
নাহি শান্তি এ জগতে আর।
নিরাশার অট্টহাস করে সদা উপহাস
কালমেঘ অদৃষ্ট তাহার ॥

বহে সম প্রভঞ্জন সতত দুঃখ-পবন
ছিন্ন ভিন্ন করি দেয় সব।
বাসনা কামনা যত যায় যে জনমমত
সুখ-সাধ সকল বৈভব।

কাল মেঘ অকস্মাৎ করি শিরে বজ্রাঘাত
কাড়ি লয় পতি প্রাণধন।
বিষম কালের ঝড়ে যবনিকা ঝাঁপি পড়ে
আঁধারেতে ঢাকিয়া জীবন ॥

জিনিয়া নিদাঘ তাপে শত গুণ এ উত্তাপে
দিবানিশী দহয়ে শরীর।
জ্বলে মন জ্বলে প্রাণ না হয় কভু বিরাম
এ অনল বিধবা নারীর।

বরষায়।

আইল বরষা ধরায় আবার,
উথলিছে বারি অবনীতলে।
উথলিছে হৃদে শোক-পারাবার,
বিচ্ছেদ-তরঙ্গ প্রাণে উথলে।

ঘোর ঘটাচ্ছন্ন বিমল গগন,
বরষিছে সদা ভীষণ বারি।
হৃদয়-গগন সদা সর্ব্বক্ষণ
বিরহ-মেঘেতে রাখে আঁধারি।

প্রবল বেগেতে বহিছে পবন,
সদা সর্ব্বদাই ভীষণ বেগে।
হু হু স্বন্ স্বন্ রব কি ভীষণ,
শুনিয়া আতঙ্কে শিহরে সবে।

সতত বহিছে জীবনেতে মোর,
তুঃখের ঝটিকা আকুল হয়ে।
বিষাদেতে ঘেরা হৃদয়-অম্বর,
মলিনতা রহে ব্যাপি হৃদয়ে।

সুনীল গগনে দিয়াছে ঢালিয়া,
ঘন গাঢ়তর কালিমা রাশি।
ক্ষণপ্রভা খেলে নাচিয়া নাচিয়া,
উজলিয়া দিক্ ভ্রমিছে হাসি।

মানসেতে মম পড়েছে কালিমা,
আবরি হৃদয় সদাই রয়।
কি ঘোর আঁধার নাহি তার সীমা,
আঁধারে জীবন হইবে লয়॥

ঘন ঘন ঘন গরজে গগন,
হেরিয়া বিজলী জলদ মাঝে।
শোভে সৌদামিনী নয়নরঞ্জন,
জলদের কোলে মোহন সাজে।

সুখ-স্মৃতি আসে ক্ষণিক হাসিয়া
বিজলীর মত চপলা বালা।
পূর্ব্ব-স্মৃতি মনে উঠে চমকিয়া,
শত গুণ হয় প্রাণের জ্বালা।

রিম্ রিম্ ঝিম্ সারা নিশী দিন
বরষিছে সদা বরষা-ধারা।

বরষায়।

কভু ঝম্ ঝম্ হয় বরষণ,
প্রবল বেগেতে ভাসিছে ধরা॥

বহে নয়নেতে ধারা অনিবার,
সতত হৃদয় প্লাবন করি।
রোধে তার গতি হেন সাধ্য কার,
ঝরিবে যে হায় জীবন ভরি।

নবীন বরষা হেরিয়া ধরায়,
পুলকে পূরিছে সবার মন।
সাজিয়াছে ধরা অতি শোভাময়,
নদনদীগণে শোভা কেমন।

বরষা-বারিতে হয়েছে পূরিত,
সরোবর ঝিল বিল তটিনী।
সাগরের বারি হয় উদ্বেলিত,
বহে অবিরত দ্রুতগামিনী॥

ধারা প্রস্রবণ প্রপাত নির্ঝর,
বহে খর বেগে উচ্ছ্বাসভরে।
নাহি সে সুস্বর মনোমুগ্ধকর
মৃদু মধু স্বর ললিত সুরে॥

নব নব যত লতা পাতাদল,
বারিসিক্ত হয়ে শোভিতা হয়।
ধূলিধূসরিত নাহি সে সকল,
নবীন নীরেতে ভাসিয়া বয়॥

হেরিয়া অম্বরে শোভা জলদের,
নাচে ওই শিখী শাখীর পরে।
শিখিনীর সহ হরিষ অন্তর,
প্রেমে ভরা প্রাণ গরবভরে॥

করে কেকারব থাকিয়া থাকিয়া,
নব জলধরে হেরিয়া ওই।
উন্মত্ত ডাহুক ডাহুকী লইয়া,
সুখনীরে ভাসে প্রিয়ারে লই।

ভ্রমে হংসবর হংসী সাথে মিলি,
পশি জলাশয়ে মাতি ক্রীড়ায়।
করে সন্তরণ হয়ে কুতূহলী,
সুখনীরে রহে ভাসায়ে কায়॥

নবীন নীরেতে পূরিত ধরণী,
নবীন বাসনা হৃদয়ে জাগে।

যেন প্রেমাবেশে নবোঢ়া রমণী,
প্রেমে ভরা প্রাণ প্রেমানুরাগে।

এই বারি বিনা প্রকৃতি সুন্দরী,
পিপাসিতা আহা ছিল যে হয়ে।
মিটিল পিপাসা পানে ওই বারি,
শীতল হইল তাপ ঘুচিয়ে॥

হেরি ধরা মাঝে বরষার শোভা,
জ্বলে দিবানিশি দারুণ জ্বালা।
না ভোলে নয়ন নহে মনলোভা,
করে মম মন প্রাণ উতলা।

কোথা মম নাথ! কোথা প্রাণেশ্বর!
কোথায় এখন বারেক বল?
পিপাসিত প্রাণে নব জলধর,
সম ঢাল প্রাণে শান্তির জল।

প্রাণে জাগে তব দরশন-আশা।
সতত যে মন ব্যাকুল হয়।
চাতকিনী সম দারুণ পিপাসা,
আকুল হৃদয় তৃষিত রয়॥

উত্তপ্ত হৃদয়ে ঢাল সুধা শান্তি,
বরিষণ করি বচন-সুধা।
সুললিত সেই কমনীয় কান্তি,
হেরিবারে প্রাণ চাহে যে সদা।

নবীন নীরদে হেরিয়া গগনে,
হেরিয়া ধরায় বরষা-ধারা।
বরষা রাগিণী শুনিয়া শ্রবণে,
করিতেছে মোরে পাগলপারা॥

জাগিছে অন্তরে সতত আমার,
প্রাণাধিক তব মধুর স্মৃতি।
স্মরিয়া এখন করি হাহাকার,
সেই ভালবাসা প্রণয় প্রীতি॥

কত বা সোহাগ কত অনুরাগ,
বহিত সুখের লহর প্রাণে।
ফুটিত হৃদয়ে নব নব রাগ
জলদেরে হায় হেরি গগনে।

উথলিয়া যথা কূলে কূলে বারি;
হয়ে উচ্ছ্বসিত বহিয়া যায়।

বরষায়।

এ হৃদয় ভূমি প্লাবিত যে করি,
সতত উচ্ছ্বাস কতই হায়॥

নব জলধর গরজি গগনে,
করিত যখন গভীর নাদ।
ভয়াকুল চিত্তে রহি ভীত মনে,
লুকাতাম মুখ গণি প্রমাদ।

হাসি হাসি তুমি আসি প্রিয়তম!
লইতে আমারে হৃদয়ে টানি।
হইত তখন ভীতি দূর মম,
সে বাহুবন্ধনে অভয় গণি॥

তব প্রীতিকর এই মেঘমালা,
তব প্রীতিকর ঋতু বরষা।
তব প্রীতিকর দামিনীর খেলা,
তব প্রীতিকর ধরা সরসা।

তব প্রীতিকর এ বাদল দিন,
লুক্কায়িত রবি গগনপথে।
মেঘমালা-ঘেরা চন্দ্রমা মলিন,
লুকোচুরি খেলা জলদ সাথে।

কোথা সেই দিন গিয়াছে চলিয়া,
রাখিয়া আমার হৃদয়ে স্মৃতি।
এ বাদল দিনে উঠে উথলিয়া,
অভাগীর প্রাণে দুঃখের গীতি।

আজি জ্বলে প্রাণ বিহনে তোমার,
নহে প্রীতিকর নিকটে মম।
শূন্যময় হেরি এ পূর্ণ সংসার,
তোমা বিনা হায় হে প্রিয়তম!

তুমি পূর্ণ নাথ! এই শূন্য প্রাণে,
কূলে কূলে সদা ভরিয়া রহ।
মিলনের আশা সদা জাগে মনে,
তব সঙ্গিনীরে ডাকিয়া লহ॥

করি এ মিনতি জলধর প্রতি,
মম এ ভারতী প্রাণেশে কহ।
বার্ত্তাবহ হয়ে তথা কর গতি
নাথ সহ মোরে মিলায়ে দেহ।

যাও হে সত্বরে সে অমরপুরে,
কহিতে আমার দুঃখের কথা।

বরষায়

বিমান বিচরি যাও পরপারে,
জানাইবে মম হৃদয়-ব্যথা ॥

রহিলাম আশে বসিয়া হেথায়,
জীবনের পারে যাইব বলি।
মম প্রাণনাথ রহেন যথায়,
তথা প্রাণ হায় ধায় কেবলি ॥

জুড়াইব জ্বালা যত জীবনের,
শান্তিময় সেই জীবন-পারে।
নিবারিব তাপ যত হৃদয়ের,
প্রাণে রাখি যাহা গোপন করে।

শরদাগমে ।

বরষার শেষে ওই শরৎ আসিল ।
অভিনব কি মাধুরী ধরণী ধরিল ॥
সজল জলদজালে করি বিদূরিত ।
ধরায় শরৎ ঋতু হল উপনীত ॥
মেঘমালা নাহি আর গগনেতে ঘিরে ।
জলধর মাঝে নাহি দামিনী বিচরে ॥
ভীমরবে নাহি হয় অশনি পতিত ।
করকা বরিষে নাহি হয় ঝঞ্ঝাবাত ॥
প্রবল বারির স্রোতে নাহি ভাসে ধরা ।
জলাশয়ে স্রোত নাহি বহে খরতরা ॥
বহিতেছে মৃদু মৃদু সুমন্দ মলয় ।
মৃদুল হিল্লোলে দোলে তরু লতাচয় ॥
নির্ম্মল গগন মাঝে হাসে শশধর ।
বিতরিয়া সুধাধারা ধরণী উপর ॥
নীলাম্বর মাঝে ওই পাতিয়া আসন ।
বিরাজিত রহিয়াছে রজনীরঞ্জন ॥
ধবলবরণ শশী সুবিমল ভাতি ।
উজলিয়া দশদিশি শরতের রাতি ॥

করে সকলের প্রাণে পুলক সঞ্চার।
জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশী ঢালে সুধাধার॥
শোভিতেছে তারামালা বিমল অম্বরে।
শারদ-গগনে ওই সুধাকরে ঘিরে॥
ভালবাসে সবে এই শরতের শশী।
ভালবাসে সকলেতে তারাগণ-হাসি॥
কুমুদিনী সুখে সরে রহে প্রস্ফুটিত।
শারদ-গগনে হেরি শশী সমাগত॥
লয়ে অতুলন রূপ শোভার ভাণ্ডার।
কাহার চরণে যেন দিবে উপহার॥
দিবাকর লুকাইয়া রহে মেঘজালে;
নাহি সে কালিমা আর প্রভাকর-ভালে॥
মেঘমুক্ত হইয়াছে শরতের রবি।
সে উজ্জ্বল প্রভাময় হেরি দীপ্ত ছবি॥
আলোকিত দশদিক্ রবির কিরণে।
শরতেরে সমাগত হেরিয়া ভুবনে॥
সরোবরে সুখ ভরে হাসে সরোজিনী।
শরতের নীলাকাশে হেরি দিনমণি॥
লইয়া হৃদয়ভরা নব পরিমল।
পূজিবে কাহারে মনে বাসনা প্রবল॥

হরষিত সবে এই শরৎ সময়।
হইয়াছে ধরাতল আনন্দিতময়॥
পথ ঘাট মাঠ কিবা নব দূর্ব্বাদলে।
আবরিত রহিয়াছে কিবা স্থকৌশলে॥
পাতিয়া রেখেছে ধরা হরিৎ আসন।
স্থশিল্পীর কারুকার্য্য করি প্রদর্শন॥
কাহারে বসিতে দিবে ভাবিয়া সে মনে।
বিছাইয়া রাখিয়াছে অতীব যতনে॥
ফুটিয়াছে নানা জাতি স্থরভি কুস্থম।
স্থবাসেতে মোহে প্রাণ শোভা মনোরম॥
কাশ কুস্থমের শোভা কাননে অতুল।
রক্ত জবা নাগেশ্বর পারুল বকুল॥
অতসি অপরাজিতা করবী সেফালি।
কুন্দ কুস্থমের শোভা শিরীষ বান্ধুলি॥
গন্ধরাজ চাঁপা গ্যাঁদা ফুটে কৃষ্ণকলি।
দোপাটির পরিপাটি হেরি যে কেবলি॥
লয়ে এই স্থরভিত কুস্থমসম্ভার।
কাহার চরণে যেন দিবে উপহার॥
হাসিতেছে সকলেতে হরিষ অন্তরে।
হাসিছে প্রকৃতি সতী শরতেরে হেরে॥

উৎসাহেতে রহে সবে উৎসুক হইয়া।
যেন কি বাঞ্ছিত দ্রব্য লভিবে বলিয়া॥
পূজিবারে যেন কোন অভীষ্ট দেবতা।
হইয়াছে সকলের প্রাণে একাগ্রতা॥
প্রফুল্লিত সকলেই শরৎ-শোভায়।
সৌন্দর্য্যের বাসভূমি যেন বসুধায়॥
হইয়াছে ধরাতল রম্য নিকেতন।
প্রকৃতির লীলাভূমি সুন্দর শোভন॥
হেরি এই অতুলন শোভা মনোরম।
বিষাদেতে ব্যাকুলিত এ হৃদয় মম॥
উঠিতেছে দিবানিশি প্রাণে হাহাকার।
নয়নেতে ঝরিতেছে বারি অনিবার॥
বিষময় জ্ঞান হয় এ বিমল শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই দীপ্ত তেজোময় ভানুর কিরণ।
এই নব দূর্ব্বাদল হরিৎ আসন॥
নীলাম্বরে শোভা করে ওই তারামালা।
মাঝে মাঝে রহে তাহে বিজলীর খেলা॥
সুনীল গগন পটে শশধরে হেরি।
হৃদয়ের জ্বালা আর নিবারিতে নারি॥

এই তরুলতারাজি এই নদী-জল।
মণ্ডিত হয়েছে রবি-কিরণে সকল॥

ওই যে মনের সুখে পাখী করে গান।
অবিরত তটিনীতে উঠে কলতান॥

নিরানন্দ সুখহীন সকলি দেখায়।
দুঃখপূর্ণ হেরিতেছি সুখের ধরায়॥

হৃদয়েতে নাহি ফুটে হরষের ফুল।
সুখের উচ্ছ্বাসে মন না হয় আকুল॥
জীবনের কালমেঘ দূর নাহি হয়।
বিহনে সে হৃদয়ের আলো জ্যোতির্ম্ময়॥

বিনা সেই প্রাণেশ্বর এ দেহের প্রাণ।
হৃদয় হয়েছে যেন অশান্তির স্থান॥
কোথা মম প্রাণনাথ কোথায় এখন।
কাঁদাইয়া অভাগীরে হয়ে বিস্মরণ॥
এস এস ওহে নাথ নিকটে আমার।
শরতের শোভা যত দিব উপহার॥
হৃদি-পদ্ম প্রদানিব তোমার চরণে।
প্রণয়-চন্দন তাহে মাখায়ে যতনে॥

মানস-কুসুম লয়ে দিব গাঁথি মালা।
বাসনার উপচারে সাজাইব ডালা॥

শরদাগমে।

সাজাইয়া দিব আমি সাধনার সাজি।
এসহে হৃদয়-নাথ হৃদয়েতে আজি॥
বিছাইয়া দিব প্রাণ হরিৎ আসন।
ফলে ফুলে সুশোভিত দিব রিপুগণ॥

হইবেক হৃদয়েতে প্রেমের ঝঙ্কার।
পাখীর কাকলি তাহা হবে প্রাণাধার॥
সুখের হিল্লোল প্রাণে বহিবে তখন।
শরতের শান্তিময় মৃদু সমীরণ॥
চিদম্বরে প্রেমচন্দ্র তুমি প্রেমময়।
প্রকৃতির শোভা তুমি সকল সময়॥
দিব জ্যোৎস্না ঢালি পদে প্রণয়ের ধারা।
প্রেমের কিরণে শোভা হবে মনোহরা॥

দিব তবে ঢালি পদে নয়নের নীর।
শরতের সুবিমল বারি তটিনীর॥
মেঘমুক্ত হবে মম এই হৃদাকাশ।
উজ্জ্বল রবির রূপে হইয়া প্রকাশ॥

এস এস হৃদয়েতে হৃদয়রাজন!
হৃদয়ের পূজা মম করহ গ্রহণ॥
এসহে হৃদয়াসনে হৃদয়-দেবতা।
লহ হৃদয়ের পূজা লহ একাগ্রতা॥

সর্ব্বদাই প্রকৃতির এ মন-ভবনে।
মিলিয়া আত্মায় মম, রয়েছ গোপনে॥
লইতেছ পূজা সদা সাদরে সম্ভাষি।
নিরিবিলি হৃদয়েতে রহি দিবানিশী॥
হে আরাধ্য দেব মম হৃদয়বল্লভ।
বাঞ্ছিত রতন তুমি মূর্ত্তিমান্ দেব॥
জীবনের অধীশ্বর হৃদয়ের রাজা।
আজীবন হৃদয়েতে করিব হে পূজা॥
পূজান্তেতে উপহার দিব এই প্রাণ।
জীবনান্তে দিও মোরে তব পদে স্থান॥

হেমন্তে হেরিয়া

আবার আইল দারুণ হেমন্ত
এসেছিল ও যে হইয়া কৃতান্ত
হরি লয়ে মম গেছে প্রাণকান্ত
শোকের ধূমেতে আবরি মোরে।

সঙ্গে এনেছিল উত্তুরে বাতাস
পরশিলে অঙ্গে উপজয়ে ত্রাস
চিরতরে মোরে করিয়া নিরাশ
কাড়িয়া লয়েছে মম নাথেরে॥

যেন মহাকাল ফুকারিছে শ্বাস
কিবা বিভীষিকা শীতল নিশ্বাস
হিমে মাখা সেই শীকর বাতাস
কালান্তক রূপে এল ধরায়।

সতত বহিত সম করকার
দিবানিশী এই বায়ু অনিবার
কাঁপাইয়া তাহা দিক্ চরাচর
আপনার মনে চলিত হায়॥

হেমন্তে হেরিয়া।

রাশি রাশি হিম ঢালি ধরামাঝ
পরিয়া সতত হিমময় সাজ
আধিপত্য করে হিম ঋতুরাজ
জল স্থল নভে আসন পাতি।

হিমেতে আঁধার গগনমণ্ডল
হিমেতে ব্যাপৃত রহে ধরাতল
হিমময় যত জলাশয়ে জল
হিমাংশুরে ঢাকে সে হিম পতি॥

দিবাকরে সদা ঢাকি হিমজালে
আবরি রাখিত গগনের থালে
নাহি উজ্জ্বলতা সে নভোমণ্ডলে
নাহি ছিল তাপ তপন-কায়।

মুকুতার সম শিশিরের কণা
সহস্র ফণীতে যেন ধরে ফণা
প্রবেশি হৃদয়ে দংশি মনোবীণা
নিজ কাজ সারি চলিয়া যায়॥

নীহারভূষিত নব দূর্ব্বাদল
রবি করে তাহা হয়না উজ্জ্বল
যেন ম্লান মুখে কাঁদে অবিরল
অশুভ কামনা করিয়া মনে

হেমন্তে হেরিয়া।

নাহি ডাকে পাখী বসি শাখীপরে
আকুল উচ্ছ্বাসে কলকণ্ঠ সুরে
চমকিয়া উঠে সভয় অন্তরে
কহে মনোব্যথা শোকের গানে।

হেমন্ত-নিশীতে আসি কুঞ্জবনে
গোপাঙ্গনাগণ বাঁশরির তানে
মিলিত হতেন মুরারির সনে
প্রেমেতে বিভোলা গোপিকাচয়।

এ হেমন্ত হায় অসি লয়ে করে
এসেছিল যে গো অবনা-মাঝারে
বধিবারে মোরে নিদারুণ শরে
শোকাকুলা করি মম হৃদয়॥

তেরশ উনিশ হেমন্তে অঘ্রাণ
কি করাল বেশে হল অধিষ্ঠান
লয়ে হিমরাশি অসি খরসান
হানিল আমার হৃদয়মাঝে।

হিম-অন্ধকারে আবরি নয়ন
হিমেতে আচ্ছন্ন করিয়া জীবন
হরি লয়ে মম গেছে প্রাণধন
হিমরাজ মোর হৃদয়রাজে॥

হেমন্তে হেরিয়া। মালা

চিরস্মরণীয় এই কাল হায়
কি শোকের স্তম্ভ প্রোথিলে ধরায়
হেমন্তে অভ্রাণ জাগিবে হিয়ায়
সপ্তদশ দিনে অষ্টমী তিথি।

যতদিন রবে রবি শশী তারা
যতদিন এই রবে বসুন্ধরা
চির দুঃখময় এই শান্তিহরা
হয়ে শান্তি হারা রহিল পৃথ্বী ॥

কি দারুণ এই হেমন্ত সময়
নির্ম্মম নিষ্ঠুর পাষাণহৃদয়
আবার ফিরিয়া আসিল ধরায়
না আসিল ফিরে প্রাণেশ আর।

একা এল পুন এ মর ভুবনে
লয়ে গিয়েছিল মম প্রাণধনে
রাখিয়া নাথেরে অমর-ভবনে
এই কি হইল তার বিচার ॥

বলি সকাতরে শুন্ ও হিমানী
রাখ দুঃখিনীর এই দুঃখ বাণী
লয়ে চল মোরে যথা গুণমণি
করিয়া বসতি রব তথায়।

মালসী   হেমন্তে হেরিয়া।

এ শূন্য ভবনে রহিতে যে আর
কাতর পরাণ না চাহে আমার
প্রাণনাথ বিনা সব অন্ধকার
শোক-সমাচ্ছন্ন হেরি ধরায়॥

না সহিত সেই কোমল শরীরে
হিমের প্রতাপ ডুবায়ে নীহারে
নবনীত কায় আবরি তুষারে
লইয়া গিয়াছে তোমারে কোথা।

ক্ষণ অদর্শনে রহিতে না পারি
কোথা আছ নাথ মোরে পরিহরি
হরিল হেমন্ত কালবেশ ধরি
দিয়া মম প্রাণে দারুণ ব্যথা॥

শোক-তাপময় পাপ-তাপ-ভরা
হিংসাদ্বেষপূর্ণ এই বসুন্ধরা
জ্বালাময় সদা কলুষিত ধরা
না হইল তব আবাস-স্থান।

চির শান্তিময় তোমার অন্তর
শীতলতা তাহে পূর্ণ নিরন্তর
ছিল সে হৃদয় শান্তির নির্ঝর
তাপ-বিরহিত ছিল সে প্রাণ॥

বুঝি মনোমত হল এই কাল
নীহারের মাঝে জীবন মিলাল
সুরভি কুসুম অকালে নাশিল
হিমে আবরিয়া ঢাকিল কায়।

নিদাঘের তাপে হইতে তাপিত
রবিকর-তাপ প্রাণে না সহিত
তাই কি হেমন্তে করি মনোনীত
তাহার সহিত গিয়াছ হায়॥

আসিল যে ফিরে হেমন্ত আবার
কই তুমি ফিরে এলে নাকো আর
শূন্য এ হৃদয় শূন্য এ আগার
এই যে হেমন্ত কৃতান্ত সম।
হায়রে কি কাজ করিলিরে বল্
ও হেমন্ত ঋতু এত তুই খল
ভরা ছিল তোর হৃদে হলাহল
ভুলাতিস্ নানা ছলনা করি॥

মিত্র জ্ঞানে তোরে করি সমাদর
তোর আশাপথ চাহি নিরন্তর
তব আগমনে প্রফুল্ল অন্তর
হইতাম সুখী তোমারে হেরি॥

হেমন্তে হেরিয়া।

ভাল প্রতিফল দিলে হিমরাজ
হানিলে শিরেতে কি দারুণ বাজ
মিত্রদ্রোহী মত করিলে যে কাজ
করিলে শতধা হৃদয় মম

অনুকম্পা করি লয়ে যাও মোরে
সেই দূরন্তর জীবনের পারে
তব নিষ্ঠুরতা ভুলিব সত্বরে
মিলিত হইয়া সে প্রিয়তম

শীতারম্ভে।

আসিয়াছে শীতকাল আবরি নীহার-জাল
ঘেরিয়াছে গগনের গায়।
বিষাদে প্রকৃতি সতী বিবর্ণা বিশীর্ণাকৃতি
বিষাদিত সকলি ধরায়॥

শুভ্র বাষ্প-জালে ঘেরা স্ফূর্ত্তিহীন স্তব্ধ ধরা
লতা পাতা সকলি মলিন।
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত নাহি তাহা সুশোভিত
হইয়াছে ফল-ফুল হীন॥

কুজ্ঝটি বসন খানি বদনে দিয়াছে টানি
আকুলতা পড়িছে উছলে।
ঝরিছে তুহিনরাশি রোদনের ছলে মিশি
অভিষিক্ত করে ধরাতলে!

হেরিয়া দারুণ শীত বিহঙ্গ গাহেনা গীত
কোকিলের নাহিক ঝঙ্কার।
সরোবরে সরোজেরে মধুপ না রহে ঘিরে
নাহি তাহে পরিমল আর॥

আলা

শীতারম্ভে

ডুবে রবি ত্বরা করি পশ্চিম গগনোপরি
নীরবিত স্তব্ধ সন্ধ্যা বেলা।
স্তব্ধ রহে ধরাতল স্তব্ধ সে সাগর-জল
রবি শশী স্তব্ধ তারামালা॥

যেন ধরা প্রাণহীন স্তব্ধ রহে নিশীদিন
ভুঞ্জিতেছে দারুণ যাতনা।
উঠিতেছে শিহরিয়া আতঙ্কে আকুল হিয়া
হেরি যেন অশুভ ঘটনা॥

বসিয়া হতাশ মনে চাহি স্তব্ধ ধরা পানে
পূর্ব্ব স্মৃতি উঠে উথলিয়া।
সুখে ছিল পূর্ণ ধরা এ দিনে প্রমোদে ভরা
গিয়াছে যে সে দিন চলিয়া॥

সজীবতা ছিল জাগি জগৎ জনের লাগি
জড়তায় নাহি ছিল ভরা।
ছিল উদ্দীপনা আশা কৌতূহল সাধ তৃষা
সুখপূর্ণ ছিল বসুন্ধরা॥

কাহার বিরহে ধরা বিষাদে হয়ে অধীরা
ত্যজিয়াছে সকল বিলাস।
রহিয়াছে ম্রিয়মাণ কার লাগি কাঁদে প্রাণ
ভুলিয়াছে সুখ সাধ আশ॥

কার তরে শীর্ণ কায়া কোন্ অতীতের ছায়া
ঘিরি রহে ধরণী হৃদয়ে।
দুঃখিনী মলিন বেশা বিষাদে হয়ে বিবশা
রহিয়াছে কাতর হইয়ে॥

হাহা রবে বায়ু বহে যেন সে কাহারে কহে
সুধাইছে কাহার বারতা।
কাহার আশার আশে ভ্রমিতেছে দেশে দেশে
ফুকারিয়া কত কাতরতা॥

আমি এ নিরাশ প্রাণে সেই স্মৃতি স্মরি মনে
স্তব্ধভাবে হইয়া হতাশ।
গেছে সাধ গেছে আশা গিয়াছে সুখ লালসা
এ হৃদয় অশান্তির বাস॥

পড়ে মনে নাথ সনে কিবা সুখ সম্মিলনে
যাপিতাম সুখে এই কাল।
ভ্রমিতাম নানা স্থানে গিরি গুহা উপবনে
প্রবাসেতে জলধি বিশাল॥

নানারূপে জলে স্থলে রহিতাম কুতূহলে
লভিতাম কিবা সুখ মনে।
হরিৎ ধান্যের ক্ষেত্র দৃষ্টিমাত্র সুখী নেত্র
প্রকৃতির শোভা দরশনে॥

শীতারম্ভে।

প্রবাসে কি গৃহবাসে　　যাপিতাম কি হরষে
নাথ পাশে প্রফুল্ল অন্তর।
প্রমোদে কাটিত বেলা　　সারা দিন হাসি খেলা
বহিত যে সুখের লহর॥

পশ্চিমে হেলিত রবি　　লোহিত বরণ ছবি
লুকাতেন সে অস্ত-শিখরে।
হয়ে উল্লসিত মন　　করিতাম দরশন
অস্তমিত দেব দিবাকরে॥

সোহাগে ধরিয়া কর　　কহিতেন প্রাণেশ্বর
মম হৃদে তব বাসস্থান।
হৃদয়ে টানিয়া লয়ে　　রাখিতেন লুকাইয়ে
পুলকেতে পূরিত যে প্রাণ॥

প্রীতি-অনুরাগ-ভরে　　সোহাগ যতন করে
বাঁধি মোরে বাহুর বন্ধনে।
মাখিয়া তুহিন রাশি　　সুধাকর হাসি হাসি
উদিত যে পশ্চিম গগনে॥

আহা কি প্রেমের ভরে　　মৃদু হাসি সে অধরে
প্রকাশিয়া কহে প্রিয়তম।
আমার হৃদয়াকাশে　　তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী বেশে
উজলিছ এ জীবন মম॥

সরম তুহিনরাশি আবরি ও মুখ শশী
রহিয়াছে সরমেতে মাখা।
দ্বিগুণ বাড়িছে শোভা করে মম মনলোভা
কমনীয় ও বদন রাকা॥

পিপাসী চকোর আমি তব প্রেম দিবা যামী
যাচি সদা হইয়া পিপাসী।
কোরনা কৃপণপনা বিতরিতে প্রেম-কণা
আমি তব প্রণয়প্রয়াসী॥

এইরূপে নানা ছলে ফেলিয়া প্রেমের জালে
গলে দিয়া প্রেমের বন্ধন।
প্রাণে দিয়া কত আশা বাড়ালে প্রেমের তৃষা
ভালবাসা কোথায় এখন॥

একা রাখি ক্ষণতরে রহিতে না স্থানান্তরে
ছায়া সম রাখিতে যে পাশে।
ফেলিয়া আমারে একা কোথা আছ প্রাণসখা
রহিয়াছি আর কোন্ আশে॥

নিস্তব্ধ এ ধরাতল ঝরিতেছে আঁখি জল
হারাইয়া তোমারে হে নাথ!
মোর দুঃখে কাঁদে ধরা নীহারে হৃদয় ভরা
কি দুঃখেতে কাটে দিন রাত॥

কাঁদি প্রকৃতির সহ তোমা বিনা অহরহ
শুকায়েছে হৃদয় আমার।
সংসারের চারিধার শুষ্ক হেরি প্রাণাধার
শূন্য প্রাণ হয়েছে সবার॥
হারায়ে এ রত্ন নিধি মন দুঃখে নিরবধি
বিষাদিত প্রকৃতি সুন্দরী।
নাহিক বদনে হাসি মম প্রাণে প্রাণ মিশি
সহে দুঃখ দিবা বিভাবরী॥
কবে এই দুঃখ শেষ হইবে মোর প্রাণেশ
হবে প্রাণে বসন্ত উদয়।
তোমার মিলনে পুনঃ সরসিবে শুষ্ক মন
সুখী হবে মম এ হৃদয়॥
জীবনের পরপারে মিলন সুখের নীরে
ভাসিব যে লইয়া তোমারে।
শুষ্ক দেহ কুঞ্জবনে মুঞ্জরিবে সে মিলনে
গুঞ্জরিবে সুখের ভ্রমরে॥
দরশন করি হায় তব মুখ চন্দ্রমায়
হৃদয়ের ঘুচিবে আঁধার।
মৃদু হাসি বিম্বাধরে তাহাতে পীযূষ ঝরে
তিরপিবে তিয়াস আমার॥

যেমন শীতান্তে পুন বসন্তের আগমন
করে ধরা সরস তখন।
শুষ্ক শূন্য ভাব দূরে যাইবে বসন্তে হেরে
নব ভাবে উথলিবে মন॥

মম জীবনান্ত পরে হেরি মম প্রাণেশ্বরে
প্রাণে প্রাণে মিলিব তথায়।
নয়নে নয়নে সদা রব প্রাণে প্রাণে বাঁধা
মিলিবে যে মন প্রাণকায়॥

বসন্তে।

আজি, বসন্ত পবনে সুনীল গগনে
পরাণ চাহিছে কাহারে।
ওই, বসন্ত-প্রভাতে কোকিলের সাথে
হৃদয় আমার ঝঙ্কারে॥

আজি, বসন্ত-সমীরে দোলে ধীরে ধীরে
কুঞ্জে কুসুম মৃদুল।
ওই, মধুকরকুল হইয়া আকুল
জগৎ করিল ব্যাকুল॥

আজি, মানস উদ্যানে কাহার লাগিয়া
বাসনা কুসুম ফুটিছে।
ওই, বসন্তে হেরিয়া প্রাণের আবেগে
কার কাছে মন ছুটিছে॥

আজি, হৃদয় উদাস করি কার আশ
কার লাগি প্রাণ কাঁদে গো।
ওই, কুসুম-সুবাসে কোন্ পরিমল
বহিয়া হেথায় আনে গো॥

বসন্তে।

আজি, সরস ধরণী বসন্তেরে হেরি
হরষে বিবশা হয়ে সে।
ওই, মধুর পবনে উঠিল শিহরি
মধুর মিলন আবেশে॥
আজি, সুনীল আকাশে দিবাকর হাসে
প্রভাত কিরণে উজলি।
ওই বকুলের শাখে বসিয়া যে পাখী
করিছে মধুর কাকলি॥
আজি, কাহার লাগিয়া হৃদয় আমার
উঠিতেছে হায় ফুকারি।
ওই, পাখীদের মত আপনার মনে
গাহে দুঃখ-গাথা মুখরি॥
আজি মন উপবনে বিরহ-বেদন
উঠিছে কেবল ফুটিয়া।
ওই, সুষুপ্ত বাসনা কাহার লাগিয়া
উঠিল গো আজি জাগিয়া॥
আজি, কার তরে প্রাণ হইয়া অধীর
চাহিতেছে হায় কাহারে।
ওই, মলয়ের মত হইয়া উন্মত্ত
ভ্রমিয়া বেড়ায় সংসারে॥

খাম্বাজ ।

বসন্তে ।

আজি, পরাণ আমার কোন্ জন লাগি
ভরিয়া উঠিল হুতাশে ।
ওই, সুখদ সমীরে জ্বালিল অনল
আমার নীরস মানসে ॥

আজি, আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে জ্বালা
এ সুখ বসন্ত মলয় ।
ওই, হেথা সমীরণ বহে অনুক্ষণ
ঢালিতেছে যেন অমিয় ॥

আজি, মম এ হৃদয় করিয়া আকুল
কহিল কাহার কাহিনী ।
ওই, মৃদুল সমীরে কার প্রণয়ের
বাজিল ললিত রাগিণী ॥

আজি, কার স্মৃতি লয়ে সতত আমার
ছড়াইয়া দেয় হৃদয়ে ।
ওই, বকুল কুসুমে রয়েছে যেমন
বকুলের তল ব্যাপিয়ে ॥

আজি, উঠিয়া প্রভাতে হেরিনু ধরাতে
বসন্ত-পবন বহিছে ।
ওই, বাসন্তী গগনে কার গুণ গানে
কার নামে প্রাণ ভরিছে ॥

আজি, হৃদয় আমার   কুসুমের মত
কাহার পরশ মানসে।
ওই, ফুটিয়া উঠিল   ঝরিয়া পড়িল
আকুল হইয়া হতাশে॥

আজি, এত প্রেম আশা   প্রাণের পিপাসা
উথলে আমার পরাণে।
ওই, প্রমত্ত মলয়   বহে নাকি হায়
গিয়া প্রাণেশের সদনে॥

আজি, শোভিছে যেমন   বসন্তে ধরণী
তথা কি তেমন শোভে না।
ওই, হাসিতেছে হেথা   বিমল রজনী
ঢালিয়া ধবল জোছনা॥

আজি, তার কথা মোরে   কহিতেছে আসি
মোর কথা তারে না কহে।
ওই, মৃদু ঝিরি ঝিরি   মৃদুল মধুর
সমীরণ তথা না বহে॥

আজি, এ পোড়া পরাণে   অনলের রাশি
জ্বালিল কেন সে আসিয়া।
ওই, বসন্ত রাগিণী   না গাহিবে যদি
নাথের নিকটে যাইয়া॥

আজি, আমার হৃদয়ে রয়েছে যতেক
ভরিয়া দারুণ বেদনা।
ওই, বিমান বিচরি বিচরিয়া তথা
এ দুঃখ আমার কহনা॥

আজি কাহার লাগিয়া হৃদয় আমার
করিয়া রেখেছি উন্মুক্ত।
ওই হৃদয় মন্দিরে বাসনা কুসুমে
হবে কোন্ দেব পূজিত॥

আজি বসন্তের মত সাজায়ে রেখেছি
হৃদয় করেছি শোভিতা।
ওই লয়ে প্রেম আশা প্রীতি ভালবাসা
পূজিব হৃদয়-দেবতা॥

আজি বাজিবে সোহাগে জীবন রাগিণী
করিব প্রীতির আহ্বান।
ওই নীরস জীবন হইবে সরস
পূজিয়ে হৃদয়রাজন॥

আজি নয়নের তৃষা পরাণের আশা
তাহার চরণে ডারিব।
ওই উদ্দেশ্যে তাহার সাধনা আমার
উদযাপন ব্রত করিব॥

বসন্ত। **মালা**

আজি কামনা কুসুমে বিরচিব মালা

গলে দিব তার পরায়ে।

ওই নয়নের নীরে অভিষিক্ত করি

গাঁথিব বিরলে বসিয়ে॥

আজি, হৃদয় নিকুঞ্জে পূজিব নাথেরে

পাতিয়া রেখেছি আসন।

ওই, হৃদয়ের মধু দিব প্রাণ বঁধু

তোমারে হৃদয়রতন॥

আজি, তোমারে পূজিতে নানা আয়োজন

রেখেছি হৃদয়-মন্দিরে।

ওই, পূজার সম্ভার লয়ে প্রাণাধার

মিলিব অমর নগরে॥